নগর সংস্করণ

শুক্রবার

৮ নভেম্বর ২০২৪

২৩ কার্তিক ১৪৩১, ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

চাকরি-বাকরি, প্র অন্য আলো, প্র গোল্লাছুটসহ মোট ২০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৫

এলএনজি ব্যবসায় চক্র, নেপথ্যে নসরুল হামিদ

আওয়ামী লীগ আমল

এলএনজি সরবরাহে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ২৩টি। বিভিন্ন সময় ৭টি কোম্পানি কাজ পেলেও মূলত চারটি কোম্পানি বেশি কাজ পেয়েছে।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

খোলাবাজার থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কিনতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঘুরেফিরে চারটি কোম্পানি বেশি কাজ পেয়েছে। এর মধ্যে দুটি কোম্পানি কাজ পেয়েছে সরকার পতনের পরও। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এলএনজি ব্যবসার এই চক্র মূলত গড়ে উঠেছে সাবেক বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের মাধ্যমে।

জ্বালানি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বিগত ছয় অর্থবছরে এলএনজি আমদানির (জিটুজি ও খোলাবাজার) পেছনে সরকার খরচ করেছে ১ লাখ ৬৬ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে গত অর্থবছরে খরচ হয়েছে ৪২ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা।

দেশে প্রথমবারের মতো এলএনজি আমদানি শুরু হয় ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে। প্রথম দিকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির অধীনে সরকারি পর্যায়ে (জিটুজি) আমদানি হয়। এর পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে খোলাবাজার থেকে আমদানি শুরু হয় ২০২০ সালের দিকে। তখন থেকে ঘুরেফিরে বেশি কাজ পাওয়া চারটি কোম্পানি হলো সিঙ্গাপুরের ভিটল এশিয়া ও গানভর, সুইজারল্যান্ডের টোটাল এনার্জিস ও

এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ

- ৬ বছরে খরচ ১ লাখ ৬৬ হাজার কোটি টাকা।
- খোলাবাজার থেকে কেনা হয়েছে ৭৪টি কার্গো।
- ৬০ শতাংশ সরবরাহ করেছে সিঙ্গাপুরের দুই কোম্পানি।
- গত অর্থবছরে খরচ ৪২ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য নিতে সরবরাহকারীর কাছ থেকে আগে টোকেন সংগ্রহ করছেন সীমিত আয়ের মানুষ। যাঁরা টোকেন পাবেন, তাঁরাই মূলত পণ্য কিনতে পারবেন। পণ্যের তুলনায় মানুষ বেশি হওয়ায় এমন ব্যবস্থা। গতকাল রাজধানীর মিরপুর ৬ নম্বর কাঁচাবাজার এলাকায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

নতুন সরকার গঠনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তৎপরতা শুরু

রয়টার্স

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মহারণে জিতে নতুন সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় কে থাকতে পারেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে হিসাব-নিকাশ।

যদিও দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউসে যেতে ট্রাম্পকে এখনো প্রায় আড়াই মাস অপেক্ষা করতে হবে। আগামী ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তিনি।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর এবারের পথচলায় সরকার ও প্রশাসনে কাদের সঙ্গে রাখতে পারেন, সে ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির রথী-মহারথীসহ স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের মতো ব্যক্তিত্বও রয়েছেন। গত বুধবার ট্রাম্পের প্রচারশিবির আভাস দিয়েছে, সরকারে কারা থাকবেন, খুব শিগগির তা ঠিক করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

» ট্রাম্পের ৭ অঙ্গীকার পৃষ্ঠা ৯

» সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ পৃষ্ঠা ৫ ও ১০

টিসিবির পণ্য

অপেক্ষার পর খালি হাতে ফিরতে হয় অনেককে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা ও চট্টগ্রাম*

তিন মাসের শিশু ঘরে রেখে বেলা সাড়ে ১১টায় সাশ্রয়ী দামে পণ্য কেনার আশায় টিসিবির ট্রাকের সামনে লাইনে দাঁড়ান গৃহিণী নিলুফা আক্তার। সারির ভিড় ঠেলে বেলা দুইটার দিকে কিছুটা সামনে এগিয়ে যান তিনি। এর মধ্যে ভিড়ও বাড়ে। মানুষের চাপে হঠাৎ ধাক্কাধাক্কিতে তিনি ছিটকে পড়েন সারি থেকে। পরে সারিতে দাঁড়িয়ে আর পণ্য পাননি। বেলা তিনটায় শেষ হয় পণ্য বিক্রি। সাড়ে তিন ঘণ্টার অপেক্ষার পরও খালি হাতেই ফিরে গেছেন নিলুফা। ঘটনাটি গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট মোড়ের।

নিম্ন আয়ের মানুষকে বাজারের চেয়ে কিছুটা কম দামে পণ্য দিতে সরকার ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে সম্প্রতি ট্রাকে করে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু করেছে। গত ২৪ অক্টোবর থেকে ঢাকা মহানগরের ৫০টি ও চট্টগ্রাম মহানগরের ২০টি স্থানে এ কার্যক্রম চলছে। এরপর প্রতিদিনই পণ্য কিনতে টিসিবির ট্রাকের সামনে মানুষের ভিড় বাড়ছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ট্রাকে পণ্য কম থাকায় প্রতিদিনই নিলুফা আক্তারের মতো অনেককে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

তিন মাসের মধ্যে অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ

বিবিএসের প্রতিবেদন

পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এবার এলসি মার্জিন ছাড়াই নিত্যপণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত।

“ মূল্যস্ফীতির হিসাব এত দিন নিয়ন্ত্রিত ছিল। কৃত্রিমভাবে দেওয়া হতো হিসাব। বর্তমান সরকার মূল্যস্ফীতির প্রকৃত হিসাব দিচ্ছে, এটা বলা যায়।

আহসান এইচ মনসুর, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সার্বিক মূল্যস্ফীতি আবার দুই অঙ্কের ঘর ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গতকাল যে হিসাব প্রকাশ করেছে, সে অনুযায়ী অক্টোবরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গত তিন মাসে, অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। অক্টোবরে খাদ্য মূল্যস্ফীতিও বেড়েছে, দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশে। কয়েক দফায় নীতি সুদহার বাড়িয়েও মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সে কারণে ঊর্ধ্বমুখী এই মূল্যস্ফীতি পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিবিএসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান হাতে নিয়ে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ গতকাল বৈঠক করেন সচিবালয়ে, যেখানে পণ্যের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অন্য খবর

‘পলিনেটে’ চারা উৎপাদনে তরুণ উদ্যোক্তাদের চমক

মুক্তার হোসেন, *নাটোর*

বিস্তীর্ণ ফসলি মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সাদা রঙের মস্ত একটা ঘর। ওপরের অংশ দেখতে ঢেউখেলানো। প্রায় দোতলা উচ্চতার ঘরটির কাগুজে নাম ‘পলিনেট হাউস’। বিশেষ পলিথিন আর লোহার পাইপ-অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি এসব ঘরের ভেতরে চলছে নানা ধরনের সবজি চাষ আর ফুল, ফল ও সবজির চারা উৎপাদন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সারা বছরই চলে চারা উৎপাদনের মহাযজ্ঞ।

নাটোরের ছাতনী দিয়াড় ও মির্জাপুর দিয়াড় গ্রামে বছর দুয়েকের ব্যবধানে গড়ে উঠেছে এমন চারটি বড় ধরনের পলিনেট হাউস। পাশাপাশি একই

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে এ আইনের অধীনে অতীতে সাইবার অপরাধ-সংক্রান্ত যেসব মামলা হয়েছিল, শুধু তা চলবে। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের কারণে যেসব মামলা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বৈঠকের পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের জানানো হয়, সাইবার নিরাপত্তা আইন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ-২০২৪ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। এখন আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং (আইনি যাচাই) শেষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিষয়টি আবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।

- সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণ সহ্য করা হবে না।
- ‘মুজিব বর্ষে’ কী ধরনের কাজ হয়েছে, কত টাকা অপচয় করা হয়েছে, সেটি যাচাই করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

আজকের আবহাওয়া
অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৫ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৯ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : টাঙ্গাইল ও ফেনীতে ৩২.৫° সে.
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৭.৬° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫২	মাগরিব	৫:১৯
জুমা	১১:৪৫	এশা	৬:৩৫
আসর	৩:৪০	কাল ফজর	৪:৫৩

লক্ষ করুন
অনিবার্য কারণে আজ পৃষ্ঠা ৫-এ 'একটু থামুন', 'ভালো থাকুন' ও 'বিচিত্র' প্রকাশিত হলো না। **বা.স.**

বিপ্লবের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকেরা চিন্তার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছেন

সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা

'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন : ঢাকার উত্তরাধিকার' শীর্ষক সম্মেলন।

বাসস, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক সমাজ আবার তাঁদের চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা ফিরে পেয়েছেন। তিনি বলেন, এর সঙ্গে এখন যোগ করতে হবে বৈশ্বিক পর্যায়ে বিজ্ঞানে অবদান রাখার সক্ষমতা। আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে রেখে দৈনন্দিন পাঠ ও গবেষণার মাধ্যমেই সেটি অর্জিত হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন : ঢাকার উত্তরাধিকার' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস যৌথভাবে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

ড. ইউনূস বলেন, 'আমাদের অন্তর্বর্তী সরকার বিপ্লবের ফসল। তাই আমরা বৈশ্বিক পর্যায়ে বিজ্ঞানে অবদান রাখতে প্রয়োজনীয় সব সংস্কার এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সব প্রয়াস নিতে প্রস্তুত রয়েছি। এই কাজে নিবেদিত সবার কাছ থেকে চাহিদা, পরামর্শ আসতে হবে। নিজের ওপর আস্থা থাকলে এটি আমরা পারব, যেমন আস্থা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছিল বলে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও আইনস্টাইনকে লিখতে পেরেছিলেন।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান ও কলকাতার এসএনবিএনসিবিএসের সাবেক অধ্যাপক পার্থ ঘোষ বক্তব্য দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি : পিআইডি

অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমদানি বাড়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা প্রমুখ।

বিবিএসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মূলত অক্টোবর মাসের চড়া বাজার পরিস্থিতিকেই প্রতিফলিত করেছে। এই মাসে প্রায় সব খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ে। এক ডজন ডিম কিনতেই একজন ক্রেতাকে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা খরচ করতে হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে সবজির দামও দৃশ্যত নিম্নবিত্ত ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে ছিল।

বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে গভর্নর বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিতে সাময়িকভাবে ঋণপত্রের (এলসি) মার্জিন তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যাংকের একক গ্রাহকের বিদ্যমান ঋণসীমা। এ ঋণসীমা ব্যাংকের কাছে 'সিঙ্গেল বরোয়ার লিমিট' হিসেবে পরিচিত।

গভর্নর জানান, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলসি মার্জিন ছাড়াই নিত্যপণ্য আমদানি করা যাবে। তবে এটা শুধু রোজাকে সামনে রেখে সাময়িক সময়ের জন্য। আমদানি করা যাবে ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা, গম ইত্যাদি পণ্য। নিত্যপণ্যের পাশাপাশি সারও আমদানি করা যাবে এলসি মার্জিন ছাড়া। ব্যবসায়ীরা ব্যাংকে কোনো অর্থ জমা দেওয়া ছাড়াই এলসি খুলতে পারবেন। অর্থাৎ ব্যাংক যদি তার গ্রাহকের ব্যাপারে আস্থাশীল থাকে, তাহলে বাকিতেই এলসি খোলা যাবে।

ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় গ্রাহকদের জন্য 'সিঙ্গেল বরোয়ার লিমিট' প্রযোজ্য রয়েছে। অর্থাৎ একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কোনো ব্যাংক থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ঋণ পায় না। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এ সীমাবদ্ধতা যখন উঠে যাবে, তখন বড় আমদানিকারকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংকঋণ পাবেন। এ সুবিধাও খাদ্য ও নিত্যপণ্য এবং সার আমদানির ক্ষেত্রে। আগামী সপ্তাহে এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, মূল্যস্ফীতির হিসাব এত দিন নিয়ন্ত্রিত ছিল। কৃত্রিমভাবে দেওয়া হতো হিসাব। বর্তমান সরকার মূল্যস্ফীতির প্রকৃত হিসাব দিচ্ছে, এটা বলা যায়। তিনি বলেন, 'মূল্যস্ফীতি ও মূল্যস্তর এক বিষয় নয়। অনেক সময় মূল্যস্ফীতি কমলেও পণ্যমূল্য বেড়ে যেতে পারে। তবে আমরা আশাবাদী যে আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমছে।'

সরবরাহব্যবস্থা ভালোর জন্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেন, সরবরাহব্যবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সরবরাহ বাড়াতে বেশির ভাগ নিত্যপণ্যের আমদানি শুল্ক শূন্য করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চালের যে বর্তমান দাম, গত বছর তা আরও ৫ থেকে ৬ টাকা বেশি ছিল। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে চালের দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেই। চাল আমদানিতে সম্প্রতি সব ধরনের শুল্ক কমিয়ে শূন্য করে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বৈদেশিক মুদ্রা প্রসঙ্গে আহসান মনসুর বলেন, 'আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার কোনো সমস্যা নেই। যে কেউ এলসি খুলতে পারবেন।'

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গতকাল ইউএস ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জশুয়া এম রুডকে শুভেচ্ছাস্মারক প্রদান করেন। আইএসপিআর

খালি হাতে ফিরতে হয় অনেককে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজধানী ঢাকার কাজীপাড়া, মিরপুর-৬ কাঁচাবাজার, মিরপুর-১০ গোলচত্বর, কালশী ফ্লাইওভার মোড়, ধানমন্ডি খেলার মাঠ, গাবতলী ও শুক্রাবাদ বাসস্ট্যান্ড এবং চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট ও জামালখান মোড়ে গতকাল সরেজমিনে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম ঘুরে দেখেন *প্রথম আলোর* চার প্রতিবেদক। এসব স্থানে পণ্যের তুলনায় ক্রেতার উপস্থিতি ছিল বেশি।

বাজারে নিত্যপণ্যের বাড়তি দামের কারণে অনেক দিন ধরেই হিমশিম অবস্থা গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষের। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকায় সর্বশেষ অক্টোবর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে আবার ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশে পৌঁছেছে। গত এক মাসে বাজারে দাম বেড়েছে চাল, পেঁয়াজ, আলু, ব্রয়লার মুরগিসহ বেশ কিছু পণ্যের। এ কারণে টিসিবির ট্রাকের পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ হচ্ছে।

টিসিবির ট্রাক থেকে একজন ভোক্তা ২০০ টাকায় সর্বোচ্চ দুই লিটার সয়াবিন তেল, ৩০ টাকা করে ১৫০ টাকায় সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি চাল ও ৬০ টাকা কেজি দরে দুই কেজি মসুর ডাল কিনতে পারেন। সব মিলিয়ে টিসিবির এই তিন পণ্য কিনতে একজন ভোক্তার খরচ হয় ৪৭০ টাকা। যেখানে বাজার থেকে সমপরিমাণ পণ্য কিনতে লাগে প্রায় ৭৫০ টাকা। টিসিবির প্রতিটি ট্রাকে সাড়ে তিন শ জনের জন্য চাল, ডাল ও তেল বরাদ্দ থাকে।

কানের দুল বন্ধকের টাকায় টিসিবির পণ্য

চট্টগ্রামের খাজা রোডের বাসিন্দা ৭৫ বছর বয়সী গোলতাজ বেগম গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় জামালখানে টিসিবির লাইনে দাঁড়ান। পণ্য পেয়েছেন বেলা দুইটার দিকে। ভাঙা গলায় *প্রথম আলোকে* গোলতাজ জানান, তাঁর স্বামী অসুস্থ। ছেলেও বেকার। কোনো রকমে টেনেটুনে সংসার চলছে। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে পণ্য পেলেন। তাই ক্লান্ত। পরিবারের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, স্বামী ঘর-বসা। বেশ কিছুদিন ধরে কাজে যেতে পারছেন না। আয় নেই। মেয়ের এক জোড়া স্বর্ণের কানের দুল বন্ধক রেখে কিছু টাকা পেয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে বাজার খরচ চলছে। সেখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে টিসিবির পণ্য কিনলেন।

কাজ ফেলে আসেন অনেকে

গতকাল দুপুরে পরিচিত একজনের মাধ্যমে মুঠোফোনে টিসিবির ট্রাকের খবর জানতে পারেন গৃহকর্মী সালমা আক্তার। জেনেই গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে ছুটে যান তিনি। তবে পৌঁছে দেখেন টোকেন শেষ। তখন বেলা একটা। *প্রথম আলোকে* সালমা আক্তার বলেন, 'কর্ম কইরা খাইতে হয়। কাজ ফালাইয়া আহন যায় না। তবু আজকে কাম রাইখা ছুইটা আইয়া দেহি টোকেন শেষ।' পরে তিনি আবার কাজে ফিরে যান।

গাবতলীতে টিসিবির পরিবেশকের বিক্রয় প্রতিনিধি আহাদ মিয়া জানান, দুপুর পৌনে ১২টার দিকে তাঁরা সেখানে গেছেন। তখনই অপেক্ষমাণ মানুষের জন্য টোকেন হিসেবে ৩৫০টি কার্ড বিতরণ করা হয়। তবে শুরুতে সেই টোকেন না পেয়ে অনেকে ফিরে গেছেন। অনেকে আবার বিক্রি শুরুর পরে এসে ওই টোকেনের খোঁজ নেন। কিন্তু বাড়তি পণ্য না থাকায় তাঁদের টোকেন দেওয়া হয়নি।

অবশ্য রাজধানীর দু-একটি স্থানে টিসিবির ট্রাকের সামনে লোক ছিল কম। ধানমন্ডি খেলার মাঠ এলাকায় দুপুরে ট্রাকের সামনে ছিলেন ১১ জন নারী ও ১৭ জন পুরুষ। ওই সময় ট্রাকে ১২৫ জনের পণ্য ছিল। মানুষ কম থাকায় যাঁরাই লাইনে ছিলেন, তাঁরা পণ্য পেয়েছেন।

গতকাল সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে মিরপুরের কালশী ফ্লাইওভার মোড়ে টিসিবির ট্রাকের পণ্য বিক্রি শেষ হয়। তখনো সেখানে ৯০ জনের মতো পণ্য কেনার আশায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের একজন দিনমজুর ইসমাইল মোল্লা। তিনি বলেন, 'সারা দিন মজুরি করি। ট্রাক থেকে পণ্য কেনার সময় পাই না। তাই বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমানোর উদ্যোগ নিলেই ভালো হয় আমাদের জন্য।'

বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাপ্রধানের মধ্যে মতবিনিময়

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদি। গত বুধবার ভিডিও কলে তাঁদের মতবিনিময় হয়।

ভারতের সেনাবাহিনীর (এডিজি পিআই-ইন্ডিয়ান আর্মি) এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে এক পোস্টে এ কথা জানানো হয়েছে।

এক্স পোস্টে বলা হয়, ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদি ভিডিও কলে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এ সময় দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করেন তাঁরা।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর এই প্রথম বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাপ্রধান পর্যায়ে কথা হলো।

ভারত শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনে করে

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে যাওয়া শেখ হাসিনাকে ভারত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল গতকাল বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

জয়সোয়াল বলেন, 'আমরা এখান থেকে আগেই বলেছি যে তিনি (শেখ হাসিনা) বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান এটাই।'

গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দেয় আওয়ামী লীগ। তাতে শেখ হাসিনাকে 'প্রধানমন্ত্রী' উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ব্রিফিংয়ে একজন ভারতীয় সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ভারত শেখ হাসিনাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী, নাকি 'নির্বাসিত প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে বিবেচনা করছে। জবাবে ভারত সরকারের ওই অবস্থান তুলে ধরেন জয়সোয়াল।

মঙ্গলবার রাতের চট্টগ্রামের ঘটনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে জয়সোয়াল ব্রিফিংয়ে বলেন, চট্টগ্রামে হিন্দুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'উত্তেজনা সৃষ্টিকারী' পোস্ট দেওয়া হয়েছে। সেটি থেকে হিন্দু লোকজন এবং তাঁদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, এসব ঘটনার পেছনে চরমপন্থীরা রয়েছে।' তিনি বলেন, 'ভারত সরকার কিছু ভিডিও দেখেছে, যেগুলোতে চট্টগ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা ও ভয় দেখানো এবং হিন্দুদের ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলার চিত্র উঠে এসেছে। এটা নিন্দনীয়।' জয়সোয়াল বলেন, 'আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এসব হামলার জন্য দায়ী চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।'

“ তারা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে। তাই এ দেশে ফ্যাসিবাদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার তাদের নেই।

সালাহ উদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি; সিলেটে এক কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের উদ্দেশে

সংক্ষেপে

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ পদত্যাগ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র দিয়েছেন তিনি। চেয়ারম্যানের পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যও পদত্যাগ করেছেন। এই সদস্যরা হলেন মো. আমিনুল ইসলাম, কংজুরি চৌধুরী, বিশ্বজিৎ চন্দ, অধ্যাপক তানিয়া হক এবং সার্বক্ষণিক সদস্য সেলিম রেজা। সাবেক সচিব কামাল উদ্দিন আহমেদ ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর তিন বছরের জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খাবার

কৃষক স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে মাঠে যাচ্ছেন এক নারী। গতকাল ফরিদপুর সদরের বাঘের টিলায়। ছবি : আলীমুজ্জামান

পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিতাড়িত করতে হবে

পরিবেশ, জলবায়ু ও রাজনীতি

নদী ও পরিবেশ ধ্বংসকারীরা যেন নির্বাচনেও অংশ নিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একদিকে পরিবেশ ও নদী ধ্বংস করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রকৃতি রক্ষায় মায়াকান্না করতে দেখা গেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার নামে তহবিলের অর্থ লুটপাট করা হয়েছে। নতুন বাংলাদেশে তাই এসব বন্ধ করতে হবে। নদী ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিতাড়িত করতে হবে। তারা যাতে নির্বাচনেও অংশ নিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর পানি ভবনে অনুষ্ঠিত ‘পরিবেশ, জলবায়ু ও রাজনীতি’ শীর্ষক এক আলোচনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এসব দাবি তোলেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির আয়োজনে রাজধানীর পান্থপথের পানি ভবনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, নতুন বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশ রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, ‘বন সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনীয় সব ভালো উদ্যোগ শুরু করে রেখে যেতে চাই।’

সেন্ট মার্টিন নিয়ে ওঠা বিতর্ক প্রসঙ্গে রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘থাইল্যান্ডে শুধু এ বছর ১১টা প্রবাল আছে, এমন দ্বীপে পর্যটন বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, প্রবাল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেন্ট মার্টিনে ৪৫ শতাংশ প্রবাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারপরও আমরা পর্যটন বন্ধ করিনি। আমরা বলেছি, নভেম্বর-ডিসেম্বরে পর্যটকেরা যেতে পারবে। দিনে দুই হাজার করে লোক যেতে পারবে। সরকার এই সুযোগটা দিয়েছে ওখানকার মানুষের কথা বিবেচনা করে। যদি সেন্ট মার্টিন ডুবে যায়, তখন ওখানকার বাসিন্দাদের কী হবে?’

অনুষ্ঠানে নাগরিক কমিটির সদস্য এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা আরিফুল ইসলাম আদিব বলেন, ‘দেশে পরিবেশ সুরক্ষার সব আলোচনা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যেত, তা হচ্ছে যখন দূষণ ও দখলের পেছনে রাজনৈতিক নেতাদের পাওয়া যেত। ফ্যাসিবাদের দোসর এসব রাজনীতিবিদকে আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে উচ্ছেদ করেছি। কিন্তু তারা যাতে আবারও ফিরে এসে পরিবেশ ধ্বংস করতে না পারে, সে জন্য আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) সভাপতি অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা আরডিআরসি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ, নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মদ নাসীরউদ্দীন পাটওয়ারী এবং পরিবেশ আন্দোলনের নেতারা বক্তব্য দেন।

আ.লীগ দীর্ঘ মেয়াদে থাকতে পঞ্চদশ সংশোধনী আনে

রুল শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী যথাযথভাবে হয়নি। এই সংশোধনী সংবিধান অনুমোদন করে না। সংশোধনীর ক্ষেত্রে জনগণের অভিপ্রায় থাকতে হয়, যা এ ক্ষেত্রে ছিল না। জনগণের মতামত নেওয়া হয়নি, ছিল না কোনো প্রস্তাবনাও। এই সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেছিল।

বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুল শুনানিতে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন এ কথা বলেন। তিনি ইন্টারভেনার (আদালতকে সহায়তা করতে) হিসেবে বিএনপির পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল তৃতীয় দিনের মতো শুনানি গ্রহণ করেন। আদালত আগামী রোববার শুনানির পরবর্তী দিন রেখেছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন চ্যালেঞ্জ করে গত ১৮ আগস্ট সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি রিট করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট ১৯ আগস্ট রুল দেন। রুলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এই রুলের ওপর ৩০ অক্টোবর, গত বুধবার ও গতকাল শুনানি হয়। এর আগে রুলে ইন্টারভেনার হিসেবে বিএনপি, গণফোরাম, জামায়াতে ইসলামীসহ কিছু সংস্থা ও ব্যক্তি যুক্ত হন।

বিএনপির পক্ষে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ইন্টারভেনার হিসেবে যুক্ত হন। আদালতে বিএনপির পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও আইনজীবী ফারজানা শারমিন শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী আনিসুর রহমান। পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিকের করা রিটের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া ও আইনজীবী রিদুয়ানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

শুনানিতে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে আনা ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগ রায় দেন। আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত আদেশে বলা হয়, ভবিষ্যতে অন্তত দুবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে পারে। শুনানিতে আটজন অ্যামিকাস কিউরির মধ্যে সাতজনই তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকার পক্ষে মত দেন। এর কয়েক দিন পর পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হলেও সে ক্ষেত্রে আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত আদেশ অনুসরণ করা হয়নি।

বিএনপির ইন্টারভেনার হিসেবে যুক্ত হওয়ার দিকগুলো শুনানিতে তুলে ধরেন আইনজীবী ফারজানা শারমিন।

এর আগে পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের অন্তত ১৬টি ধারার বৈধতা নিয়ে গত মাসে অপর একটি রিট করেন নওগাঁর রানীনগরের নারায়ণপাড়ার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেন। এই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২৯ অক্টোবর হাইকোর্ট রুল দেন। গতকাল মধ্যাহ্নবিরতির পর এই রিট আবেদনকারীর আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির শুনানিতে অংশ নেন।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

‘পলিনেটে’ চারা উৎপাদনে তরুণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকা হলেও ছাতনী গ্রাম সদর উপজেলায় ও মির্জাপুর গ্রাম নলডাঙ্গায় পড়েছে।

সম্প্রতি ওই এলাকা ঘুরে জানা যায়, উদ্যোক্তারা সবাই বয়সে তরুণ। পলিনেট হাউসে মানসম্মত চারা উৎপাদন করে তাঁরা সাড়া ফেলে দিয়েছেন। অর্জন করেছেন কৃষকের আস্থা। স্বল্প সময়ে তাঁরা নিজেদের বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন। পাশাপাশি অনেক নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

দুই বছরেই বাজিমাত রাজীবের

ছাতনী দিয়াড় গ্রামের ইউছুব প্রামাণিকের ছেলে রাজীব হোসেন অর্থাভাবে এসএসসির পর কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। বেকার ঘুরে বেড়াতেন। কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীদের পরামর্শে ২০২১ সালে প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্যাপসিকাম চাষ করেন। চার মাসে দেড় লাখ টাকা লাভ হয়। তখন সামান্য কিছু জমি বর্গা নিয়ে তরমুজ, ফুলকপি, টমেটো ও পেঁপে চাষ করেন। কিন্তু মানসম্মত চারা না পাওয়ায় লোকসানে পড়েন। এরপরই তিনি ঝুঁকে পড়েন চারা উৎপাদনে।

রাজীব জানান, চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত তিনি প্রায় ২৭ লাখ ৬০ হাজার টাকার চারা বিক্রি করেছেন। খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ ১১ হাজার টাকা। পলিনেট হাউসে নিয়মিত ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, টমেটো ও পেঁপের চারা উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া করলা, স্কোয়াশ, তরমুজ ও শসার চারাও উৎপাদন করেন। তিনি কিছু জমি কেনার পাশাপাশি সাত বিঘা বর্গা নিয়েছেন। আরও একটি পলিনেট হাউস তৈরির কাজ শুরু করেছেন।

২৬ বছর বয়সী রাজীব হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘এখন আমি চারা সরবরাহ করে শেষ করতে পারি না। সারাক্ষণ অনলাইনে চারার ফরমাশ আসছে। আমাকে দেখে অন্য তরুণেরাও এই পেশায় ঢুকছেন। ভাবতে ভালোই লাগে।’

চারার পরিচর্যায় রাজীব হোসেন। সম্প্রতি নাটোরের ছাতনী দিয়াড় গ্রামে। প্রথম আলো

ইলিয়াছের নার্সারিতে ২৫০ জাতের চারা

মা-বাবা একমাত্র ছেলে ইলিয়াছ শেখ এসএসসির পর কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু অভাবের কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই ঢাকায় পোশাক কারখানায় যোগ দেন। কিন্তু মানিয়ে নিতে না পেরে বাড়িতে ফিরে আসেন। বাবার দেওয়া কিছু পুঁজি নিয়ে মুদিদোকান দেন। পাশাপাশি কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেন। পাশের গ্রামের রাজীব হোসেনের অনুপ্রেরণায় শুরু করেন চারা উৎপাদন। উৎপাদিত চারা নিয়ে উপজেলা কৃষি মেলায় টানা তিনবার (২০২২-২৪) পুরস্কার পান। উৎসাহ বেড়ে যায়। তিনিও সরকারের কাছে পলিনেট হাউস তৈরির আবেদন করেন। সরকারি খরচে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ২৪ শতক জমিতে তাঁকে পলিনেট হাউস তৈরি করে দেওয়া হয়। শুরু করেন আধুনিক পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন।

ইলিয়াছের এখন দুটি পলিনেট হাউস রয়েছে। তিনি জানান, সাত প্রজাতির সবজির চারা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে শুরু করলেও এখন তিনি ফুল, ফল, সবজি ও ঔষধি মিলে ২৫০ জাতের চারা উৎপাদন করেন। নার্সারির নামও দিয়েছেন ‘মনছোঁয়া পলিনেট হাউস অ্যান্ড নার্সারি’।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের তৎপরতা শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিগত কয়েক দিনে ব্যক্তিগত বিভিন্ন আলাপচারিতায় ট্রাম্প এটা স্পষ্ট করেছেন, নির্বাচনী যাত্রায় গত দুই বছরে যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, তাঁদের পুরস্কার দেবেন তিনি। এ থেকে তাঁর একটি পুরোনো ক্ষোভও সামনে এসেছে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্প যাঁদের ক্ষমতার সামনের কাতারে এনেছিলেন, তাঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশে থাকেননি।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে এবারের মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প আরও পরিণত হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থনীতি, অভিবাসী নীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে নতুন প্রশাসন সাজানোর কাজে মন দেবেন। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্প যে শুধু হোয়াইট হাউসে ফিরছেন তা নয়, তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে হারানো আধিপত্য ফিরে পেয়েছে, নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পথে রয়েছে। এই পরিস্থিতি নীতি বাস্তবায়নে ট্রাম্পের জন্য বড় সহায়ক হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কারা থাকতে পারেন সরকারে

ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের দুই কর্মকর্তা লিন্ডা ম্যাকম্যাহন ও হাওয়ার্ড লুটনিকের মতে, নতুন প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা হবে। ট্রাম্পও তাঁর পাশে থাকা মানুষকে অগ্রাধিকার দিতে চান। সেদিক দিয়ে প্রথমেই নাম আসে সুসি উইলিসের। ট্রাম্পের নির্বাচনী যাত্রায় বড় ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তিনি হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পেতে পারেন। এই পদের জন্য ট্রাম্পের সাবেক অভ্যন্তরীণ নীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ব্রুক রলিনসকেও বিবেচনা করা হতে পারে।

এবারের নির্বাচন ঘিরে একটি আলোচিত নাম রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। প্রথমে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ালেও পরে ট্রাম্পকে সমর্থন জানান তিনি। ট্রাম্প বলেই রেখেছিলেন, ক্ষমতায় গেলে কেনেডি জুনিয়রকে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ খাত নিয়ে কাজ করার অবাধ সুযোগ দেবেন তিনি। তবে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হতে কেনেডি জুনিয়র সিনেটের অনুমোদন পাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়।

ট্রাম্পের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেতে পারেন মাইক পম্পেও। তিনি ট্রাম্পের আগের আমলে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর পরিচালক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ পেতে পারেন একসময় জার্মানিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং ট্রাম্পের আগের আমলে ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্সের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা রিচ গ্রেনেল।

তবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে ইলন মাস্কের নাম। শীর্ষ এই ধনকুবের ট্রাম্পের বড় সমর্থক।

সব দিকেই এগিয়ে রিপাবলিকানরা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদে জয় পেতে ২৭০টি ইলেক্টোরাল ভোটই যথেষ্ট। ট্রাম্প ইতিমধ্যে ২৯৫টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ২২৬টি। এখনো দুটি অঙ্গরাজ্যে ফল ঘোষণা বাকি।

এ ছাড়া সিনেটে ইতিমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫২ আসন পেয়েছে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। সিনেটে আরও পাঁচটি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের।

এ নিয়ে নিউইয়র্কের ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক চার্লি বার্ডার বলেন, ‘ট্রাম্প খুব সামান্য বাধা পাবেন। আমি মনে করি, নিজের সিদ্ধান্তগুলো সহজেই বাস্তবায়নের ফলে খুবই শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট হয়ে উঠবেন তিনি।’

মো. রেজাউল করিম

ট্রপিক্যাল হোমসের চেয়ারম্যান রেজাউল করিমের ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মো. রেজাউল করিম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

আজ শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা সেনানিবাসের আল্লাহু মসজিদে রেজাউল করিমের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজায় অংশগ্রহণ এবং মরহুমের জন্য দোয়া করতে সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেড পরিবার।

প্রথম আলোর আলোকচিত্রী দিনারের বাবা আর নেই

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

আবদুল আউয়াল

প্রথম আলোর নারায়ণগঞ্জের আলোকচিত্রী দিনার মাহমুদের বাবা আবদুল আউয়াল ভুঁইয়া ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ আখড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে বার্ধক্যের কারণে তিনি মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

আবদুল আউয়াল ভুঁইয়া তিন ছেলে, দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল বাদ আসর দেওভোগ সাকিম আলী জামে মসজিদে জানাজা শেষে পাইকপাড়া বড় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এবং পরে সৌদি আরবে সৌদি অ্যারাবিয়ান অয়েল কোম্পানিতে চাকরি করতেন আবদুল আউয়াল ভুঁইয়া। দেশে ফিরে তিনি অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

এলএনজি ব্যবসায় চক্র, নেপথ্যে নসরুল হামিদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকসিলারেট এনার্জি। পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা গেছে, ৬০ শতাংশের বেশি এলএনজি সরবরাহ করেছে ভিটল এশিয়া ও গানভর। এই দুটি কোম্পানির সঙ্গে নসরুল হামিদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও পারিবারিক কোম্পানির ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এলএনজি সরবরাহে কোনো কাজ পায়নি ভিটল এশিয়া। তবে অক্টোবরে দুটি করে মোট চারটি এলএনজি কার্গো সরবরাহের কাজ পেয়েছে টোটাল ও গানভর।

বিতর্কিত কোম্পানি

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ভিটল এশিয়া, গানভর ও টোটালের ব্যবসা নিয়ে বিশ্বে বিতর্ক আছে। দেশে এলএনজি আমদানি শুরুর পর তারা এখানে ব্যবসা শুরু করে। এর মধ্যে টোটালের ঢাকায় কার্যালয় রয়েছে। আর ভিটল এশিয়া ও গানভরের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এজাজুর রহমান নামের এক ব্যক্তি। তিনি ওকিইউ ট্রেডিংয়েরও স্থানীয় প্রতিনিধি বলে জানা গেছে। দুটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির (জিটুজি) আওতায় ওমানের ওকিইউ ট্রেডিং ও কাতার এনার্জি থেকে এলএনজি আমদানি করে বাংলাদেশ। এজাজুর দীর্ঘদিন ধরে ভিটল এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকারকে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে আসছেন। বিগত সরকারের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ তাঁকে এলএনজি ব্যবসায় যুক্ত করেন বলে অভিযোগ করেছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তরা। নসরুল হামিদ ২০১৪ থেকে টানা তিন দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন।

গানভর, ভিটল ও টোটাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করে। এর মধ্যে গানভর ও ভিটলের সিঙ্গাপুরের নিবন্ধিত কোম্পানি থেকে এলএনজি আমদানি করে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন করাপ্ট পলিসিস অ্যাক্ট লঙ্ঘনের দায়ে বিভিন্ন সময় শাস্তির মুখোমুখি হয়েছে ভিটল, গানভর ও টোটাল। ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও মেক্সিকোতে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে কাজ নেওয়ার দায়ে ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বড় রকমের জরিমানা দিতে হয়েছিল ভিটলকে। ইকুয়েডরে ঘুষ দিয়ে কাজ নিয়েছিল গানভর। এ জন্য গত মার্চে তাদের ৬৬ কোটি ডলার জরিমানা করে যুক্তরাষ্ট্র। একই অপরাধে টোটালেরও ২০১৩ সালে ১৩ কোটি ডলার জরিমানা হয় যুক্তরাষ্ট্রে।

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) নির্দেশনায় এলএনজি আমদানির কাজটি করে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)। এ দুটি সংস্থার দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, এজাজুরের বাণিজ্যিক কার্যালয়টি কারওয়ান বাজারে পেট্রোবাংলার প্রধান কার্যালয় পেট্রো সেন্টারের বিপরীতে অবস্থিত একটি ভবনে। অভিযোগের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে কল দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। খুদে বার্তা পাঠিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তিনি আত্মগোপনে আছেন বলে জানিয়েছে একটি সূত্র।

‘প্রতিমন্ত্রীর’ মদদে সিঙ্গাপুরের দুই কোম্পানি

খোলাবাজার থেকে এলএনজি আমদানি করতে দেশে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আছে ২৩টি। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এমনভাবে এই তালিকা করা হয়েছে, যাঁদের অনেকে দরপত্রে অংশ নিতেন না। শুরুতে কেউ কেউ অংশ নিলেও শেষের দিকে তাঁরাও সরে যান। বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে ধারণা ছিল, দরপত্রে অংশ নিলেও তারা কাজ পাবে না। বরং নসরুল হামিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোই কাজ পাবে। দরপত্রের তথ্য অনুসন্ধান করেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে।

জ্বালানি বিভাগ সূত্র বলছে, গত ২০ অক্টোবর পর্যন্ত খোলাবাজার থেকে মোট ৭৪টি এলএনজি কার্গো কেনা হয়েছে। এর মধ্যে ভিটল একাই সরবরাহ করেছে ৩০টি। গানভর ও টোটাল সরবরাহ করেছে যথাক্রমে ১৫ ও ১৪টি কার্গো। ১০টি কার্গো সরবরাহের কাজ পেয়েছে অ্যাকসিলারেট এনার্জি। এওটি ট্রেডিং ১৭টি দরপত্রে অংশ নিলেও কাজ পেয়েছে তিনটির। বাকি দুটি কার্গো সরবরাহ করেছে জাপানের জেরা ও কাতার এনার্জি।

ভিটলের সঙ্গে নসরুল হামিদের যোগসূত্রতা খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, ২০১৯ সালে পাওয়ারকো ইন্টারন্যাশনাল নামে ঢাকায় একটি কোম্পানি নিবন্ধিত হয়। এ কোম্পানির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, পাওয়ারকো এলপিজি ও এলএনজি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ খাতে ব্যবসা করে। সিঙ্গাপুরেও তাদের একটি বাণিজ্যিক কার্যালয় আছে। ভিটল এশিয়ার সঙ্গে অংশীদারত্ব আছে তাদের।

যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধন পরিদপ্তর সূত্র বলছে, মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী ও ভারতীয় নাগরিক নাবিল খানের অংশীদারত্বে পাওয়ারকো নিবন্ধন নেয়। কামরুজ্জামান নসরুল হামিদের মামা। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে কামরুজ্জামানকে সরিয়ে কোম্পানির অংশীদারত্বে আনা হয় মো. মুরাদ হাসানকে। একই সঙ্গে কামরুজ্জামানের বদলে মুরাদকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় বিতর্ক এড়াতে কামরুজ্জামানকে সরানো হয় কোম্পানি থেকে। নাবিল খান হলেন নসরুল হামিদের বন্ধু। নিবন্ধনে নাবিলের দুবাইয়ের ঠিকানা দেওয়া আছে। মুরাদ হাসান নসরুল হামিদের পারিবারিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হামিদ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে হামিদ গ্রুপের ব্যবসা নিজেই দেখতেন নসরুল। এরপর তিনি তাঁর ছোট ভাই ইন্তেখাবুল হামিদকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক করেন। এলএনজির ব্যবসায় এজাজুরের সঙ্গে ইন্তেখাবুলের যুক্ততা থাকার অভিযোগ আছে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, কামরুজ্জামান, নাবিল খান, মুরাদ হাসান ও ইন্তেখাবুল আত্মগোপনে আছেন। অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে এলপিজি টার্মিনালের কাজ পেতে ভিটল এশিয়া, জাপানের মারুবেনি করপোরেশন ও পাওয়ারকো মিলে একটি যৌথ কনসোর্টিয়াম গড়ে তোলে। টার্মিনাল নির্মাণে তাদের সঙ্গে ২০২১ সালের মার্চে একটি সমঝোতা স্মারকও সই করেছিল বিপিসি। টার্মিনাল প্রকল্পের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরামর্শক নিয়োগ করে বিপিসি। সম্ভাব্যতা যাচাই করার কথা ছিল এ বছর। এখন এটির কাজ থেমে আছে বলে জানা গেছে।

অভিযোগের বিষয়ে নসরুল হামিদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে আছেন বলে জানা গেছে।

তালিকায় থাকলেও অংশ নেয় না

খোলাবাজার থেকে এলএনজি কিনতে ২০১৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর ৮টি বৈশ্বিক কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে শুধু জাপানি কোম্পানি জেরা একবার দরপত্রে অংশ নিয়ে এক কার্গো এলএনজি সরবরাহ করেছে। ইতালির ইনি স্পা একটিতে ও যুক্তরাজ্যের চেনিয়ার মার্কেটিং চারটিতে অংশ নিয়ে কোনো কাজ পায়নি।

২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আরও ছয়টি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হয়। এর মধ্যে আছে সিঙ্গাপুরের ভিটল এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকসিলারেট এনার্জি। ২০২১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তালিকাভুক্ত হয় সিঙ্গাপুরের গানভর ও সুইজারল্যান্ডের টোটাল এনার্জিস গ্যাস। ২০২৩ সালে যুক্ত হয় আরও সাতটি কোম্পানি। সবশেষ চলতি বছরের ৭ মার্চ যুক্ত হয় ওমানের ওকিউ ট্রেডিং লিমিটেড। কোম্পানিটি তিনটি দরপত্রে অংশ নিলেও কাজ পায়নি।

কয়েক বছর ধরে নিয়মিত গ্যাস-সংকটে ভুগছে দেশ। দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। ২৯০ থেকে ৩০০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে এলএনজি সরবরাহসক্ষমতা দিনে ১১০ কোটি ঘনফুট। এখন সরবরাহ করা হচ্ছে ৯০ কোটি ঘনফুটের একটু বেশি।

ভূতত্ত্ববিদ বদরূল ইমাম *প্রথম আলোকে* বলেন, আমদানি করলে কমিশন-বাণিজ্যের সুযোগ থাকে। তাই দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান না করে আমদানি বাড়ানো হয়েছে। আমদানির ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থ দেখা হয়নি। ব্যক্তিস্বার্থে বিশেষ কোম্পানিকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন যথাযথভাবে করা হলে গ্যাস আমদানির কোনো দরকার হবে না।

পুরোনো তালিকা নতুন করে অনুমোদন

পেট্রোবাংলা ও আরপিজিসিএলের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, এলএনজি কিনতে উন্মুক্ত দরপত্র করার সুযোগ নেই। তাই যাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি আছে, তাদের থেকেই দর নিতে হচ্ছে। জ্বালানি খাতে দায়মুক্তি আইন স্থগিত করলেও পুরোনো তালিকা ধরে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার।

দরপত্র ছাড়া কাজ করতে দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন করেছিল বিগত সরকার। এ আইনের কোনো সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, এমন বিধানের কারণে এটি দায়মুক্তি আইন হিসেবে পরিচিত। সমালোচনা সত্ত্বেও দফায় দফায় এ আইনের মেয়াদ বাড়িয়েছে বিগত সরকার। খোলাবাজার থেকে এলএনজি কিনতে ২৩টি কোম্পানির সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিও (মাস্টার সেলস অ্যান্ড পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্ট) করা হয় বিশেষ বিধান আইনে। এলএনজি কিনতে চাইলে এসব কোম্পানির মধ্য থেকে আগ্রহীরা দর প্রস্তাব করে। যে সবচেয়ে কম দাম প্রস্তাব করে তাকে ক্রয়াদেশ দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিশেষ বিধান আইন স্থগিতের ঘোষণা দেয় গত ১৮ আগস্ট। এতে বলা হয়, এ আইনের অধীনে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম আপাতত বন্ধ থাকবে। তবে ইতিমধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত সব কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এরপর খোলাবাজার থেকে এলএনজি কিনতে পুরোনো ২৩টি কোম্পানির তালিকা গত ৪ সেপ্টেম্বর নতুন করে অনুমোদন দেয় অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলোকে* বলেন, ঘুরে ফিরে কয়েকটি কোম্পানির এলএনজি সরবরাহের বিষয়টি জানা আছে। এ কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দরপত্র আহ্বান করে নতুন তালিকা তৈরি করা হবে। তবে আপাতত গ্যাস-সংকট ঠেকাতে বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা বিগত সরকারের পুরোনো তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা শুরু থেকে এলএনজি আমদানির বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁরা বলছেন, দেশে সম্ভাবনা থাকার পরও গ্যাস অনুসন্ধানে জোর দেয়নি বিগত সরকার। এলএনজি আমদানির টার্মিনাল, সরবরাহকারী সবার সঙ্গেই চুক্তি করা হয়েছে বিশেষ আইনে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, শুরুতেই দায়মুক্তি আইন করে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সুযোগ বন্ধ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। এলএনজি কিনতে ২৩টি কোম্পানির লোক দেখানো তালিকা করলেও ঘুরেফিরে কয়েকটি কোম্পানি কাজ পেয়েছে। বাকিরা দরপত্রে অংশও নেয়নি। তার মানে এখানে একটা চক্র কাজ করেছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ে পরিবর্তন হলেও কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি। তাই সুবিধাভোগীরা এখনো সুবিধা নিচ্ছে। সরকারের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া।

বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তবে সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল হলেও সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে আলাদা আইন হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানিয়েছে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সাইবার জগতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সাচিবিক ও কারিগরি সহায়তায় আইন মন্ত্রণালয় একটি পৃথক আইনি কাঠামো উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন করবে।

শুধু সাইবার অপরাধের মামলা চলবে

উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত জানাতে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। সেখানে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, পতিত স্বৈরাচার সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন করেছিল একটি উদ্দেশ্যে; সেটি ছিল মানুষের কণ্ঠরোধ করা।

বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিষয়ে গত ৩ অক্টোবর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, ‘অবশ্যই সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করা উচিত। সেদিকেই যাব। আলটিমেট এটা বাতিল হবে। পরবর্তীকালে যখন নতুন আইন হবে, এটার বেসিক অ্যাপ্রোচ থাকবে সাইবার সুরক্ষা দেওয়া, নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়া বিশেষ করে।’

এই আইন বাতিল করা হবে—কয়েক দিন আগে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৮ সালে প্রথমে বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করেছিল। এ নিয়ে দেশ-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনার এক পর্যায়ে গত বছর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়। তার পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা আইন করে। কিন্তু এই আইন নিয়েও ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনা শুরু হয়। এখন আইন বাতিল করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিল অন্তর্বর্তী সরকার।

ইতিমধ্যে সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়ের হওয়া ‘স্পিচ অফেন্স’ সম্পর্কিত মামলাগুলো (বা মুক্ত মতপ্রকাশের কারণে মামলা) প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া এসব মামলায় কেউ এখনো গ্রেপ্তার থাকলে তিনি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন বলেও জানানো হয়েছে।

সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণ সহ্য করা হবে না

সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এখনো আক্রমণের মুখে।

এই বিবৃতির বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে শতভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ। সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণ সহ্য করা হবে না।

শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা কোনো সংবাদপত্রের ওপর কোনো অ্যাটাক (আক্রমণ) টলারেট (সহ্য) করব না। আপনারা দেখেছেন আমরা আসার পরে কোনো পত্রিকা, কোনো টিভি, কোনো নিউজ ওয়েবসাইট আমরা শাটডাউন (বন্ধ) করিনি। আমাদের তরফ থেকে, আমাদের এজেন্সির তরফ থেকে ফোন করা হয়নি যে আপনি এই নিউজটি নামান বা ওঠান।...গত ১৫ বছরে এটি একটি রীতি ছিল।’

প্রেস সচিব আরও বলেন, ‘আমরা যদি মনে করেছি যে আপনি নিউজটি ভুল দিয়েছেন, আমি আপনাকে ভদ্রভাবে জানিয়েছি যে এই নিউজটি ভুল, অনুগ্রহ করে একটু দেখেন, পুনরায় দেখেন নিউজটি।...আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে শতভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ।’

এ প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, সম্পাদক পরিষদের বিবৃতি তাঁরা দেখেছেন ও পর্যালোচনা করেছেন। সম্পাদক পরিষদ মনে করছে, একটি গোষ্ঠী সংবাদপত্রে হুমকি দিচ্ছে এবং এই হুমকির ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তারা ব্যক্ত করেছে। সরকার ইতিমধ্যে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেসব সংবাদপত্রে হুমকি দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ থেকে শুরু করে অন্য যেসব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, তারা সবাই খুব গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয় নিয়ে কাজ করছে।

আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, সরকার মনে করে, গণমাধ্যম এখন অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করছে। কাজ করার ক্ষেত্রে কেউ যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়, তাহলে সরকারকে জানালে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

‘মুজিব বর্ষে’ অপচয়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ‘মুজিব বর্ষে’ কী ধরনের কাজ করেছে, কত টাকা অপচয় হয়েছে, সেটির ‘ডকুমেন্টেশন’ (তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ) করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

ট্রাম্পের জয় কি রক্ষণশীল আমেরিকার প্রতিশোধ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও জয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি প্রান্তে তাঁর সমর্থন বাড়িয়েছেন। এমনকি প্রায় প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর সমর্থন এবার বাড়তে দেখা গেছে। ট্রাম্পের এই জয় কি শুধু তাঁর নিজের জয়, নাকি এটা যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীলদের জয়, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে লিখেছেন

জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ফ্লোরিডায় ট্রাম্প সমর্থকদের উল্লাস। ছবি : রয়টার্স

- রিপাবলিকান পার্টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিতে রক্ষণশীলতাকে সমর্থন করেছে। এটা তাঁরা ঐতিহ্যগতভাবেই করে আসছেন।
- রিপাবলিকান পার্টিতে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের একটি বড় অংশ রক্ষণশীল। ট্রাম্পের নিজের রক্ষণশীল মনোভাব সেসব রক্ষণশীল ভোটারদের মনের মতো হয়েছিল।
- রক্ষণশীল আমেরিকান চিন্তাভাবনার ছাঁচে বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে যে নারীরা দুর্বল এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করতে পুরুষদের চেয়ে তাঁরা কম সক্ষম।

রক্ষণশীল আমেরিকা দীর্ঘ ঘুমের পরে জেগে উঠেছে। মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে বাদ দিয়ে দু-দুবার অভিশংসিত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁরা তাঁদের বলবান অবস্থান প্রমাণ করেছেন। রক্ষণশীলদের এই ঘাঁটিতে কেবল রিপাবলিকানরাই নন, তথাকথিত স্বতন্ত্রদের একটি বিশাল অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

তাঁরা এমন একজন অহমিকা আক্রান্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যিনি গত এক বছরে গলাবাজিতে কাউকে ছাড়েননি। যাঁদের তিনি অপছন্দ করেছেন বা যাঁরা তাঁর সমালোচনা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য ন্যায্য বা অন্যায্য কোনো মন্তব্য করতে ছাড়েননি।

হোয়াইট হাউসে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর বিরোধীদের উসকানি, আক্রমণ এমনকি ভয় দেখিয়েছেন। অবৈধ অভিবাসন, ভেঙে পড়া অর্থনীতি এবং আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়া থেকে শুরু করে দেশের বিপদের বিষয়ে তাঁর বানানো দাবি দিয়ে লাখ লাখ লোককে দলে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার অভিযোগ এবং নিজেকে জিঘাংসার শিকার হিসেবে চিত্রায়ণ দিনে দিনে তাঁর অনুগত ভক্তদের কাছ থেকে আরও সমর্থন তৈরি করেছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিটি ফেডারেল অভিযোগকে সম্মানের পদক হিসেবে নিয়ে ভোটারদের সহানুভূতি টানতে ব্যবহার করেছিলেন। সন্দেহ নেই, সফলও হয়েছেন।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কি কেবল এসব কারণেই নিজের ভিত্তি এত প্রসারিত করে নির্বাচিত হয়েছেন? তিনি ইলেকটোরাল কলেজেই জয়ী হননি, ভোটারদের সহানুভূতি আদায়েও সফল হয়েছেন বলেই ৫২ শতাংশ জনপ্রিয় ভোট পেয়েছেন।

২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি ইউএস ক্যাপিটলে আনুষ্ঠানিক ভোট গণনা ব্যাহত করার জন্য যে দাঙ্গা তিনি করিয়েছিলেন, তা কি ভোটারদের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে? ভোটাররা কি গত দুই বছরে দায়ের করা ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাকে ক্ষমা করেছেন? এর মধ্যে একটি মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাহলে একজন নিন্দিত ব্যক্তির এই অভূতপূর্ব বিজয়কে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব?

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে অনেক নেতিবাচক আলোচনা আছে। সেগুলো নিয়ে কথা বলার আগে আসুন দেখা যাক ট্রাম্প কীভাবে তাঁর ভোটারদের ব্যাপ্তি বাড়ালেন। অর্থাৎ কোন কাজগুলো করে তিনি তাঁর নিজের ভোটারদের কাছে ইতিবাচক বলে প্রতিপন্ন হলেন, সেগুলো একটু একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

২০২২ সালে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জনের বেশি রিপাবলিকান ভোটার (৮৫%) শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। আর ডেমোক্রেটিক ভোটারদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। পিউ গ্লোবাল রিসার্চের মতে, শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক ছিলেন। আর ৪১ শতাংশ ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে।

রিপাবলিকান পার্টিতে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের একটি বড় অংশ রক্ষণশীল। ফলে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত হওয়ার পরে দলের ভেতরে সমর্থনের জন্য তাঁকে আর পরিশ্রম করতে হয়নি। ট্রাম্পের নিজের রক্ষণশীল মনোভাব সেসব রক্ষণশীল ভোটারের মনের মতো হয়েছিল।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। দিনে দিনে তাঁর প্রতি বিভিন্ন রকম অভিযোগের হার বেড়েছে। কিন্তু এসবের ফলে ট্রাম্পের মর্যাদা এবং প্রার্থিতা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। চলতি বছরের মে মাসের শেষের দিকে পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের এক মতামত জরিপে দেখা গেছে, ৬৭ শতাংশ ভোটার বলেছেন যে ট্রাম্প অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেলেও নভেম্বরে তাঁরা ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবেন। এই জরিপের মধ্যে ৭৪ শতাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীও ছিলেন।

রিপাবলিকান পার্টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিতে রক্ষণশীলতাকে সমর্থন করেছে। এটা তারা ঐতিহ্যগতভাবেই করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদ এবং যেকোনো উদ্যোগে সরকারের সীমিত হস্তক্ষেপ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক বিষয়ে ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী।

একে বলে লেসেজ-ফেয়ার অর্থনীতি। রক্ষণশীলেরা সাধারণত কর হ্রাস, জনসাধারণের জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস, সর্বক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যবহার, বাজার বা অর্থনীতিতে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ না করা, বেসরকারীকরণ, ন্যূনতম সরকারি ঋণ এবং সুষম বাজেটকে সমর্থন করে।

সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলেরা ধর্মীয় মূল্যবোধ, ঐতিহ্যগত আচরণবিধি, গর্ভপাতের ওপর বিধিনিষেধ ইত্যাদি প্রচার করে। এসব রক্ষণশীল মূল্যবোধে ট্রাম্প হয়তো বিশ্বাস করেন বা করেন না। কিন্তু নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনৈতিক জীবন যাপন করেও দেশের রক্ষণশীলদের তিনি নিজের পক্ষে টানতে ব্যাপকভাবে সফল হয়েছেন।

এ-ও যেন এক প্রহসন। তিনি সুপ্রিম কোর্টে তাঁর মেয়াদে তিনজন রক্ষণশীল বিচারক নিয়োগ করেছেন। এই বিচারকেরা দেশে গর্ভপাত আইন বাতিল করেছেন। এর জন্য রক্ষণশীলদের কাছ থেকে তিনি প্রচুর কৃতজ্ঞতা পেয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর দলের নন, এমন রক্ষণশীলেরাও এর জন্য ট্রাম্পকে কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পণ্য করেননি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণার শীর্ষ তিনটি বিষয়ের পরই রয়েছে অভিবাসন। পিউ রিসার্চ জানিয়েছে যে ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৯ জন রিপাবলিকান এবং রিপাবলিকান-মনোভাবাপন্ন স্বতন্ত্র (৯১%) মার্কিন মেক্সিকো সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন।

এঁদের মধ্যে ৭২ শতাংশ বলেছেন যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার, অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ এবং অভিবাসনে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আহ্বান জানিয়েছেন।

এ আহ্বান সব রিপাবলিকান ও রক্ষণশীলদের ট্রাম্পের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ট্রাম্প অভিবাসীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অভিবাসনকে গুলিয়ে ফেলে অবৈধ অভিবাসন বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বারবার তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে শুধু অবৈধ অভিবাসন নয়, মোটামুটি বিদেশিদের দেশে অভিবাসন ক্রমেই দেশের জাতিগত চিত্রকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাচ্ছে।

এ হচ্ছে যত দূর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে কেন ভোট পড়ল তার কিছু ব্যাখ্যা। এবার আসা যাক মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে তিনি যে এমনভাবে হারিয়ে দিতে পারলেন, এর কারণগুলোর দিকে।

প্রথম এবং সর্বাগ্রে বাধা ছিল একটি প্রতীকী চ্যালেঞ্জ। জ্যাকসন কাটজ নামে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং লেখক আছেন। তিনি পুরুষতন্ত্রের রাজনীতি সম্পর্কে লিখে থাকেন।

কাটজ বলেছেন যে একজন পুরুষ প্রেসিডেন্ট ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে আবদ্ধ একটি ভূমিকা দখল করেছেন। একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আমেরিকান সামরিক বাহিনীর কমান্ডার। রাষ্ট্রকে যদি একটি পরিবার ধরা হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সেই পরিবারের কর্তা।

একজন নারী যদি প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে এই প্রথাগত ধারণা ভেঙে যায়। সন্দেহ নেই এই ছাঁচ ভাঙার চেষ্টা করলে যেকোনো নারীর জন্য পথটা হয়ে উঠবে জটিল। একজন রক্ষণশীল আমেরিকানের প্রচলিত ভাবমূর্তির সঙ্গে একজন নারী প্রেসিডেন্ট মানানসই নয়।

রক্ষণশীল আমেরিকান চিন্তাভাবনার ছাঁচে বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে যে নারীরা দুর্বল এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করতে পুরুষদের চেয়ে তাঁরা কম সক্ষম। অন্য কথায়, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন নারী খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলেই রক্ষণশীলেরা মনে করেন। এ কারণেই ২০১৬ সালে ব্যর্থ হয়েছিলেন হিলারি ক্লিনটন।

আরেকটি কারণ আছে। এ কারণ হয়তো আজকের দিনে আমেরিকায় রাজনৈতিকভাবে বলা অনুচিত বলে অনেকে বলেন না। তা হলো রক্ষণশীলদের চিন্তা এখনো বর্ণবাদী। যদিও বর্ণবাদী চিন্তাকে পেছনে ফেলে এই যুক্তরাষ্ট্র ২০০৮ সালে বারাক ওবামাকে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে।

এবার সেই বর্ণবাদ কিছুটা হলেও সক্রিয় ছিল। বারাক ওবামা ছিলেন অর্ধেক শ্বেতাঙ্গ। এই অর্থে যে তাঁর মা ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কমলা হ্যারিস পুরোপুরি অশ্বেতাঙ্গ। তাঁর বাবা কৃষ্ণাঙ্গ, আর মা ভারতীয়। কথাটি নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে। তবে এটি কারণ হিসেবে একেবারে ফেলে দেওয়ারও উপায় নেই।

২০২৪ সালে ট্রাম্পের এই বিজয় নিয়ে আগামী দিনে আরও অনেক পণ্ডিত আরও বহুভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করবেন। কমলা হ্যারিসের পরাজয় নিয়েও আলোচনা হবে। বিজয়ীর নিজের বিজয় নিয়ে ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। ব্যাখ্যা দিতে হয় পরাজিতকে। তাঁর পরাজয়ের কারণ খুঁজতে হয়।

আমেরিকানদের একটি বড় অংশ তাঁদের চিন্তাভাবনায় রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাহী। তবে এই নির্বাচন, এর আগে হিলারি ক্লিনটনের পরাজয় বোধ হয় এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখে না যে যুক্তরাষ্ট্র এখনো একজন নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেতে প্রস্তুত নয়।

● **জিয়াউদ্দিন চৌধুরী** সাবেক সরকারি ও বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ | দোহারে বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চবালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

গাজীপুর

বর্জনের ঘোষণা

কাঙ্ক্ষিত দাবি আদায় না হওয়াসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজীপুর বোর্ডবাজারে বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এ সময় দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সব ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন তাঁরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাউবির ব্যানারে আইন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই), ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করেন। তাঁরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর মানববন্ধন করেন। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করেন। এ বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালের উপাচার্য ওবায়দুল ইসলামের মুঠোফোনে দুবার কল করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

রাজনীতি

বললেন মির্জা ফখরুল

উপযুক্ত সময়ে নির্বাচন দিতে সক্ষম হবে অন্তর্বর্তী সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

মির্জা ফখরুল ইসলাম

অন্তর্বর্তী সরকার উপযুক্ত সময়ে নির্বাচন দিতে সক্ষম হবে বলে মনে করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ৭ নভেম্বর উপলক্ষে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে দলীয় কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিকেরা জানতে চান, অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস হলো। সরকার কি কার্যকর ভূমিকা রাখছে? জবাবে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, 'অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা রাখছে তারা। ইতিমধ্যে তারা অনেকগুলো কাজ করেছে এবং কাজ করছে। আমরা সবাই সরকারকে সহযোগিতা করি। আশা করি, তারা উপযুক্ত সময়ে নির্বাচন দিতে সক্ষম হবে।'

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর দোয়া ও মোনাজাত করেন।

শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের কবর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বিএনপির মহাসচিব সাংবাদিকদের বলেন, 'আজকে আমরা শপথ নিয়েছি, আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আধিপত্যবাদকে রুখে দেব। এর জন্য প্রয়োজনে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলব।'

এ সময় মির্জা ফখরুল ইসলামের সঙ্গে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহ উদ্দিন আহমদ, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দলীয় আলোচনা সভায় জামায়াতের আমির

কথার বোমা ফাটানোই রাজনীতি নয়

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

একটি বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার জন্য আগে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে সৎ হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, 'আমরা চাই, রাষ্ট্রের নেতারা এমন হবেন, যাঁদের কথার সঙ্গে কাজের মিল হবে। যাঁরা কথার বোমা ফোটাবেন, আর কাজ হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত, এর নাম রাজনীতি নয়—এটি হচ্ছে চাণক্য নীতি। তাই দলের চরিত্র বদলানোর আগে ব্যক্তির চরিত্র বদলাতে হবে। চরিত্রবান সমষ্টি দিয়ে যে দল গঠন হবে, বিশ্বাস করা যায় তারা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।'

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে দলীয় এক আলোচনা সভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির এ কথা বলেন।

ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াত আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। উত্তরের সেক্রেটারি মুহাম্মাদ রেজাউল করিমের সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, নাজিম উদ্দীন মোল্লা ও ফখরুদ্দীন মানিক, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য হেমায়েত হোসাইন, ইয়াছিন আরাফাত, আহসান হাবিব ও মহানগর উত্তরের প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার।

ট্রাম্পকে অভিনন্দন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। গতকাল এক বিবৃতিতে এই অভিনন্দন জানান দলটির আমির শফিকুর রহমান।

বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, '৫ নভেম্বর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা প্রকাশ করছি, তিনি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।

'প্রথম আলো পাঠকের আস্থার জায়গাটা ধরে রেখেছে'

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিশাল বাংলা ডেস্ক

'যখন কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো ঘটনার খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে দেখতে পাই, তখন সঠিক তথ্যটা জানার জন্য আমি *প্রথম আলোকে* খুঁজি। *প্রথম আলো* পাঠকের মনে আস্থার জায়গা করে নিয়েছে। ২৬ বছর ধরে *প্রথম আলো* সেই আস্থার জায়গা ধরে রেখেছে।'

বরগুনায় *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খালেদা জান্নাতি। গতকাল বৃহস্পতিবার জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বরগুনা বন্ধুসভা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বন্ধুসভার সহযোগিতায় ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয়েছে গত বুধবার। এসব অনুষ্ঠানে জুলাই-আগস্ট মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বরগুনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক খালেদা জান্নাতি, প্রধান শিক্ষক মো. শাহজাহান, সাংবাদিক তাপস মাহমুদ, সাংবাদিক আবু জাফর সালেহ, বরগুনা বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নাঈম। বরগুনা বন্ধুসভার জিয়াদ মাহমুদের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) বরিশাল বিভাগীয় সমন্বয়ক লিংকন বাইয়ান, সাংবাদিক মিজানুর রহমান, শফিকুল ইসলাম, সুমন সিকদার, আবদুল আলিম প্রমুখ।

বরিশালে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিএম কলেজের সমন্বয়ক আকবার মুবিন, বরিশাল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি স্বপন খন্দকার, প্রভাষক ওমেনা এনজিলিন, টপ টেন বরিশালের ব্যবস্থাপক ইমরান শেখ, *প্রথম আলোর* বিপণন বিভাগের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন বরিশাল বন্ধুসভার সভাপতি নাঈম ইসলাম। *প্রথম আলোকে* শুভেচ্ছা জানান সমাজসেবা বিভাগের বরিশাল জেলার সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ পারভেজ।

নীলফামারী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সমাবেশে প্রথম আলো নীলফামারী বন্ধুসভার সহসভাপতি নিপুন রায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ মো. মেজবাহুল হক, সাংবাদিক আতিয়ার রহমান, নূর আলম, ভুবন রায় প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* নীলফামারী প্রতিনিধি মীর মাহমুদুল হাসান।

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড়মাঠের শহীদ মিনারে অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন *প্রথম আলো* প্রতিনিধি মজিবর রহমান খান।

বগুড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ছবি : প্রথম আলো

বগুড়ার জলেশ্বরীতলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকী সড়কের একটি হোটেলের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপাচার্য চিত্তরঞ্জন মিশ্র, অধ্যক্ষ শওকত আলম মীর প্রমুখ।

একইভাবে বরিশাল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, নীলফামারীর সৈয়দপুর, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বান্দরবান ও পিরোজপুরে গতকাল বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *বগুড়া, ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া* ও *ব্রাহ্মণবাড়িয়া*; **প্রতিনিধি**, *বরগুনা, বান্দরবান, মাদারীপুর, নীলফামারী, সৈয়দপুর, পিরোজপুর, ঠাকুরগাঁও* এবং **সংবাদদাতা**, *কুমিল্লা*]

ঝিনাইদহের সাবেক এমপি তাহজীব গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) তাহজীব আলম সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার অদূরে সাভারে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাবের মুখপাত্র এবং আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। র‍্যাব সূত্র জানায়, ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিলে জামায়াতের কর্মী আবদুস সালামকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে গত ২৭ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি মামলা হয়। এই মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকীসহ আওয়ামী লীগের ২৭০ জনকে আসামি করা হয়।

ছয় দিনব্যাপী বইমেলা শুরু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার সহযোগিতায় ও প্রথমা প্রকাশনের আয়োজনে ছয় দিনব্যাপী বইমেলা শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে এই মেলা শুরু হয়। বেলা সোয়া তিনটায় মিলনায়তনের করিডরে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ কামরুল আহসান।

আগামী ছয় দিন এ মেলা চলবে। ছুটির দিনসহ প্রতিদিন বেলা সাড়ে ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মেলার স্টল খোলা থাকবে। মেলা উপলক্ষে প্রথমার বইয়ে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ, ভারতীয় বইয়ের ক্ষেত্রে ১ রুপি এবং অন্যান্য প্রকাশনীর বইয়ে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমা প্রকাশনের প্রধান সমন্বয়কারী মো. মশিউল আলম সঞ্চালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর রাশিদুল আলম, টিএসসির পরিচালক আহমেদ রেজা ও উপপরিচালক নাসরিন সুলতানা, জাবি বন্ধুসভার সাবেক সাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন, বর্তমান সভাপতি সুমাইয়া জামান, সাধারণ সম্পাদক অনুপ সরকার প্রমুখ।

ব্যাটারিচালিত ৭৮ রিকশা নিলামে তুলে বিক্রি

প্রধান সড়কে ৭৮টি অবৈধ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা জব্দ করে নিলামে বিক্রি করেছে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের অপসারণ করে সেখানে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছে সরকার। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে জিরুনা ত্রিপুরা, রাঙামাটি জেলা পরিষদে কাজল তালুকদার ও বান্দরবান জেলা পরিষদে থানজামা লুসাইকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়। চেয়ারম্যানের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আগের সদস্যদের বাদ দিয়ে ১৪ জন করে নতুন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালে রাঙামাটিতে অংসুইপ্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়িতে মংসুইপ্রু চৌধুরী ও বান্দরবানে ক্যশৈহ্লা মারমাকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার। পরিষদের সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা। মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪-এর ২ (দুই) উপধারায় ক্ষমতাবলে সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করা হলো। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পুনর্গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ জেলা পরিষদের সব দায়িত্ব পালন করবে। ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বরের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত পরিষদ বাতিল করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা আত্মগোপনে থাকায় সব ধরনের সেবা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। গত ১৯ অক্টোবর এই তিন জেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দায়মুক্তির বিধানের বৈধতা নিয়ে রিটের রায় আগামী সপ্তাহে

কুইক রেন্টাল

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের দুটি বিধানের ওপর এ রিট করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের দুটি বিধান বৈধ কি না, তা ১৪ নভেম্বর জানা যেতে পারে। বিধান দুটির বৈধতা নিয়ে করা রিটের ওপর রায়ের জন্য ১৪ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট।

বিধান দুটি প্রশ্নে দেওয়া রুলের ওপর শুনানি শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রায়ের ওই দিন ধার্য করেন। আইনটি 'কুইক রেন্টাল' আইন নামে পরিচিতি পায়। ওই আইনের অধীন করা কাজ নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না এবং চুক্তি করার বিষয়ে মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ওই বিধান দুটিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনটি ২০১০ সালের ১২ অক্টোবর প্রণয়ন করা হয়। আইনের 'পরিকল্পনা বা প্রস্তাবের প্রচার'-সংক্রান্ত ৬(২) ধারা ও 'আদালত ইত্যাদির এখতিয়ার রহিত করা'-সংক্রান্ত ৯ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক ও মো. তায়্যিব-উল-ইসলাম আবেদনকারী হয়ে গত আগস্টে রিটটি করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট রুল দেন।

সংবিধানের নির্দেশনার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ওই আইনের ৬(২) এবং ৯ ধারা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এই রুলের ওপর আজ শুনানি শেষ হয়।

আদালতে রিটের পক্ষে আইনজীবী শাহদীন মালিক শুনানি করেন, সঙ্গে ছিলেন মো. তায়্যিব-উল-ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মনজুর আলম শুনানি করেন।

'পরিকল্পনা বা প্রস্তাবের প্রচার'-সংক্রান্ত আইনের ৬(২) ধারার ভাষ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণক্রমে যেকোনো ক্রয়, বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা প্রস্তাব ধারা ৫-এ বর্ণিত প্রক্রিয়াকরণ কমিটি সীমিতসংখ্যক অথবা একক কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও দর-কষাকষির মাধ্যমে ওই কাজের জন্য মনোনীত করে ধারা ৭-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে অর্থনৈতিক বিষয় বা সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর 'আদালত ইত্যাদির এখতিয়ার রহিত করা'-সংক্রান্ত ৯ ধারা অনুযায়ী, এই আইনের অধীন করা বা করা হয়েছে বলে বিবেচিত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

তৃতীয় দিনের পাঠক কুইজ

নিয়মিত পত্রিকা পড়লে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো জানা যায়

আসিফুর রহমান   সাজিদা সুলতানা   জান্নাতুল ফেরদৌস

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৩ লক্ষ টাকার পুরস্কার

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'জিততে হলে পড়তে হবে' স্লোগানে চতুর্থবারের মতো অনলাইন পাঠক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের তৃতীয় দিন গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত তৃতীয় দিনের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন। এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ১০ দিন ঠিক একই সময়ে।

তৃতীয় দিন দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চসংখ্যক সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আসিফুর রহমান, জয় চৌধুরী ও মো. মোর্শেদ; ময়মনসিংহের সাজিদা সুলতানা; ফেনীর মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন; ঝালকাঠির মারজান হোসেন; হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান; গাজীপুরের মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান সরকার; কুমিল্লার মো. এনামুল হক; দিনাজপুরের সাদমান হক ও মো. নাঈম চৌধুরী; পঞ্চগড়ের আতিক মো. ফারজান মোহন; নাটোরের জান্নাতুল ফেরদৌস; পাবনার মো. আশরাফুল ইসলাম এবং কুষ্টিয়ার ফারুক হোসেন।

বিজয়ী সাজিদা সুলতানা বৃষ্টি বলেন, 'নিয়মিত পত্রিকা পড়লে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো জানা যায়, তাই কুইজের মাধ্যমে বিস্তারিত পত্রিকা পড়ার এই অভ্যাস আমি ধরে রাখব।'

বিজয়ী মোহাম্মদ আসিফুর রহমান বলেন, '*প্রথম আলোর* এই প্রতিযোগিতা আমাকে আরও শিখতে ও জানতে উদ্বুদ্ধ করেছে।'

বিজয়ী জান্নাতুল ফেরদৌস মীম বলেন, 'কুইজ জিতে আমি আনন্দিত। পত্রিকা পড়ার মাধ্যমে পুরস্কারপ্রাপ্তি নিয়মিত পত্রিকা পড়তে অনুপ্রাণিত করবে।'

আয়োজকেরা জানান, প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ১৫ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ২ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকার গিফট চেক। ১০ দিনে মোট ১৫০ জন বিজয়ী পাবেন মোট ৩ লাখ টাকার গিফট চেক।

উল্লেখ্য, পাঠক কুইজের প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মোট ১০ মিনিট করে সময় পেয়েছেন। কুইজে অংশগ্রহণ করতে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে prothomalo.com/quiz ওয়েবসাইটে।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলেও মার্কিন অবস্থানের পরিবর্তন হবে না

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন অবস্থানের বড় কোনো পরিবর্তন হবে না বলে মনে করছে অন্তর্বর্তী সরকার।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আগে থেকে কোনো কিছু স্পেকুলেট (অনুমান) করার প্রয়োজন নেই। আমরা আরও দুই মাস দেখি, সময় তো রয়েছে।'

সুরের ধারাকে বন্দোবস্ত দেওয়া খাসজমির অনুমতি বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ঢাকায় লালমাটিয়ায় অবস্থিত 'সুরের ধারা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত দেওয়া খাসজমির অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের খাসজমি-১ অধিশাখার উপসচিব মো. আমিনুর রহমান স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়। তাতে বলা হয়, উল্লিখিত বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

পত্রে বলা হয়, এই জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তে সুরের ধারার চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার পক্ষে অনুমোদিত হয়েছিল। জমিটি ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রামচন্দ্রপুর মৌজায় অবস্থিত।

বাতিল হওয়া জমিটি খাস খতিয়ানভুক্ত, যার দাগ নম্বর সিএস ও এসএ-৬৯২, আরএস-১৮৯৫, সিটি-১১৬৬৭ এবং ১১৪১২। মোট জমির পরিমাণ শূন্য দশমিক পাঁচ এক দুই শূন্য একর। উক্ত জমির সিএস ও আরএস রেকর্ডে 'খাল' হিসেবে শ্রেণীকরণ থাকার কারণে এই বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা। প্রথম আলো

যুক্তরাষ্ট্রে বিনা খরচে পড়তে যাওয়ার অনেক সুযোগ আছে। বাংলাদেশের তরুণেরা এসব সুযোগ গ্রহণ করুক, এটাই চায় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে দীর্ঘ মেয়াদে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি বিনা খরচে পড়াশোনা করার জন্য এক বছর, এক সেমিস্টার ও পাঁচ সপ্তাহের নানা কর্মসূচি রয়েছে।

প্রথম আলো বন্ধুসভা ও ইউএস এমবাসি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামস আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রথম আলো ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং রাজধানীর ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুসভার প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে মার্কিন দূতাবাসের ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ ও অ্যালামনাই কো-অর্ডিনেটর মাশফিক হাসান পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। এতে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামসের বৈশিষ্ট্য, আবেদন করার সময় ও নিয়ম তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে এক বছর মেয়াদের 'কমিউনিটি কলেজ ইনিশিয়েটিভ প্রোগ্রাম', এক সেমিস্টার মেয়াদের 'গ্লোবাল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম', জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ে পাঁচ সপ্তাহের 'স্টাডি অব দ্য ইউএস ইনস্টিটিউট প্রোগ্রাম'। এসব কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে পড়তে গেলে শিক্ষার্থীদের নিজের কোনো খরচ লাগবে না। বিমান ভাড়া, থাকা, খাবারসহ হাতখরচের জন্যও তাঁরা একটি নির্দিষ্ট অর্থ পাবেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক এনগেজমেন্ট ইউনিটের পরিচালক স্কট ই হার্টম্যান, প্রথম আলো অনলাইন ইংরেজি বিভাগের প্রধান আয়েশা কবির প্রমুখ।

৯০% লভ্যাংশ দেবে ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস

গত জুনে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগকারীদের ৮০% নগদ ও ১০% বোনাস লভ্যাংশ দেবে ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পিএমআইয়ের সার্বিক মান

৪৯.৭ সেপ্টেম্বর '২৪ | ৫৫.৭ অক্টোবর '২৪

কোন খাতের সূচকের কত মান

খাত	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪
কৃষি	৪৭	৫৩
উৎপাদন	৫২.৬	৫৬.৬
নির্মাণ	৪৬	৫০.১
সেবা	৪৯.৪	৫৬.৯

পিএমআই সূচক ৫০-এর নিচে থাকার মানে অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে। আর ৫০ পয়েন্টের বেশি থাকা মানে অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটছে।

তিন মাস পর গতি ফিরল অর্থনীতির

পিএমআইয়ের তথ্য

অক্টোবর মাসের এই সূচক প্রকাশ করা হয় গতকাল। এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থনীতিতে গতি ফিরলেও এখনো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

- জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর তিন মাস অর্থনীতি সংকোচনের ধারায় ছিল।
- অর্থনীতির চারটি মূল খাতের (কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা) কার্যক্রমের ভিত্তিতে পিএমআই তৈরি করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত মাসে সম্প্রসারণের ধারায় ফিরেছে দেশের অর্থনীতি। কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা—চার খাতেই গতি ফিরেছে। তাতে এসব খাতের সূচকের মান বেড়েছে। গত অক্টোবর মাসের পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স বা পিএমআইয়ের সার্বিক মান আগের মাসের চেয়ে ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫৫ দশমিক ৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সেপ্টেম্বরে এই সূচকের মান ছিল ৪৯ দশমিক ৭ পয়েন্টে।

ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের শতবর্ষের পুরোনো সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স (এমসিসিআই) ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ যৌথভাবে এই সূচক প্রণয়ন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার অক্টোবর মাসের পিএমআই প্রকাশ করা হয়। তাতে বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে গত মাসে অর্থনীতির সম্প্রসারণের চিত্র তুলে ধরা হয়। এর আগে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর—তিন মাস অর্থনীতি সংকোচনের ধারায় ছিল।

অর্থনীতির মূল চারটি খাতের কার্যক্রমের ভিত্তিতে পিএমআই তৈরি করা হয়। খাতগুলো হচ্ছে কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা। চলতি বছরের মে মাসে প্রথম পিএমআই প্রকাশ করা হয়। যদিও ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে সূচকের মান নির্ণয় করা হচ্ছে। চার খাতের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট খাতের সূচকের মান নির্ধারণ করা হয়। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে পিএমআইয়ের মান নির্ণয় করা হয়।

অক্টোবরের পিএমআই বিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে মেট্রো চেম্বার ও পলিসি এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে, গত মাসে কৃষির পিএমআই সূচকের মান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ পয়েন্টে। সেপ্টেম্বরে এ খাতের সূচকের মান ছিল ৪৭ পয়েন্ট। অক্টোবরে উৎপাদন খাতের সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ৫৬ দশমিক ৬ পয়েন্ট। সেপ্টেম্বরে এই খাতের সূচকের মান ছিল ৫২ দশমিক ৬ পয়েন্ট।

এ ছাড়া নির্মাণ খাতের পিএমআই সূচকের মান ৪ পয়েন্টের বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ দশমিক ১ পয়েন্টে। সেপ্টেম্বরে এ খাতের সূচকের মান ছিল ৪৬ পয়েন্ট। সেবা খাতের পিএমআই সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ৫৬ দশমিক ৯ পয়েন্ট। সেপ্টেম্বরে যে মান ছিল ৪৯ দশমিক ৪ পয়েন্টে।

পিএমআই সূচকের মান ৫০-এর নিচে থাকার অর্থ হলো, অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে। আর ৫০ পয়েন্টের বেশি থাকা মানে অর্থনীতি সম্প্রসারণের ধারায় রয়েছে। অক্টোবরের পিএমআই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কৃষি খাতের নতুন ব্যবসা ও অন্যান্য তৎপরতায় গতি এসেছে। যদিও এই খাতে কর্মসংস্থানের হার কমছে। এ ছাড়া উৎপাদন খাতের নতুন ব্যবসা, রপ্তানি, কারখানার উৎপাদন—সব ক্ষেত্রেই গতি ফিরেছে। কিন্তু এই খাতের আমদানি, কর্মসংস্থান, সরবরাহ—এসব ক্ষেত্রে এখনো সংকোচনের ধারা অব্যাহত আছে।

নির্মাণ খাতের ব্যবসা গত মাসে সম্প্রসারণ হলেও গতি ছিল অন্যান্য খাতের মধ্যে সবচেয়ে কম। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, নির্মাণ খাতে উপকরণের দাম বেড়েছে। সেই সঙ্গে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছুটা সংকোচন হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিন মাস পর অর্থনীতি সম্প্রসারণের ধারায় ফিরলেও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আন্দোলন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নতি না হওয়া, প্রশাসনিক কাজের গতি কমে যাওয়া—এগুলোকে অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রতিবেদনে। তাই ভবিষ্যতে অর্থনীতির মূল চারটি খাতের সম্প্রসারণ হলেও গতি কমে যাবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতার জেরে গত জুলাইয়ে দেশের অর্থনীতির প্রধান চারটি খাত সংকুচিত হয়। তাতে পিএমআইয়ের মান নেমেছিল ৩৬ দশমিক ৯-এ। এর আগের মাসে অর্থাৎ জুনে যা ছিল ৬৩ দশমিক ৯। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে পিএমআই মান ২৭ পয়েন্ট কমে যায়। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। আগস্টে সূচকের মান বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩ দশমিক ৫ পয়েন্টে। আর সেপ্টেম্বরে পিএমআই মান ছিল ৪৯ দশমিক ৭ পয়েন্টে।

সাকিব আল হাসান ও স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাকিব আল হাসান

ক্রিকেট তারকা ও আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশির ও তাঁদের কয়েকজন সহযোগীর হিসাবও জব্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গত মাসের শেষের দিকে তাঁদের হিসাব রয়েছে, এমন ব্যাংকগুলোর কাছে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে জব্দের আদেশ দিয়েছে।

এর আগে গত ২ অক্টোবর সাকিব আল হাসান ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব তলব করেছিল বিএফআইইউ। তাঁদের লেনদেন পর্যালোচনায় অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পাওয়ায় তাঁদের হিসাব জব্দ করা হয় বলে জানান ইউনিটটির একজন কর্মকর্তা।

জানা যায়, আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে সাকিব আল হাসান এবং অন্যরা কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত রাখার এ সময় বাড়ানো হবে।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। এর পর থেকে দেশে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাঁদের ব্যাংক হিসাব জব্দ বা স্থগিত করা হচ্ছে। সেই প্রক্রিয়ায় এবার সাকিব আল হাসান, তাঁর স্ত্রী ও ব্যবসায় সহযোগীদের হিসাব জব্দ করা হয়েছে।

সাকিব আল হাসান বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন।

শেয়ারবাজার, ডলার ও বিটকয়েন চাঙা

ট্রাম্পের বিজয়ের প্রভাব

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসে ট্রাম্প কর হ্রাস ও আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করলে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। এতে নীতি সুদহার হ্রাসের গতি কমতে পারে।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে চাঙা ভাব এসেছে। মার্কিন ডলার ও বিটকয়েনের মূল্যও বেড়েছে। আট বছরের মধ্যে মার্কিন ডলারের সর্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। বিটকয়েনের দামও এযাবৎকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠেছে।

ব্যবসায়ীরা ধারণা করছেন, দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প কর হ্রাস ও আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারেন। তাতে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। ফলে নীতি সুদহার হ্রাসের গতি কমতে পারে। নীতি সুদহার বাড়তি থাকলে বিনিয়োগকারীরা ডলারভিত্তিক সঞ্চয় পরিকল্প ও বিনিয়োগ থেকে বেশি মুনাফা পাবেন। খবর বিবিসি ও সিএনবিসির

গত বুধবার মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের শেয়ার ও মুদ্রাবাজার চাঙা হয়ে ওঠে। একনজরে তা দেখে নেওয়া যাক :

১. যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শেয়ার সূচক চাঙা হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ডাউজোন্স সূচক ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ১ হাজার ৫০৮ পয়েন্ট, নাসড্যাক সূচক ২ দশমিক ৯৫ শতাংশ বা ৫৪৪ পয়েন্ট ও এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ বা ১৪৬ দশমিক পয়েন্ট বেড়েছে। সোনার দামও আউন্সপ্রতি ১৩

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ডলার বেড়েছে।

২. ব্রিটিশ পাউন্ড, জাপানি ইয়েনসহ বিভিন্ন বড় মুদ্রার বিপরীতে ডলারের দর বেড়েছে ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। বিশেষ করে ডলারের বিপরীতে পাউন্ডের দরপতন হয়েছে ১ দশমিক ১৬ শতাংশ, যা গত ৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

৩. ইউরোপে জার্মানির ড্যাক্স সূচক ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ বা ২৭৭ পয়েন্ট, ফ্রান্সের সিএসি দশমিক ৩৪ শতাংশ বা ২৫ পয়েন্ট বেড়েছে। তবে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলোর সূচক এফটিএসই ওঠানামার মধ্যে ছিল।

৪. ডলারের বিপরীতে ইউরোর দরপতন হয়েছে ১ দশমিক ৮৯ শতাংশ, গত জুন মাসের পর যা সর্বনিম্ন।

৫. এশিয়ায় চীনের সাংহাই কম্পোজিট ইনডেক্স ২ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৮৭ পয়েন্ট ও শেনঝেন সূচক ২ দশমিক ৪৪ শতাংশ বা ২৬৮ পয়েন্ট এবং হংকংয়ের হ্যাংসেং সূচক ২ শতাংশ বা ৪১৫ পয়েন্ট বেড়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও অস্ট্রেলিয়ায় শেয়ার সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও জাপানের প্রধান সূচক নিক্কি সামান্য কমেছে।

গতকাল বিটকয়েনের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে 'বিশ্বের বিটকয়েন ও ক্রিপ্টোকারেন্সির পরাশক্তি বানানোর' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর এই প্রতিশ্রুতির কারণে বিটকয়েনের মূল্য ৬ হাজার ৬০০ ডলার বেড়ে ৭৫ হাজার ৯৯৯ ডলারে উঠেছে।

বিষয়টি হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাইডেন প্রশাসনের এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের অমিল দেখা যাচ্ছে। বাইডেন প্রশাসন ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নিলেও ট্রাম্প তার উল্টো অবস্থান নিয়েছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ব্যয়ে যে অপচয় হয়েছে, তার নিরীক্ষার দায়িত্ব দিতে চান তিনি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ককে। ইলন মাস্ক দীর্ঘদিন ধরেই ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করছেন। তাঁর কোম্পানি টেসলা ২০২১ সালে বিটকয়েনে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল; যদিও বিটকয়েনের মূল্য ওঠানামা করে। মাস্কের বিনিয়োগ বিটকয়েনের বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস, ট্রাম্পের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও অন্যান্য অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।

২০১৬ সালে প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হয়েই ডোনাল্ড ট্রাম্প বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেন। তখন তাঁর মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল চীন। কিন্তু এবার তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, নির্বাচিত হলে বাণিজ্যযুদ্ধের পরিসর আরও বিস্তৃত হবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছেই। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যসহ ধনী দেশগুলোর ওপর এই প্রভাব পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিএসইসিতে বৈঠক

ওয়ালটনের আরও কোম্পানি বাজারে আনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারে ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের লেনদেনযোগ্য শেয়ার বৃদ্ধি ও গ্রুপটির অধীনে থাকা ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানি বাজারে আনতে চায় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এ জন্য ওয়ালটন গ্রুপের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছে বিএসইসি।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। ওয়ালটন গ্রুপের পক্ষে বৈঠক ছিলেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম শামসুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম মাহবুবুল আলম, ওয়ালটন ডিজিটেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম, ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউল আলম, জ্যেষ্ঠ নির্বাহী পরিচালক রফিকুল ইসলাম।

বৈঠকে ওয়ালটনের অধীনে থাকা ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানিকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তি ও তালিকাভুক্ত ওয়ালটন হাইটেকের লেনদেনযোগ্য বা ফ্রি-ফ্লোট শেয়ার বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় কোম্পানির শীর্ষ ব্যক্তিদের ব্যাংকঋণের বদলে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ, গ্রিন বন্ড ইস্যুর আহ্বান জানানো হয় বিএসইসির পক্ষ থেকে। এ ছাড়া ওয়ালটনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ও মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগেরও আহ্বান জানানো হয়।

বৈঠক নিয়ে বিএসইসির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পুঁজিবাজারে ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানি তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তারই অংশ হিসেবে বড় শিল্প গ্রুপ ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার ধারাবাহিকতায় ওয়ালটনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে গতকাল এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, ওয়ালটন দেশের সর্বোচ্চ কর ও ভ্যাটদাতা কোম্পানিগুলোর একটি। দেশের অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠানটির শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। ওয়ালটনের অধীন বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু কোম্পানি রয়েছে। এসব কোম্পানিকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করা হলে তাতে কোম্পানিগুলোর সুফল দেশের মানুষ পাবে। এ ছাড়া তালিকাভুক্তির ফলে কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত হয়। তাতে কোম্পানিগুলোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটে।

বৈঠকে জানানো হয়, পুঁজিবাজার সংস্কারে গঠিত টাস্কফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে বাজারের উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে বিএসইসি। এর ফলে বাজারে সুশাসন যেমন বাড়বে, তেমনি ভালো কোম্পানি বাজারে এলে তাতে বাজারের গভীরতাও বাড়বে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ওয়ালটন গ্রুপের কোম্পানি ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। শুরুতে কোম্পানি মাত্র ১ শতাংশ শেয়ার বাজারে ছাড়ে। পরে এ নিয়ে বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিলে কোম্পানির কয়েকজন উদ্যোক্তা তাঁদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করে বাজারে শেয়ারের সংখ্যা বাড়ান।

ডিএসইতে গতকাল কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ৪ শতাংশ বা ২২ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ৫২৪ টাকায়। এদিন কোম্পানিটির প্রায় ২ কোটি টাকার সমমূল্যের ৩৭ হাজার শেয়ারের হাতবদল হয়।

করপোরেট সংবাদ

অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশনের নতুন পর্ষদ গঠন

সম্প্রতি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এএএবি) বার্ষিক সাধারণ সভায় সানাউল আরেফিনকে সভাপতি ও সৈয়দ আহসানুল আপনকে সাধারণ সম্পাদক করে সংগঠনের সাত সদস্যবিশিষ্ট নতুন নির্বাহী পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এই পর্ষদে নাজিম ফারহান চৌধুরী সহসভাপতি, সারাহ আলি কোষাধ্যক্ষ, এম এ মারুফ সহসাধারণ সম্পাদক এবং মেহেরুন নেসা ইসলাম ও মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এএএবির সভাপতি রামেন্দু মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুনির আহমেদ খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় বিজ্ঞাপনজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী, সারা যাকের, কাজী ওয়াহিদুল আলম, ইউসুফ হাসানসহ এই খাতের প্রায় ৬০টি নতুন ও পুরোনো প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

র‍্যানকন মোটরসের সঙ্গে ব্যাংক এশিয়ার চুক্তি সই

র‍্যানকন মোটরস ও ব্যাংক এশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। ব্যাংক এশিয়ার অতিরিক্ত এমডি এ এন এম মাহফুজ এবং র‍্যানকন মোটরসের ডিভিশনাল ডিরেক্টর ইমরান জামান খান গত বুধবার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি অনুযায়ী, ব্যাংক এশিয়ার ক্রেডিট কার্ডধারীরা গাড়ি সার্ভিসিংয়ে ১০ শতাংশ এবং র‍্যানকন মোটরস থেকে যন্ত্রাংশ ক্রয়ে ৫ শতাংশ মূল্যছাড় পাবেন। অফারটি শুধু মার্সিডিজ-বেঞ্জের জন্য প্রযোজ্য। **বিজ্ঞপ্তি**

অগ্রণী ব্যাংকের নতুন সিইও মো. আনোয়ারুল ইসলাম

আনোয়ারুল ইসলাম

মো. আনোয়ারুল ইসলাম সম্প্রতি অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে তিন বছর মেয়াদে যোগ দিয়েছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে অগ্রণী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক; যশোর ও ঝিনাইদহ অঞ্চলের প্রধান এবং ঢাকা, খুলনা ও ফরিদপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে এমকম ও এমবিএ (ফিন্যান্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া আনোয়ারুল ইসলাম ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের একজন ডিপ্লোমেট অ্যাসোসিয়েট। তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারে অংশ নেন।

বিজ্ঞপ্তি

বেইজিং সফরে আনোয়ার

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমন্ত্রণে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বেইজিং সফরে রয়েছেন। রয়টার্স, বেইজিং

সংক্ষেপে

জার্মানি

ট্রাম্পের জয়ের পরদিনই সংকটে জোট সরকার

জার্মানির ক্ষমতাসীন জোট সরকার ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের এক দিন পরই ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশটির সরকারে এ অস্থিরতা দেখা দেয়। গত বুধবার সন্ধ্যায় তিন শরিক দলের সভার পর চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ জোটভুক্ত উদারপন্থী ফ্রি ডেমোক্র্যাটস দলের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডনারকে সরকার থেকে বহিষ্কার করেন। এই ঘটনার আগে জোটভুক্ত তিন দল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস, পরিবেশবাদী গ্রিনস ও ফ্রি ডেমোক্র্যাটস দলের নেতারা বাজেট সংকট থেকে উত্তরণের উপায় বের করতে আড়াই ঘণ্টা আলোচনা করেন। মূলত আলোচনা হয়েছিল কীভাবে ২০২৫ সালের বাজেটের বাড়তি খরচ জোগানো এবং ক্ষতিগ্রস্ত জার্মান অর্থনীতিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।
প্রতিনিধি, *হ্যানোভার, জার্মানি*

পাকিস্তান

বোমা হামলায় নিহত ৭

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে পৃথক তিনটি বোমা হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দেশটির আধা সামরিক বাহিনী ফ্রন্টিয়ার কর্পসের চার সদস্য রয়েছেন। খাইবার পাখতুনখাওয়ার সাউথ ওয়াজিরিস্তান আপার, দাজা গুন্দাই ও তিরাহ এলাকায় এসব হামলার ঘটনা ঘটে। সূত্র জানিয়েছে, সাউথ ওয়াজিরিস্তানে ফ্রন্টিয়ার কর্পসের একটি বোমা নিষ্ক্রিয়করণ যানে বোমা হামলা চালানো হয়। এর আগে সেখানে গোলাগুলিও হয়। এতে আধা সামরিক বাহিনীটির চার সদস্য নিহত হন। আহত হন পাঁচজন। এদিকে প্রদেশের দাজা গুন্দাই এলাকায় একটি গাড়িতে হামলা চালায় সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা। এতে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী বিভাগের এক কর্মকর্তা নিহত হন।
ডন, *খাইবার পাখতুনখাওয়া*

লেবানন

ইসরায়েলি বিমান হামলা, নিহত ৪০

লেবাননের বেকা উপত্যকা ও এর পশ্চিমে বালবেক শহরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ৪০ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। গত বুধবার এসব হামলা চালানো হয়। এদিন সন্ধ্যায় লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতেও কয়েক দফা হামলা চালিয়েছেন ইসরায়েলি সেনারা। ইসরায়েলের সঙ্গে ইরান-সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর এক বছর ধরে লড়াই চলছে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পরপরই ওই লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। তবে গত সেপ্টেম্বর থেকে সংঘাত তীব্রতর হয়েছে। ইসরায়েল লেবাননের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বিমান হামলা জোরদার করেছে। পাশাপাশি স্থল অভিযান চালাচ্ছে লেবানন সীমান্তের বিভিন্ন গ্রামে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, বালবেক শহর ও বেকা উপত্যকায় ৪০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৫৩ জন।
রয়টার্স, বৈরুত

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

সমর্থকদের সামনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজের পরাজয় মেনে নেন কমলা হ্যারিস। পাশে ছিলেন স্বামী ডগলাস ক্রেগ এমহফ। গত বুধবার ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি : রয়টার্স

‘হার মানছি, কিন্তু হাল ছাড়ছি না’

কমলা হ্যারিসের মন্তব্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ট্রাম্পের কাছে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের।

- সমর্থকদের সামনে ভাষণে কমলা বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া উচিত।’
- জো বাইডেন সরকারের মেয়াদের বাকি দিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কমলা।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পক্ষে না এলেও ভেঙে পড়ছেন না মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। তবে এর আগে এবারের প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কমলার পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও ট্রাম্পকে ফোনকল করে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছেন। প্রথা অনুযায়ী আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের কথা।

নির্বাচনে ফল ঘোষণার পর স্থানীয় সময় গত বুধবার ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার সমর্থকদের সামনে আসেন কমলা। সেখানে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই এই নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া উচিত। এর আগে আমি ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছি। জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি।’

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পকে সহায়তার কথাও বলেন কমলা। তাঁর ভাষায়, ‘আমি তাঁকে (ট্রাম্প) বলেছি, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তিনি ও তাঁর দলকে (রিপাবলিকান পার্টি) আমরা সাহায্য করব। আর এভাবে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে যুক্ত হব।’

কমলা বলেন, ‘আমরা যে ফল চেয়েছিলাম, যার জন্য লড়াই করেছিলাম, যার জন্য ভোট দিয়েছিলাম, তা ঘটেনি। আমরা যতক্ষণ হাল না ছাড়ছি ও যতক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির আলো সব সময় জ্বলবে।’

২০২০ সালের নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে পরাজিত হন ট্রাম্প। সেবার তিনি ফলাফল মেনে নেননি। ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করে কমলা বলেন, নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি সম্মান জানানোটা এমন একটা জিনিস, যা গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। জনগণের সমর্থন পেতে চান—এমন সবার এর প্রতি সম্মান জানানো উচিত।

কমলা কী করবেন

বিবিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে জো বাইডেন সরকারের মেয়াদের বাকি দিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কমলা হ্যারিস। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর রানিংমেট জে ডি ভ্যান্সের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগপর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। ট্রাম্পের বিজয়কে স্বীকৃতি দিয়ে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক সনদ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতে হবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে। ওই অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও উপস্থিত থাকার কথা বলেছেন।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, গত বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন বাইডেন। তিনি তাঁকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের মুখপাত্র স্টিভেন চিউং বলেন, ট্রাম্প শিগগিরই হোয়াইট হাউসে বাইডেনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে ট্রাম্প কী পদক্ষেপ নেবেন

বিবিসি

নিরঙ্কুশ জয় নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউসে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বন্ধের ক্ষেত্রে তিনি কী পদক্ষেপ নেবেন, তা নিয়ে আশা-নিরাশার দোলাচলে আছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন ও লেবাননের বাসিন্দারা।

ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারে ইউক্রেনের মতো মধ্যপ্রাচ্যে ‘শান্তি’ ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি জিতলে গাজায় ইসরায়েল-হামাস এবং লেবাননে ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধ বন্ধ করবেন বলে জোর দাবি করেছেন; কিন্তু কীভাবে এ যুদ্ধ বন্ধ করবেন, সে বিষয়ে কোনো কিছু বলেননি।

ট্রাম্প বারবার এটাই বলে গেছেন, যদি জো বাইডেনের পরিবর্তে তিনি ক্ষমতায় থাকতেন, তবে ইরানের ওপর তাঁর ‘সর্বোচ্চ চাপের’ কারণে হামাস ইসরায়েলে হামলাই চালাত না। হামাস ইরান-সমর্থিত গাজার ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন।

সার্বিকভাবে ইরান বিষয়ে ট্রাম্প সম্ভবত তাঁর পুরোনো কৌশলেই ফেরত আসবেন। যেমন তিনি ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে দূরে রাখবেন। ইরানের বিরুদ্ধে বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। ট্রাম্পের আমলেই ইরানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র।

বিগত সময়ে ক্ষমতায় থাকাকালে ট্রাম্প কট্টর ইসরায়েলপন্থী নীতিতে থেকেছেন। তিনি জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং তেল আবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে জেরুজালেমে নিয়ে যান।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে ‘হোয়াইট হাউসে থাকা ইসরায়েলের সবচেয়ে ভালো বন্ধু’ বলে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতি ওই অঞ্চলের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আরও উসকে দিতে পারে বলে আশঙ্কা সমালোচকদের।

শুধু জেরুজালেম প্রশ্নে নয়; বরং ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস বা আব্রাহাম চুক্তি’ করার সময়ও ফিলিস্তিনিদের দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গেছেন ট্রাম্প। আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ট্রাম্পের উদ্যোগে ২০২০ সালের শেষে দিকে আব্রাহাম চুক্তি সই হয়। নেতানিয়াহুর সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক বেশ জটিল, কখনো কখনো তা অকার্যকরও। তবে নিশ্চিতভাবেই নেতানিয়াহুর ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ট্রাম্পের আছে।

ট্রাম্পের ৭ অঙ্গীকার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত হোয়াইট হাউসে ফিরছেন ট্রাম্প। জয়ের আগে প্রচারের সময় নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাতটি কাজ শুরুতেই করার কথা বলে এসেছেন। এর মধ্যে রয়েছে অভিবাসন থেকে শুরু করে অর্থনীতি ঠিক করার মতো কাজগুলো।

১ অবৈধ অভিবাসীদের ফিরিয়ে দেওয়া

নির্বাচনী প্রচারের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অবৈধ অভিবাসীকে বিতাড়িত করার কথা বলেছেন ট্রাম্প।

২ অর্থনীতিতে মনোযোগ

নির্বাচনের পরপরই বুথফেরত জরিপে দেখা গিয়েছিল, ভোটারদের কাছে অন্যতম বড় একটি বিষয় হলো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। ট্রাম্প ইতিমধ্যে মূল্যস্ফীতি থামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

৩ জলবায়ু নীতিতে কাটছাঁট

আগের মেয়াদের মতো এবারও জলবায়ু নীতিতে কাটছাঁট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প।

৪ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ

ক্ষমতায় এলে সমঝোতার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ করার কথা বলে আসছেন ট্রাম্প।

৫ গর্ভপাতের অধিকার রদ

ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে গর্ভপাতের অধিকার রদসংক্রান্ত আইনে স্বাক্ষর করবেন না।

৬ ৬ জানুয়ারির দাঙ্গাকারীদের ক্ষমা

৬ জানুয়ারি দাঙ্গার অভিযোগ তুলে আটক কয়েকজনকে ‘মুক্তি’ দেবেন তিনি।

৭ বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথকে চাকরিচ্যুত

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন তিনি।

তথ্যসূত্র : বিবিসি

তিনি রিপাবলিকান পার্টি ও আমেরিকান রাজনীতির ভরকেন্দ্র পাল্টে দিয়েছেন। বিশ্বব্যবস্থা পুনর্গঠনে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হোক

বিশ্বকে অনেকটা চমকে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একবার পরাজিত হওয়ার পর একই ব্যক্তির দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। তদুপরি তাঁকে ফৌজদারি মামলা ও একাধিকবার হত্যাচেষ্টা মোকাবিলা করে বিজয়ের শিরোপা নিতে হয়েছে।

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির কমলা হ্যারিস। দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর বিতর্ক ছিল উপভোগ্য, কখনো মনে হতো কমলা হ্যারিসের কাছে ট্রাম্প ধরাশায়ী হয়েছেন, কখনো মনে হতো ডোনাল্ড ট্রাম্পই তির্যক মন্তব্যে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেছেন।

কমলা হ্যারিস বিশ্বশান্তি, স্বাস্থ্যসেবা বাড়িয়ে ও করের বোঝা কমিয়ে আমেরিকার জনগণকে স্বস্তি দেওয়ার পাশাপাশি ভূরাজনীতিতে মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ, অবৈধ অভিবাসী বিতাড়ন ও 'আমেরিকা প্রথম' নীতির পক্ষে জোর প্রচার চালিয়েছেন। মার্কিন জনগণ শেষ পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এই নির্বাচনে তিনি বিশাল ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে যেমন হারিয়েছেন, তেমনি সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদেও রিপাবলিকান পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের সঙ্গে আমরাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাই। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের জন্য বাংলাদেশের সরকার ও শান্তিপ্রিয় জনগণ শান্তি, সম্প্রীতি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির সাধনায় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনার অংশীদারত্ব ও সহযোগিতার অপেক্ষায়। আপনার মহান জাতির নেতৃত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু করার সময় আপনার সাফল্যের জন্য আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।'

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বরাবর শান্তি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে, তাদেরও উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় সংস্কার সম্পন্ন করে দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়া। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বৃহত্তম তৈরি পোশাক আমদানিকারক দেশ, বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী দেশের তালিকারও শীর্ষে তার অবস্থান। দেশটিতে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অভিবাসীর সংখ্যাও বর্ধমান; যাঁরা প্রবাসী আয়েও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন।

নির্বাচনী প্রচারে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় কথিত অনুপ্রবেশ বন্ধের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে অন্যান্য উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের মতো বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে আশার কথা হলো, যুক্তরাষ্ট্রে চাইলেই প্রেসিডেন্ট যা কিছু করতে পারেন না। তাঁকে কংগ্রেস ও আদালতের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ট্রাম্পের প্রথম শাসনামলে কয়েকটি মুসলিম দেশ থেকে অভিবাসী নেওয়া বন্ধের ঘোষণা দিয়েও তিনি তা কার্যকর করতে পারেননি।

যেকোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হয় সেই রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের নিরিখে। সেখানে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিংবা ক্ষমতার পালাবদলে তেমন ভূমিকা রাখে না। যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে চাইবে তাদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থেই। তারপরও যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ে বাংলাদেশে একটি মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে চলেছে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সংহত করার স্বার্থেই এ ধরনের অপপ্রচার ও গুজবের বিরুদ্ধে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে।

নির্বাচনী প্রচারের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এক্স বার্তায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্দয়ভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। আমাদের এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ সমতা ও ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে। সে ক্ষেত্রে কেউ অপপ্রচার চালিয়ে বা গুজব ছড়িয়ে সুবিধা করতে পারবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম শাসনামলেও বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক গভীর ছিল, যার কথা প্রধান উপদেষ্টাও উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় মেয়াদে সেই সম্পর্ক আরও জোরদার হবে আশা করা যায়।

কুমিল্লায় তরল বর্জ্য

পাল্টাপাল্টি দোষারোপ কি চলতে থাকবে

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশবিষয়ক উপদেষ্টা হওয়ার আগে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এক বছর আগে বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, 'আমাদের উন্নয়নের মডেলটাই এমন, যেখানে নদীকে বর্জ্য ফেলার জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এভাবেই উন্নয়নের কথা ভাবা হয়।' এ কথারই প্রতিফলন কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়ক-সংলগ্ন বারপাড়া ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে গুংগাইজুরি খাল। কুমিল্লা নগরের উনাইশার এলাকায় ইপিজেডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সীমানাপ্রাচীরের নিচ দিয়ে বের হওয়া দূষিত পানি বিশাল এলাকার পরিবেশ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে।

কুমিল্লা ইপিজেড কর্তৃপক্ষের দাবি, ইপিজেডের ভেতরে থাকা দুটি নালা দিয়ে সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত নগরের মানববর্জ্যসহ বিভিন্ন বিষাক্ত পানি এর জন্য দায়ী। অন্যদিকে সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষের দাবি, নগরের ড্রেনের পানি দিয়ে খালের পানি এভাবে বিষাক্ত হতে পারে না, এসব বিষাক্ত পানি ইপিজেডের। দুই প্রতিষ্ঠানের পাল্টাপাল্টি দোষারোপের খেলা চলছে বছরের পর বছর ধরে। মাঝখান দিয়ে দুর্বিষহ হয়ে আছে স্থানীয় জনগণের জীবন। পরিবেশ অধিদপ্তরের বক্তব্য, কুমিল্লা ইপিজেডের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারটি ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। তাঁরা তা সরাসরি এবং আইপি ক্যামেরার মাধ্যমেও পর্যবেক্ষণ করেন। সুতরাং ইপিজেডের তরল বর্জ্যে পানি বিষাক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি এমন রহস্যময় বিষয়, যা সরেজমিনে দেখে বোঝা যায় না যে আসলে বিষাক্ত পানির উৎস কী? অন্তত ১৫ বছর ধরে স্থানীয় জনগণের এই ভোগান্তি, অর্থনৈতিক থেকে স্বাস্থ্যগত যে ক্ষতি হলো, এর দায়িত্ব নেবে কে? এ সমস্যা দূর করা তো পরের কথা, সমস্যার উৎস চিহ্নিত করা নিয়েও সংশ্লিষ্ট কারও কোনো সদিচ্ছা আজও দেখা যায়নি। একে অপরের ওপর দোষ চাপানো বা কোনো এক পক্ষ নিয়ে সাফাই গাওয়াতেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করছেন তাঁরা।

খাল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার পানির পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এবং কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড—এই চারটি প্যারামিটারের ভিত্তিতে কোনো গবেষণাও হয়েছে বলে জানা যায় না। অবিলম্বে বের করতে হবে, এই বিষাক্ত পানির উৎস কোথায়। নিশ্চিত করতে হবে, কুমিল্লার ইপিজেডের ইটিপি আদৌ কাজ করছে কি না?

কুমিল্লা ইপিজেড, সিটি করপোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের উচিত হবে খালদূষণের কারণ বের করার সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া। তাহলে পারস্পরিক দোষারোপেরও অবসান হবে এবং এলাকাবাসীর দুর্ভোগ নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়াও সহজ হবে। আশা করি কর্তৃপক্ষগুলোর এ ব্যাপারে বোধোদয় হবে।

চিঠিপত্র

সড়ক দুর্ঘটনা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে দূরপাল্লার অনেক বাস-ট্রাক। তাদের নিয়মশৃঙ্খলা-আইন মানার কোনো বালাই নেই। এর ফলস্বরূপ সম্প্রতি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মাইশা ফউজিয়া মিম মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

স্থানীয় মানুষের ভাষ্যমতে, ওই স্থানে গত পাঁচ দিনে ছয়টি দুর্ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে তিনজন নিহতসহ অসংখ্য আহত হন। সর্বশেষ বাউফল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ইউনুস বিশ্বাস দুর্ঘটনায় নিহত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যে গতিরোধক আছে, তার বেহাল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনবহুল স্থানে গাড়ির গতি এমন হওয়া উচিত, যেন চালক সহজেই ব্রেক করতে পারেন। আর কত প্রাণ ঝরে গেলে আমরা একটা নিরাপদ সড়ক পাব?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ভোলা রোডে গতিরোধক সংস্কার ও সতর্কতামূলক সাইনবোর্ডের ব্যবস্থা করুন। আমরা আর দুর্ঘটনার সাক্ষী হতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরবে—এ জন্য কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি। এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান চাই।

জাফরিন সুলতানা
শিক্ষার্থী, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

ট্রাম্পের জয় বাংলাদেশকে চাপে ফেলবে না

আ ন ম মুনীরুজ্জামান

এবারের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ট্রাম্প তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাটা পেয়ে গেছেন

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ভূমিধস বিজয় পেয়েছেন। দেশটির ইতিহাসে এ রকম বিজয় খুব বিরল। ট্রাম্প শুধু দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরেননি, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। বলা চলে এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ট্রাম্প তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাটা পেয়ে গেছেন।

এর ফলে যে ধরনের নীতিমালায় বিশ্বাস করে ট্রাম্প নির্বাচন করেছেন, সেটা বাস্তবায়ন করতে তাঁর কোনো ধরনের বাধা থাকছে না। ট্রাম্প প্রথমেই 'যুক্তরাষ্ট্র প্রথম' নীতি বজায় রাখবেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ তিনি সর্বোপরি বজায় রাখবেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি অভিবাসনের ওপর কড়াকড়ি নিয়মকানুন আরোপ করবেন। এমনও হতে পারে, যেসব অভিবাসীর কাগজপত্র ঠিক নেই, তাঁদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে তিনি বাধ্য করবেন। এ ছাড়া মেক্সিকো বা অন্য কোনো সীমান্ত দিয়ে কোনো অভিবাসী যাতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না পারেন, তার জন্য কড়া বন্দোবস্ত করবেন।

এ ছাড়া জ্বালানি, পরিবেশ এবং কর নীতিমালায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি সম্পূর্ণ ট্রাম্পময় হবে।

বর্তমানে বিশ্বে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ (বর্তমানে যেটা লেবাননে সম্প্রসারিত হয়েছে)—দুটি বড় সংঘাত চলছে। এ দুটি সংঘাত বন্ধ করবেন বলে ট্রাম্প আগেই ঘোষণা দিয়েছেন। তবে যুদ্ধ কীভাবে বন্ধ করবেন, সেই ধারণা তিনি তাঁর নীতিমালায় পরিষ্কার করেননি। ধারণা করা যাচ্ছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে একতরফাভাবে ইউক্রেনকে সমর্থন করে আসছে, সেখানে কিছুটা ঘাটতি পড়বে। এ ক্ষেত্রে ইউক্রেনে মার্কিন সামরিক সহায়তা কিছুটা অব্যাহত থাকলেও, আর্থিক সমর্থনে ভাটা পড়বে।

ট্রাম্প চাইবেন ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের পক্ষ থেকে ইউক্রেনকে আর্থিক সহযোগিতা করুক। একটা ব্যাপারে অনেকে আশঙ্কা করছেন যে ট্রাম্প হয়তো বর্তমানে ইউক্রেনের ভূমিতে যেভাবে সামরিক অবস্থানগুলো আছে, সেটাকে বাস্তবে মেনে নিয়ে একধরনের শান্তিচুক্তি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে, ইউক্রেনের দখলকৃত বেশ কিছু ভূমি রাশিয়ার হাতে চলে যাবে।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের ব্যাপারে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে সমর্থন এখন আছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সেটা শুধু বজায় থাকবে না, আরও বাড়বে। আমরা ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে দেখেছি, ইসরায়েলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। ট্রাম্প হয়তো হামাসকে একটা নির্দেশিত শান্তিচুক্তি করার জন্য চাপ বাড়াবেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকে ট্রাম্পের প্রচেষ্টা থাকবে।

ইরানের প্রতি ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা খুবই কঠোর হতে পারে। ট্রাম্প সম্পূর্ণভাবে মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং শান্তি বিঘ্ন হওয়ার প্রধান কারণ হলো ইরান। ইরানের ওপর সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক—সব ধরনের চাপ নতুন করে আসবে।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি ট্রাম্পের নীতির আলোকে নতুন করে সাজানো হতে পারে। ট্রাম্পের সময় স্বাক্ষরিত আব্রাহাম চুক্তি, যেটা বর্তমানে কিছুটা স্তিমিত আছে, সেটা পুনর্জীবিত করা হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কাছে ইসরায়েলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর পথ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসনের দিক থেকে চাপ প্রয়োগ কিংবা উৎসাহিত করা হতে পারে।

প্রথম মেয়াদে চীনের ব্যাপারে ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কঠোর। দ্বিতীয় মেয়াদে সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীনের ওপর নতুন চাপ বাড়াবেন ট্রাম্প। চীন থেকে রপ্তানি হয়ে আসা পণ্যের ওপর নতুন নতুন কর আরোপ করা হবে। বিশেষ করে, মার্কিন বাজারে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল, সোলার উপকরণ, মোবাইল ফোন প্রযুক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে চীন বড় বাধার মুখে পড়বে। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একটা প্রযুক্তি যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

সামরিকভাবেও চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্র কঠোর নজরদারি করবে। বিশেষ করে চীন যাতে তাইওয়ানের ওপর কোনোভাবেই চাপ সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতি থাকবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র চাইবে তাইওয়ান যেন নিজেদের প্রতিরক্ষায় আরও দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে তাইওয়ান তাদের বাজেটের ৩ শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয় করে। ট্রাম্প চাইবেন তাইওয়ান তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট যেন এখনকার চেয়ে অনেকটা বাড়ায়।

আঞ্চলিক কৌশলগত নীতিমালা যেমন ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ট্রাম্পের মেয়াদে সেটা অব্যাহত থাকবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বটা বাড়বে। বাইডেন প্রশাসনের সময় আমরা দেখেছি অকাস (যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের নিরাপত্তা জোট) আসার পরে কোয়াডের (যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের নিরাপত্তা জোট) গুরুত্বটা আগের তুলনায় কমেছে। এর কারণ হলো অকাসে হার্ড সিকিউরিটি পাওয়ার বা সামরিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত। ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রচলিত নিরাপত্তাব্যবস্থার চেয়ে প্রচলিত নিরাপত্তাব্যবস্থার গুরুত্ব বাড়বে।

আমাদের প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অংশীদারত্ব আছে। চীনকে প্রতিহত করার কৌশলের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতের গুরুত্ব রয়েছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এ কৌশলে কোনো পরিবর্তন আসবে না, সেটা বজায় থাকবে। ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, তবে এটিকে অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত করে দেখা হয়। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পরাশক্তির সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত আবেগ তেমন স্থান পায় না। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাস্তবতা বা রিয়েল পলিটিক। বাস্তবতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র তাদের জাতীয় স্বার্থে যা যা করা দরকার, সেগুলো মাথায় রেখেই এগোবে। এখানে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে স্থিতিশীল সম্পর্ক রয়েছে, সেটা স্থিতিশীল থাকবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র তার ভবিষ্যৎ প্রভাববলয়ের ক্ষেত্রে একটা সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এটি ভারতের জন্য অসুবিধার কারণ হবে। এখন ভারত অনেক জায়গাতেই তার প্রভাব নিয়ে খুব সহজভাবে প্রবেশ করতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো সেই সুবিধাটা তারা পাবে না। এর কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে একটা শক্ত অবস্থানে থাকবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটা সুসম্পর্ক আছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সেটা অব্যাহত থাকবে। এখানে বড় কোনো চ্যালেঞ্জ আসবে না। একটা বিষয় আমাদের সবার মনে রাখতে হবে, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের যে তালিকা আছে, সেখানে অনেক দেশের স্থান বাংলাদেশের চেয়ে ওপরে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় বাংলাদেশ খুব বড় আকারে আসে না। ভারতের অনেক গণমাধ্যমে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে অনেক কিছু অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত নয়।

ট্রাম্প জিতে যাওয়ায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর কোনো চাপ আসবে, এমন ধারণা ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশকে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র ফিরে আসুক। বাস্তবসম্মত সময়ের মধ্যে নির্বাচন ও গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও ট্রাম্প প্রশাসনের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে মত দিচ্ছেন, ট্রাম্প ফেরায় বাংলাদেশ বেকায়দায় পড়বে। এটা আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ কেউ হয়তো তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের চাঙা করতে এ ধরনের কথাবার্তা বলছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা উদ্ভট চিন্তা।

● **মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামান**
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ

ট্রাম্পের বিজয়

মার্কিন গণতন্ত্রের এই পরিণতিই তো হওয়ার কথা ছিল

জেসন স্ট্যানলি

মঙ্গলবার রাত থেকে আমার ফোনে একের পর এক টেক্সট মেসেজ আসছে। এসব মেসেজে জানতে চাওয়া হচ্ছে, কীভাবে এমটা ঘটল (যেহেতু আমার অনেক বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিতজন জানতেন, আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলাম, ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নির্বাচনে সহজেই জিতবেন)। প্রতিটি মেসেজের আলাদা জবাব না দিয়ে এই লেখায় বিস্তারিতভাবে আমি আমার ব্যাখ্যা দেব।

২৩০০ বছর ধরে, অন্তত প্লেটোর প্রজাতন্ত্র থেকে দার্শনিকেরা জানেন, কীভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জনতুষ্টিবাদী নেতারা এবং দুঃশাসনের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জিতে থাকেন। প্রক্রিয়াটি সোজা এবং আমরা এখন সেটি বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। গণতন্ত্রে যে কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এমনকি যাঁরা সরকার পরিচালনা বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত, তাঁরাও অংশ নিতে পারেন।

কোনো ব্যক্তির সরকার পরিচালনার অনুপযুক্ত হওয়ার একটি স্পষ্ট চিহ্ন হলো মিথ্যা বলা, বিশেষ করে নিজেকে জনগণের শত্রুদের (বিদেশে এবং দেশের ভেতরে) রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করা। আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে চান।

প্লেটোর মতে, সাধারণ মানুষকে তাদের আবেগ উসকে দিয়ে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কারণ তারা যুক্তির চেয়ে আবেগকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এভাবে তাদের ক্ষোভ বা ভয়কে কাজে লাগিয়ে কিছু নেতা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে। এটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের একটি মৌলিক ধারণা। এই ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি, গণতন্ত্রে মানুষের আবেগ ও প্রতিক্রিয়া অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। আবেগকে কাজে লাগিয়ে সহজেই জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করা যায়।

দার্শনিকেরা জানতেন, এই ধরনের রাজনীতি (যেখানে নেতারা মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসেন) সব সময় সফল হবে, এমনটা নয়। যেমন জ্যঁ-জাক রুশো বলেছেন, গণতন্ত্র তখনই সবচেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন একটি সমাজে বৈষম্য দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যখন সমাজে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য খুব বেশি বাড়ে, তখন এই অসামঞ্জস্য ডেমাগগদের (প্রচারকদের) জন্য মানুষের ক্ষোভ এবং অবিশ্বাসকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়। প্লেটো মনে করেন, এর ফলে গণতন্ত্রের পতন হতে পারে।

রুশো এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন, গণতন্ত্রের জন্য ব্যাপক সমতা দরকার। যখন একটি সমাজে সবার জন্য সমান সুযোগ এবং সমতা থাকবে, শুধু তখনই মানুষের ক্ষোভ বা অবিশ্বাসকে সহজে ব্যবহার করা যাবে না। আজকের আমেরিকায় গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সেই সঠিক সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্তগুলোর অভাব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আজ তার বিরাট ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এটি সমাজের ঐক্য এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে দুর্বল করে দিয়েছে এবং ক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছে।

২৩০০ বছর ধরে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শন এ কথাই বলেছে যে এমন পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। তাই ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল যদি প্রত্যাশিত হয়, তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কেন এই ধরনের পরিস্থিতি এত দিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেনি। এর প্রধান কারণ হলো, এত দিন রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটি অঘোষিত চুক্তি ছিল যে তাঁরা সীমার বাইরে গিয়ে বিভাজনমূলক এবং সহিংস ধরনের রাজনীতিতে লিপ্ত হবেন না।

২০০৮ সালের নির্বাচনের কথা ধরুন। রিপাবলিকান প্রার্থী জন ম্যাককেইন সে সময় বারাক ওবামার জন্মস্থান নিয়ে বর্ণবাদী গতানুগতিক কথা বলতে পারতেন বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই পথে যাননি। বরং, তাঁর একজন সমর্থক ওবামাকে বিদেশে জন্মগ্রহণ করা একজন 'আরব' বলে প্রচার করার পর তিনি সেই সমর্থককে ভর্ৎসনা করেছিলেন। সে নির্বাচনে ম্যাককেইন হেরে যান। কিন্তু তাঁকে একজন সৎ ও নিষ্কলুষ আমেরিকান রাজনীতিবিদ হিসেবে স্মরণ করা হয়।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন একজন মার্কিন ভোটার। ছবি : এএফপি

এটি ঠিক, আমেরিকান রাজনীতিবিদেরা নিয়মিতভাবেই নির্বাচনে জেতার জন্য সূক্ষ্মভাবে বর্ণবাদ এবং সমকামী বিদ্বেষকে ব্যবহার করে থাকেন; কারণ এটি কার্যকর একটি কৌশল।

তবে তাঁদের মধ্যে একটি অঘোষিত চুক্তি ছিল যে এই ধরনের রাজনীতি প্রকাশ্যে করা যাবে না। এটিকে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক টালি মেন্ডেলবার্গ 'সমতার মানদণ্ড' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, সরাসরি বর্ণবাদের ওপর ভর করা নিষিদ্ধ ছিল। তার বদলে এই ধরনের বার্তা গোপন উপায়ে, যেমন ইশারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে হতো। সে সময় যদিও বর্ণবাদী এবং বৈষম্যমূলক মনোভাব রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু তা প্রকাশ্যে নয় বরং ইশারার ভাষায় করা হতো। যখন সমাজে গভীর অসাম্য বা বৈষম্য থাকে, তখন এই লুকানো রাজনৈতিক কৌশল শেষ পর্যন্ত ততটা কার্যকর থাকে না, যতটা খোলামেলা বা স্পষ্ট রাজনৈতিক কৌশল হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সাল থেকে যা করেছেন তা হলো, তিনি পুরোনো সেই অঘোষিত চুক্তি বা নীতি ভেঙে দিয়েছেন। তিনি অভিবাসীদের 'অপদার্থ' এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের 'ঘরের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ধরনের খোলামেলা 'আমরা বনাম তারা' রাজনীতি স্বার্থ হাসিলে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। অর্থাৎ, ট্রাম্পের মতো নেতারা যখন সরাসরি বিভেদমূলক ভাষায় কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে এগুলো সমাজের অসন্তুষ্টি এবং বৈষম্যকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে।

প্লেটোর মতে, যেসব ব্যক্তি এই ধরনের প্রচারণার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে, তারা শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী শাসক হিসেবে রাজত্ব করবে। ট্রাম্প তাঁর প্রচারণায় যা বলেছেন এবং প্রথম মেয়াদে যা করেছেন, তার ভিত্তিতে প্লেটোর পূর্বাভাস আবারও সঠিক প্রমাণিত হতে পারে বলে আন্দাজ করা যায়।

ধারণা করি, রিপাবলিকান পার্টির পুরো সরকারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আমেরিকাকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করবে। ভবিষ্যতে হয়তো মাঝেমধ্যে অন্যদের ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকবে, কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাগুলো হবে, সেগুলো সম্ভবত আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে গণ্য হবে না।

● **জেসন স্ট্যানলি** ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

ধর্ম

ইসলামে বিয়ে ও পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

মানবসভ্যতার আদি প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। এর মাধ্যমেই সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ। পরিবারের সূচনা বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.)-এর দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমে।

দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয় বিয়ের মাধ্যমে। বিয়ে একটি ইবাদত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজীবনের যাবতীয় কর্মকালই ইবাদত। দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যুগলবন্দী দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে বলেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার উদ্রেক করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা-৩০ রুম, আয়াত : ২১)

বিয়ের অন্যতম ফরজ অনুষঙ্গ হলো মহর। আল্লাহ তাআলা কোরআন কারিমে বলেন, 'আর তোমরা নারীদের তাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে উপভোগ করবে।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত : ৪)। মহরের পরিমাণ উভয় পক্ষের সম্মতিতে বরের সামর্থ্য ও কনের যোগ্যতা বিবেচনায় নির্ধারিত হবে। এর সর্বনিম্ন কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই।

মুজতাহিদ ফকিহদের গবেষণামতে, মহরের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১০ দিরহাম বা আড়াই ভরি রৌপ্যের সমান। মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ সীমিত করা নেই।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আর যদি তোমরা তাদের কোনো একজনকে অগাধ সম্পদ বা অঢেল অর্থও দিয়ে থাকো, তবু তা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ কোরো না।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত : ২০)

তবে মহরের পরিমাণ এত কম হওয়া উচিত নয়, যাতে মেয়ের সম্মান ও অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং এত বেশি হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়, যা ছেলের ওপর জুলুম হয়। মহরের অর্থ একান্তই স্ত্রীর। এই অর্থ তিনি যেভাবে খুশি ব্যয় করতে বা সঞ্চয় রাখতে পারবেন অথবা বিনিয়োগ করবেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দান অনুদান বা উপহার ও হাদিয়া হিসেবে দিতে পারবেন। এতে স্বামী বা অন্য কারও কোনো কিছু বলার এখতিয়ার থাকবে না।

ইসলামি বিধানমতে, কনের পক্ষ থেকে বরকে বিয়ের সময় বা তার আগে-পরে শর্ত করে বা দাবি করে অথবা প্রথা হিসেবে কোনো দ্রব্যসামগ্রী বা অর্থসম্পদ ও টাকাপয়সা নেওয়া বা দেওয়াকে যৌতুক বলে।

ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলির অন্তর্নিহিত দর্শন বা উদ্দেশ্য তথা 'মাকাসিদুশ শরিয়াহ'র পাঁচ পাঁচটিই বিদ্যমান রয়েছে বিয়ের মধ্যে। যথা জীবনের সুরক্ষা, সম্পদের সুরক্ষা, জ্ঞানের সুরক্ষা, বংশধারার সুরক্ষা ও ধর্মের সুরক্ষা

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। শরিয়তের বিধানে যৌতুক সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ এবং কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ। মেয়ের বাড়িতে শর্ত করে আপ্যায়ন গ্রহণ করাও হারাম যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। যৌতুক চাওয়া ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় ও জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধ।

বাংলাদেশ সরকারের সংবিধিবদ্ধ আইনেও যৌতুক শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয় অপরাধ। যৌতুকের শর্তে বিয়ে সম্পাদিত হলে, বিয়ে কার্যকর হয়ে যাবে; কিন্তু যৌতুকের শর্ত অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ইসলামি শরিয়তের বিধানমতে, অবৈধ শর্ত পালনীয় নয় বরং বাধ্যতামূলকভাবেই তা বর্জনীয়। যে বিয়েতে যৌতুক লেনদেন হয় বা যৌতুকের শর্ত থাকে, সেসব বিয়ে বর্জন করা কর্তব্য। যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ও সোচ্চার হওয়া আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।' (সুরা-২৪ নূর, আয়াত : ৩৩)

ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলির অন্তর্নিহিত দর্শন বা উদ্দেশ্য তথা 'মাকাসিদুশ শরিয়াহ'র পাঁচ পাঁচটিই বিদ্যমান রয়েছে বিয়ের মধ্যে। যথা জীবনের সুরক্ষা, সম্পদের সুরক্ষা, জ্ঞানের সুরক্ষা, বংশধারার সুরক্ষা ও ধর্মের সুরক্ষা।

তাই তো হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, 'বিবাহ হলো ইমানের অর্ধেক, যে বিবাহ করল, সে তার ইমানের অর্ধেক পূর্ণ করল, বাকি অর্ধেকের জন্য সে আল্লাহকে ভয় করুক।' (সুনানে বায়হাকি, সহিহ্ আলবানী : ১৯১৬)

প্রিয় নবীজি (সা.) আরও বলেন, 'বিবাহ করা আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নত থেকে বিরাগভাজন হয়, সে আমার উম্মত নয়।' (মুসলিম : ১৪০১)

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী**
যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম
smusmangonee@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর

উদ্ভিদ কোষের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'কোষপ্রাচীর'। কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এতে সেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন ও সুবেরিন নামক পদার্থ থাকে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কোথায়?
উত্তর : কর্ণসুবর্ণ

প্রশ্ন : নিজের রাজ্যের বাইরে উত্তর ভারতের দিকে সৈন্য পরিচালনার মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করেছিলেন কে?
উত্তর : রাজা শশাঙ্ক

প্রশ্ন : পাল বংশের রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল কোন রাজার আমলে?
উত্তর : রাজা দেবপালের সময়ে।

প্রশ্ন : পাল বংশের পতন ঘটে কার সময়ে?
উত্তর : রাজা মদনপালের সময়।

প্রশ্ন : পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন?
উত্তর : রাজা রামপাল

প্রশ্ন : বাংলা অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ ধরা হয় কোন বংশকে?
উত্তর : চন্দ্রবংশকে

প্রশ্ন : একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কোন রাজবংশের উত্থান ঘটে?
উত্তর : সেন রাজবংশের।

প্রশ্ন : বখতিয়ার খলজি কোথাকার যোদ্ধা ছিলেন?
উত্তর : তুর্কি-আফগান যোদ্ধা।

প্রশ্ন : লখনৌতিকে প্রথম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নিজের নামে খুতবা প্রচার ও মুদ্রা জারি করেন কে?
উত্তর : আলী মর্দান খলজি

প্রশ্ন : প্রায় পনেরো বছর লখনৌতি শাসন করেন কে?
উত্তর : সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি।

প্রশ্ন : ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন কে?
উত্তর : সুলতান আজম শাহ

প্রশ্ন : ১৭০০ সালে বাংলার ক্ষমতায় আসেন কোন শাসক?
উত্তর : মুর্শিদ কুলি খান

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে দমন করতে না পেরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়, তার নাম কী?
ক. অপারেশন সার্চলাইট
খ. অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম
গ. অপারেশন ডেজার্ট ফক্স
ঘ. অপারেশন ক্লিন হার্ট

সঠিক উত্তর
১. ক

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ৫

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১. Squarespace কীভাবে সাইন আপ করা যায়?
ক. ই-মেইল অ্যাকাউন্ট
খ. ফেসবুক অ্যাকাউন্ট
গ. জিমেল ঘ. ওপরের সব কটি

৩২. GoDaddy কত দিনের ফ্রি ট্রায়াল করার সুযোগ দেয়?
ক. ৭ দিনের খ. ১৫ দিনের
গ. ২১ দিনের ঘ. ৩০ দিনের

সেশন-৬

১. প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট তৈরি করতে কোন ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হবে?
ক. মুক্ত উৎস খ. যেকোনো উৎস
গ. ফান্ডের মাধ্যমে ঘ. পেইড ভার্সনের

২. ইন্টারনেট ব্রাউজার কোনটি?
ক. Google খ. Google Chrome
গ. Google mail ঘ. G-mail

৩. অ্যাড্রেস বারে sites.google.com লিখে কিসে প্রবেশ করতে হবে?
ক. Google Chrome
খ. Google mail
গ. Google Sites ঘ. Google docs

৪. Gmail অ্যাকাউন্ট দিয়ে কী করতে হবে?
ক. Sign into খ. Sign go
গ. Sign out ঘ. Sign in

৫. Gmail অ্যাকাউন্ট না থাকলে কী করতে হবে?
ক. ওয়েবসাইট তৈরি
খ. জুম অ্যাকাউন্ট তৈরি
গ. অ্যাকাউন্ট তৈরি
ঘ. অ্যাকাউন্ট ডিলিট

৬. ওয়েবসাইটটির Themes নামক অপশনটির কাজ কী?
ক. অ্যাকাউন্ট তৈরি
খ. ডকুমেন্টের পরিবর্তন
গ. ডিজাইন পরিবর্তন
ঘ. ছবি ডিজাইন

৭. Google Sites-এর লোগোর ডান পাশে Site document name-এর জায়গায় কী লিখতে হবে?
ক. ছবির নাম খ. ভিডিও লিংক
গ. ডকুমেন্টের নাম ঘ. অডিও

৮. Add Logo-এর স্থানে বিদ্যালয়ের কী অ্যাড করতে হবে?
ক. ঠিকানা খ. নাম
গ. ছবি ঘ. লোগো

সঠিক উত্তর
সেশন ৫ : ৩১. ঘ ৩২. ঘ।
সেশন ৬ : ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. গ ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১৭

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # বিপরীত শব্দ

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও বিপরীত শব্দের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে ও প্রকাশক্ষমতা বাড়াতে হলে শব্দের ভান্ডার বাড়ানো অপরিহার্য। আর বিপরীত শব্দ অধ্যয়নের মাধ্যমে তা সম্ভব। তবে বাক্যে বিপরীত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, বাক্যের কোনো একটি শব্দের বিপরীত শব্দ বসিয়ে যদি আর কোনো শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন করা না হয়, তাহলে বাক্যের অর্থ বদলে যায়। যেমন : 'এই শহরে অনেক মানুষ থাকে।' বাক্যের 'অনেক' শব্দটির বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি পুনরায় লিখলে কী দাঁড়ায় দেখে নিই, 'এই শহরে অল্প মানুষ থাকে।' এখানে আগের বাক্যের অর্থ বদলে গিয়েছে। বাক্যটির অর্থ ঠিক রাখতে হলে বলতে হবে, 'এই শহরে অল্প মানুষ থাকে না।'

প্রশ্ন : বিপরীত শব্দ কাকে বলে?
উত্তর : যখন কোনো শব্দ অন্য একটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন শব্দ দুটিকে একে অন্যের বিপরীত শব্দ বা বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

প্রশ্ন : বিপরীত শব্দ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা কী?
উত্তর : শব্দভান্ডার বৃদ্ধির জন্য বিপরীত শব্দ অধ্যয়ন প্রয়োজন।

প্রশ্ন : নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখো।
আর্য, অসীম, প্রবেশ, সৃষ্টি, খাঁটি।
উত্তর :
আর্য— অনার্য
অসীম— সসীম
প্রবেশ— বাহির
সৃষ্টি— ধ্বংস
খাঁটি— ভেজাল

প্রশ্ন : 'এই শহরে অনেক মানুষ থাকে।' অর্থ ঠিক রেখে 'অনেক' শব্দটির বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি লেখো।
উত্তর : এই শহরে অল্প মানুষ থাকে না।

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অন্তর	বাহির
অতীত	বর্তমান
অনেক	অল্প

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | প্রশ্নোত্তর

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪, পরিচ্ছেদ ১

প্রশ্ন : উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ সম্পর্কে যা জানো, বিস্তারিত লেখো।
উত্তর : উপসর্গের সংজ্ঞা : যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু ও শব্দের আগে বসে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ কিংবা সংকোচন ঘটায়, তাদের বলা হয় উপসর্গ। যেমন- প্র, পরা, পরি, নির ইত্যাদি।
উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ : বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকারের। যথা :
১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ। এটি মোট ২১টি, যেমন : অ, অনা ইত্যাদি।
২. তৎসম উপসর্গ। এটি মোট ২০টি, যেমন : প্র, পরা ইত্যাদি।
৩. বিদেশি উপসর্গ। এটি আনুমানিক ১৯টি, যেমন : বে, ফি ইত্যাদি।

 # উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা
ক. শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়;
খ. শব্দের ব্যঞ্জনা বাড়ে;
গ. শব্দের প্রকাশক্ষমতা বাড়ে;
ঘ. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে;
ঙ. পরিভাষা সৃষ্টিতে উপসর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

 # উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে
উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। যেমন : প্র, পরা, অ, অঘা ইত্যাদি এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। নিজের কোনো অর্থ না থাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে অর্থের প্রসার ঘটায়, কখনোবা অর্থের সংকোচন করে থাকে, কখনোবা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে আবার কখনো সম্পূর্ণ নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন :

	উপসর্গের কাজ	উপসর্গ	শব্দ গঠন
১	নতুন শব্দ গঠন	আ	আহার, আকাশ
২	অর্থের সংকোচন	পাতি	পাতিহাঁস, পাতিলেবু
৩	বিপরীত অর্থ	বে	বেহিসেবি, বেমানান
৪	অর্থের প্রসার	প্রতি	প্রতিশোধ, প্রতিদিন

তাই দেখা যায় যে, উপসর্গের স্বাধীন অর্থ না থাকলেও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন রূপে শব্দ গঠন করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। অর্থদ্যোতকতা গুণ বলতে মূলত বিভিন্ন রূপে শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ব্যাকরণ : পরিচ্ছেদ ১৪

১. অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দুবার ব্যবহৃত হওয়া শব্দকে কী বলে?
ক. শব্দ পরিবর্তন খ. শব্দদ্বিত্ব
গ. শব্দ গঠন ঘ. শব্দ প্রয়োগ

২. শব্দদ্বিত্ব কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৩. পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে কী বলে?
ক. অনুকার দ্বিত্ব খ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব
গ. ধনাত্মক দ্বিত্ব ঘ. পদদ্বিত্ব

৪. কোন ধরনের দ্বিত্বে বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়?
ক. অনুকার দ্বিত্বে খ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্বে
গ. ধনাত্মক দ্বিত্বে ঘ. ক ও খ উভয়ই

৫. কোনটি ধনাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ?
ক. চুপচাপ খ. সুরে সুরে
গ. চোখে চোখে ঘ. ঢং ঢং

৬. বিভক্তিযুক্ত শব্দদ্বিত্ব কোনটি?
ক. ঝাঁকে ঝাঁকে খ. হায় হায়
গ. ঘুম ঘুম ঘ. কত কত

৭. কোন ধরনের দ্বিত্ব প্রয়োগে দ্বিতীয় শব্দটি প্রায় ক্ষেত্রে অর্থহীন হয়?
ক. অনুকার দ্বিত্ব খ. ধনাত্মক দ্বিত্ব
গ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব ঘ. পদদ্বিত্ব

৮. কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে কী বলে?
ক. পদদ্বিত্ব খ. শব্দদ্বিত্ব
গ. ধনাত্মক দ্বিত্ব ঘ. পদাত্মক দ্বিত্ব

৯. 'ঘুম ঘুম চোখে কাজ করেছি।'—এ বাক্যে 'ঘুম ঘুম' কোন ধরনের দ্বিত্ব?
ক. ধনাত্মক দ্বিত্ব খ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব
গ. অনুকার দ্বিত্ব ঘ. পদদ্বিত

১০. অনুকার দ্বিত্বে অনেক সময় স্বরের পরিবর্তন ঘটে।—এ নিয়মের উদাহরণ কোনটি?
ক. মোটাসোটা খ. সুরে সুরে
গ. ঝাল-টাল ঘ. চুপচাপ

১১. 'কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ'—এখানে ধনাত্মক দ্বিরুক্তিটি কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. ক্রিয়া ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ

১২. শব্দদ্বিত্ব অর্থ কী?
ক. দুবার উক্ত খ. দুবার ব্যাপ্ত
গ. অনুক্ত শব্দ ঘ. জোড়া শব্দ

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১৪ : ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক

জীববিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬

৪৭. মূলের কোন অঞ্চল দিয়ে খনিজ লবণ পরিশোধিত হয়?
ক. অগ্রভাগের বিভাজন অঞ্চল দিয়ে
খ. মূলরোম অঞ্চল দিয়ে
গ. স্থায়ী অঞ্চল দিয়ে
ঘ. মূলরোমের অগ্রভাগ অঞ্চল দিয়ে

৪৮. উদ্ভিদের কোন অংশে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন হয়?
ক. মূলে খ. কাণ্ডে
গ. পাতায় ঘ. ফুলে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
অর্পা ছবি আঁকতে গিয়ে রংতুলিতে থাকা রঙের কিছুটা গ্লাস রাখা পানিতে পড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তা পানিতে মিলে যায়।

৪৯. কোন প্রক্রিয়ায় রংতুলিতে থাকা উপাদানটি পানিতে মিলে যায়?
ক. ব্যাপন
খ. অভিস্রবণ
গ. শ্বসন
ঘ. ইমবাইবিশন

৫০. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে উদ্ভিদ—
i. মাটি থেকে পানি শোষণ করে
ii. খনিজ লবণ শোষণ করে
iii. খাদ্য পরিবহন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

৫১. অণুচক্রিকা কোথায় উৎপন্ন হয়?
ক. লসিকায়
খ. হৃৎপিণ্ডে
গ. মস্তিষ্কে
ঘ. অস্থিমজ্জায়

৫২. সর্বজনীন গ্রহীতা রক্ত গ্রুপ কোনটি?
ক. 'এ' গ্রুপ খ. 'বি' গ্রুপ
গ. 'এবি' গ্রুপ ঘ. 'ও' গ্রুপ

৫৩. রক্তে কয় ধরনের লিপোপ্রোটিন দেখা যায়?
ক. ২ ধরনের খ. ৩ ধরনের
গ. ৪ ধরনের ঘ. ৫ ধরনের

৫৪. কোথায় CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিশোধিত হয়?
ক. বৃক্কে খ. যকৃতে
গ. ফুসফুসে ঘ. হৃৎপিণ্ডে

৫৫. ধমনির ক্ষেত্রে—
i. কপাটিকা থাকে না
ii. লুমেন চওড়া
iii. প্রাচীর পুরু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৬. ভালো কোলেস্টেরল কোনটিকে বলা হয়?
ক. টিডিএল
খ. এলডিএল
গ. এমডিএল
ঘ. এইচডিএল

৫৭. কোনটিতে অধিক মাত্রায় কোলেস্টেরল উপস্থিত?
ক. রুটি খ. শসা
গ. ঝিনুক ঘ. ছোট মাছ

৫৮. প্রসবকালীন উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাকে কী বলে?
ক. অস্টিওম্যালেশিয়া
খ. একলামশিয়া
গ. লিউকেমিয়া ঘ. অ্যানেমিয়া

৫৯. নিচের কোনটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক?
ক. বেনজিন খ. ইথিলিন
গ. পানি ঘ. অ্যালকোহল

৬০. প্রোটোপ্লাজমের শতকরা কত ভাগ পানি?
ক. ৬০ ভাগ খ. ৭০ ভাগ
গ. ৮০ ভাগ ঘ. ৯০ ভাগ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৬ : ৪৭. ক ৪৮. খ ৪৯. ক ৫০. গ ৫১. ঘ ৫২. গ ৫৩. খ ৫৪. গ ৫৫. খ ৫৬. ঘ ৫৭. গ ৫৮. খ ৫৯. গ ৬০.

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, বাংলা
- **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ২য় পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড :** জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে প্রফেশনাল এমএ এবং এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির তথ্য

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৬৬. কীভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার পরিবর্তিত হয়?
ক. অভিশংসনের মাধ্যমে
খ. আলোচনার মাধ্যমে
গ. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে
ঘ. ভোটের মাধ্যমে

৬৭. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কয়টি রাজনৈতিক দল থাকে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. একাধিক

৬৮. 'গণতন্ত্র' জনগণের জন্য কী?
ক. সরকার খ. রাষ্ট্র
গ. সংবিধান ঘ. আইন পরিষদ

৬৯. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটি যৌক্তিক?
ক. জনগণ ক্ষমতার উৎস
খ. বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা
গ. নির্বাচন অনুপস্থিত
ঘ. ক্ষুদ্র রাষ্ট্র

৭০. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ কোনটি?
ক. দলীয় শাসনব্যবস্থা
খ. ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন
গ. ব্যয়বহুল ও অর্থের অপচয়
ঘ. দায়িত্বশীল শাসন

৭১. গণতান্ত্রিক সরকার কার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য?
ক. আইনসভার খ. জনগণের
গ. আদালতের ঘ. বিরোধী দলের

৭২. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
ক. রাজতান্ত্রিক
খ. স্বৈরতান্ত্রিক
গ. গণতান্ত্রিক
ঘ. একনায়কতান্ত্রিক

৭৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব কেমন হবে?
ক. সংকীর্ণ
খ. প্রতিহিংসাপরায়ণ
গ. গণতান্ত্রিক ঘ. স্বৈরতান্ত্রিক

৭৪. কোনটি একনায়কের বৈশিষ্ট্য?
ক. জবাবদিহিতা খ. স্বচ্ছতা
গ. স্বেচ্ছাচারিতা ঘ. বিচক্ষণতা

৭৫. কোনটি গণতন্ত্রের বিরোধী?
ক. পুঁজিবাদ খ. একনায়কতন্ত্র
গ. আইনের শাসন ঘ. নির্বাচন

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৬৬. গ ৬৭. ঘ ৬৮. ক ৬৯. ক ৭০. ঘ ৭১. খ ৭২. গ ৭৩. গ ৭৪. গ ৭৫. খ

নোটিশ বোর্ড

কুমিল্লা জিলা স্কুলে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি

■ কুমিল্লা জিলা স্কুলে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

ভর্তির শ্রেণি
৫ম শ্রেণি : প্রভাতি শাখায় আসন ৫৫টি, দিবা শাখায় আসন ৫৪, মোট ১০৯টি।
৬ষ্ঠ শ্রেণি : প্রভাতি শাখা আসন ১১০টি, দিবা শাখায় আসন ১০৮টি, মোট ২১৮টি।
ভর্তি প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় ডিজিটাল দৈবচয়নের মাধ্যমে করা হবে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে ১২ নভেম্বর বেলা ১১টা থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
ভর্তির আবেদন ফি ১১০ টাকা, যা কেবল টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল হতে এসএমএসের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।
আবেদনপত্রে সরবরাহ করা সব তথ্য শতভাগ নির্ভুল হতে হবে। সরবরাহ করা তথ্যের সঙ্গে পরে কোনো গরমিল পরিলক্ষিত হলে ভর্তি বাতিল হবে।
আবেদনপত্রে দেওয়া মুঠোফোন নম্বরটি সার্বক্ষণিক সচল রাখতে হবে।
অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলি www.dshe.gov.bd এর secondary circular/order এবং www.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে : www.czs.edu.bd

যশোর ক্যান্টনমেন্ট হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি

■ ক্যান্টনমেন্ট হাইস্কুল, যশোরে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম এবং ৯ম শ্রেণিতে (মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদন ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ : ৫ জানুয়ারি ২০২৫।
৬ষ্ঠ শ্রেণি : ১ম পর্বের লটারি ১৫ ডিসেম্বর এবং ২য় পর্বের লটারি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪।
৭ম থেকে ৯ম শ্রেণি : ১ম পর্বের লটারি ৩১ ডিসেম্বর এবং ২য় পর্বের লটারি ৫ জানুয়ারি ২০২৫।
ঠিকানা : যশোর সেনানিবাস, যশোর।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে : www.chsjsr.edu.bd

ফ্ল্যাট বিক্রয়

* আফতাবনগর, সি-ব্লকে দক্ষিণমুখী, কর্নার প্লটে ১৩৭৫ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি : ০১৭৫৩-৮৮৯১৯১, ০১৬১৬-১৬৬৬০০। ডি-৬০৪৫৭২

✱ বসুন্ধরা এল ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৬। মো.বু-৬০৪৬৩৭

✱ শ্যামলী রিং রোড সংলগ্ন মোহাম্মদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ ব.ফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০-০৩২৫১১, ০১৮১০-০৩২৫১৩। মো.বু-৬০৪৪৬২

✱ মোহাম্মদপুর নবোদয় কনভেনশন হলের পেছনে ২৫ ফুট কর্নার প্লটে খোলামেলা বিআরবি হোমস নির্মিতব্য বিলাশবহুল ফ্ল্যাট। ০১৮১১৪৮৫৪৭৯, ০১৮১১৪৮৫৪৮০। ডি-৬০৩৪৯৫

✱ মোহাম্মদপুর বসিলায় নিরিবিলি পরিবেশে ১১২০-২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবা : ০১৮১০-০৩২৫০৭, ০১৮১০-০৩২৫১৫। মো.বু-৬০৪৪৬৩

✱ ঢাকা/ মোহম্মদপুর বাবররোড, জহুরীমহল্লা খেলার মাঠের দক্ষিণে ২য় গলিতে দক্ষিণমুখী ২৩০০ বর্গফুটের ডুপ্লেক্স এবং (৩ বেড, ৩ বারান্দা, ৩ বাথ, ১ ড্রয়িং, ১ ডাইনিং/ কিচেন) ১১৫০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭৯৯-৩৮২৪৮০। মো.বু-৬০৪৪৬৪

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। ডি-৬০৪৬৪৫

✱ টিকাটুলি কামরুন্নেসা স্কুলের সাথে ১১৭৫, ২০১৫ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭২২৫৬৮৪৬০। ডি-৬০৪৫০৩

✱ ইউনিটি ডেভেলপমেন্ট লি. এর নির্মাণাধীন স্কয়ার হাসপাতালের পেছনে ১৬৫০ ব.ফু., ঢাকা কলেজের বিপরীতে ১১৮৫-১২২০ ব.ফু. ও মালিবাগ ডিআইটি রোডে ১৩৫০-১৪৯০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ও ২৬৫০ ব.ফু. বাণিজ্যিক স্পেস বিক্রয় হবে। ০১৭১৪৭৯৫৩১৪। সি-৬০৪৩২১

✱ লেক সার্কাস কলাবাগান ১৩৫০ ব.ফু. ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিংসহ বিক্রি হবে। মোবা : ০১৩১৬০৫৬৮৭১। সি-৬০৪৫৭৫

✱ গুলশান-২ এ, ২৬৮৬ বর্গফুটের ৩ বেড, ৪ বাথরুমের একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭১২-০০৯৬২৬। মহাবু-৬০৪৫৮৪

✱ মোহাম্মদপুরে শ্যামলী হাউজিংয়ে ১৩০০ স্কয়ার ফিটের উত্তর-পূর্বমুখী কর্নার প্লটে সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। ফোন : ০১৮৮৬৮৬১৫১৫। সি-৬০৪৫৭৬

✱ শেখের টেক ৬নং রোড মোহাম্মদপুরে ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের সকল সুযোগ-সুবিধাসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৪৬০০

✱ বায়তুল আমান হাউজিং আদাবর ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৪৬০২

পাত্র চাই

✱ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ধার্মিক আইনজীবী (হাইকোর্ট) শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর (৩২-৫'-৭") জন্য চট্টগ্রাম/আশপাশে জেলার ধার্মিক উপযুক্ত পাত্র চাই। কেবলমাত্র অভিভাবকগণ (হোয়াটসঅ্যাপ) ০১৮১৫৯২৯৩২২। ধাবু-৬০৪৪৮০

✱ ঢাকায় বিবিএ শেষ বর্ষ (নর্থ সাউথ ৫'-৪"-২২ সুন্দরী) নামাজির দেশি-বিদেশি পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৫৫২৩০৮০০২। noorejannatbd@gmail.com ডি-৬০৪৪৫৫

✱ স্বামী মৃত, মেজরের সুন্দরী কন্যা, বেসরকারি মেডিকেলের লেকচারার, এমবিবিএস ন্যাশনাল মেডিকেল (ঢাবি) অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩০-৫'-৫") দেশের/সিটিজেন পাত্র আর্জেন্ট # ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০৪৫১৩

✱ মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক, সুশ্রী, এমবিবিএস ডাক্তার (২৭-৫'-৪") পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। অভিভাবক : ০১৮৬৭৭৮৫২৫৭, sislam.nlife@gmail.com ডি-৬০৪২৮৪

✱ ঢাকায় সেটেল্ড অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার সদ্য এমবিবিএস পাস সুশ্রী কন্যার (২৪-৫'-৩") জন্য পাত্র চাই। ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার অগ্রগণ্য, নো-মিডিয়া। অভিভাবক মোবা : ০১৩২২৮৯৬৯০০। সি-৬০৪০৪৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী ঢাকা ভার্সিটি হতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট প্রাপ্ত, বর্তমানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির লেকচারার মেধাবী মেয়ের (২৭-৫'-১") জন্য বুয়েট/আইবিএ থেকে পাস করা পাত্র চাই। মেয়ে পিএইচডির জন্য ইউএসএ যাবে শিগগিরই। ০১৭৯৯৭৩৮৪৪৮। সি-৬০৪৩৪৭

✱ বয়স ৩৩, এমএসসি ফার্মেসি, ১ সন্তানের জননী, ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীরা বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন এই ০১৮৭৮৬৫৫৩৭৩ (হোয়াটসঅ্যাপ) নম্বরে। সি-৬০৪৫৮৬

✱ স্কোয়াড্রনলিডার (লংকোর্স) এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (৫'-৪.৫"+২৯) একমাত্র সুশ্রী কন্যা, ঢাকায় পোস্টিং, বাবা-পরিচালক, মাতা-অধ্যাপক, ঢাকায় স্থায়ী। সশস্ত্র বাহিনীর উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭৫৯৯৮৮৮৫৫। মহাবু-৬০৪৫৮৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী, ইঞ্জিনিয়ার পিতার একমাত্র কন্যা (৫'-২"+৩১) বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পাত্রীর জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/সমপর্যায়ের চাকরিরত উপযুক্ত দেশি/বিদেশি পাত্র চাই। নোমিডিয়া। ০১৭৬৬৬৮৩৪৪৩। মহাবু-৬০৪৫৮৫

✱ ঢাকায় স্থায়ী বসবাসরত নর্থ সাউথ থেকে মাস্টার্স করা (৩৩-৫'-১") ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য (বিদেশি অগ্রঅধিকার দেয়া হবে) পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক : ০১৭৮১১৭৪৬৮১। সি-৬০৪৫৮৭

✱ ঢাকার অভিজাতে স্থায়ী ১ম শ্রেণির সরকারি মেডিকেলের এমবিবিএস শেষ বর্ষের ফর্সা (৫'-৪"-২৪) ছাত্রীর জন্য বিসিএস এডমিন, পররাষ্ট্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি অফিসার পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ। ০১৫৫২৪১০৩৫৩ (পিতা) সি-৬০৪৫৯৪

✱ ঢাকায় স্থায়ী। ব্যবসায়ী পিতার কন্যা। ও/এ লেভেল অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিবিএ গ্র্যাজুয়েট (২৫+৫'-৫")। ও/এ লেভেল করা অস্ট্রেলিয়াতে স্থায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। ০১৭৫৫৫১৭৩৬৪। সি-৬০৪৬০৯

✱ আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট নামাজী সুশ্রী চাকরিজীবী (বিবিএ) কন্যার (৫'-১"-২৮+) জন্য আমেরিকায় কর্মরত উপযুক্ত মুসলিম পাত্র আবশ্যক। অভিভাবক সরাসরি : ০১৬১৭৩৩৫৭৩০। সি-৬০৪৬০৪

✱ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা ঢাকায় বসবাসরত আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ার (৫'-২" +৩২) পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১১৩৪৪২২৮। সি-৬০৪৬০৭

✱ ঢাকায় স্থায়ী মহাব্যবস্থাপকের ধার্মিক কন্যা (৩৬+৫'-৪") ডাবল এমএসসি (দেশ/বিদেশ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অনূর্ধ্ব-৪৫ পাত্রগণ বায়োডাটাসহ যোগাযোগ : ০১৭১৫২৫৫১৭৮ (হোয়াটসঅ্যাপ) ই-মেইল : emannan@gmail.com মিবু-৬০৪৫৯৫

✱ আমেরিকায় বসবাসরত সুন্দরী (৪৫+৫'-৫") পাত্রীর জন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। ছবিসহ বায়োডাটা পাঠান। surmamithila12@yahoo.com মিবু-৬০৪৫৯৭

✱ সিএ (ইউকে) ইউএনডিপি ঢাকাতে কর্মরত (৫'-৫", এসএসসি-২০০৫ সুশ্রী নামাজি পাত্রীর জন্য সুদর্শন (ডিভোর্স চলবে) ৩২-৩৮ নন-স্মোকার (ঢাকা বিভাগ/সাভার অগ্রাধিকার) নামাজি পাত্র আবশ্যক। সরাসরি নো-মিডিয়া (শর্তসাপেক্ষ মিডিয়া)। #০১৯৭০০৮৯২২৩, ০১৯৮৫৫৫৩৩৬৫ (হোয়াটস্অ্যাপ)। মিবু-৬০৪৫৯৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ খিলক্ষেত ও বসুন্ধরায় ৩০০ ফুট এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৫৫-৫১১০১৭, ০১৭৫৫-৫১১০২০। মো.বু-৬০৪৪৫৯

✱ বসুন্ধরা চমৎকার লোকেশনে সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় দক্ষিণমুখী এবং চারপাশ খোলামেলা প্রজেক্টে ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং-ডাইনিং ও কিচেনসহ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ : ১৫০০, ১৬৯০, ২০২৫ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৩, ০১৭৬২৬৮৫১২৪। ডি-৬০৪৬৫২

✱ গ্রিনরোডে গ্রিন লাইফ হাসপাতালের পেছনে ক্রিসেন্ট রোডে ১১০০ বর্গফুটের ৩ বেড লাক্সারিয়াস স্বল্প ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৪৬০৩

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। ডি-৬০৪৬৪৬

✱ উত্তরা ১৪নং সেক্টরে ৩ কাঠার সিঙ্গেল ইউনিটের ৩ বেডের ১৮০০ বর্গফুটের একটি ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি মালিক : ০১৭১১২০৩৮২৮। ডি-৬০৪৬২৪

✱ আগারগাঁও তালতলায় ২ বেড ড্রয়িং-ডাইনিং ২ বাথের একটি ও ৩ বেড ড্রয়িং-ডাইনিং ২ বাথের ১টি ফ্ল্যাট। স্বল্প ব্যবহৃত গ্যারেজ সুবিধা। ০১৬০৮৭৫৯০৪০। ডি-৬০৪৬৫৩

✱ কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছু সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৭১১-২১৮৪১৫, ০১৭৮৩-৮৩৮৩৭২। সি-৬০৪৭২৭

✱ হাতিরঝিলের সাথে নান্দনিক পরিবেশে মহানগর প্রজেক্টে রেডি ১৬০০ ও দক্ষিণ বনশ্রীতে ১৩০০ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৪২৪৭৪৭২৫। সি-৬০৪৭২০

✱ জলসিঁড়িতে (৪০-১০০ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। # ০১৩২৯৭১১৫৪০। ডি-৬০৪৬৫০

✱ ধানমন্ডি আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতাল এর পাশে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৩০২৫৩৫৫২২। সি-৬০৪৭২৪

✱ উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরে ৬০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন তিন কাঠার আকর্ষণীয় প্লট বিক্রয় করা হবে। ০১৬০১-২০০৭৭৭। মো.বু-৬০৪৬৪০

✱ ধানমন্ডিতে ২৫৮০ বর্গফুটের রুচিসম্মত অত্যাধুনিক ০৪টি বেডরুমের, ২টি পার্কিংসহ ও দক্ষিণমুখী ব্র্যান্ডনিউ রেডি নতুন অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭১৩২৫২৫০১। ডি-৬০৪৬৭৯

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে এইচ ও এল-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩ বেডের ১৫৫০ বর্গফুট ও কে-ব্লকে ৪ বেডের ২২৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট সুলভ মূল্যে বিক্রয়। ফ্ল্যাট হস্তান্তর মে-২০২৫। ০১৭০৮৪২২৩৬১, ০১৭০৮৪২২৩৬২। ডি-৬০৪৬৬৭

পাত্র চাই

✱ বিএসসি, কেমিক্যাল, বুয়েট পিএইচডি রানিং আমেরিকা (২৬+৫'-২") সুন্দরী ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর দেশের/সিটিজেন পাত্রের অভিভাবকগণ যোগাযোগ-০১৭২৭২৭১০০০। যাবু-৬০৪৬১৫

✱ এমবিবিএস প্রাইভেট মেডিকেল ইন্টার্নিরত (২৬+৫'-২") নামাজী ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার/ সরকারি/প্রাইভেট চাকরিজবী পাত্র চাই। # ০১৮২৭৭৬২৯০৯ (হোয়াটসঅ্যাপ)। যাবু-৬০৪৬১৬

✱ বুয়েট প্রকৌশলী/গভঃ উচ্চপদস্থ পিতা-মাতার কন্যা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট সদ্য পাস (২৩+৫'-৪") এমএস অধ্যয়নরতা সুন্দরীর দেশ/বিদেশের উপযুক্ত-০১৬৩৯০২৫৩৭৩। সি-৬০৪৬০৬

✱ ঢাকায় সেটেল্ড (অঃবঃ) পদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সুদর্শন কন্যা (২৯+৫'-২") এমবিএ (ব্র্যাক ভার্সিটি) মাল্টিন্যাশনালে চাকরিরত সুযোগ্য পাত্র সরাসরি-০১৬০২২৬১১৭০। সি-৬০৪৬১৪

✱ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, বিবিএ ঢাকা, মাস্টার্স সিডনি। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে কর্মরত (২৮-৫'-৫") সুন্দরী নামাজি ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য অস্ট্রেলিয়া/দেশে উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭০৬৩১৯৩৩১। ডি-৬০৪৬৩৪

✱ আমেরিকার সিটিজেন। মাস্টার্স (৩০+৫'+৩") পিতা ডাক্তার, বোস্টনে অধ্যয়নরতা নামাজি পাত্রীর, আমেরিকাতে পড়াশোনা/চাকরিরত পাত্র। অভিভাবক : ০১৯৪২-৮০৪৮৮৪, fsultana1959@gmail.com ডি-৬০৪৬২৯

✱ সরকারি মেডিকেলের ডাক্তার (২৪-৫'-৩"), বুয়েট (২৬-৫'-৩") বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার (২৪-৫'-৫") নর্থসাউথ (২৪-৫'-৪") সুন্দরী পাত্রীদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৪৬৩০

✱ ঢাকায় সেটেল্ড পরিবারের ডাক্তার কন্যা (৫'-৪"-৩৫), ডিভোর্সি, উচ্চশিক্ষা শেষে ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। দেশি-বিদেশি উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। সরাসরি : ০১৩১৬৪৬৪৮৬১। ডি-৬০৪৬২৫

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ/ উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার/ঢাকায় বসবাসরত সুন্দরী ডাক্তার (২৫-৫'-৪") পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭৮৭৫১১৭১৭ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০৪৬২১

✱ হেলথ ক্যাডারে কর্মরত ডাক্তার (ডিভোর্স) পাত্রীর উনত্রিশোর্ধ্ব সর্বোচ্চ ৩৫ বৎসরের বিসিএস ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডমিন ক্যাডারের পাত্র চাই। যোগাযোগ : ০১৭১২৮৭২৯০৪। ডি-৬০৪৬৩৬

✱ ঢাকায় স্থায়ী অব. উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ডাক্তার মেয়ে ফর্সা সুন্দরী (এসএসসি-২০১২, ৫'-৪") জন্য ঢাকায় বসবাসরত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার/ডাক্তার পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ যোগাযোগ- (অভিভাবক)-০১৩১৮০৬৭১৬১। সি-৬০৪৭১৭

✱ আন্তর্জাতিক সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত ঢাকায় স্থায়ী মাস্টার্স (৫'-৩") সুদর্শন ধার্মিক পাত্রীর ঢাকায় কর্মরত (৪৪-৫০) পাত্র। নদী-০১৯১৩১৬২৬৮৯, ০১৬৮২০০৭৮৪২। nodimedia@yahoo.com সি-৬০৪৭১৮

✱ এমবিবিএস অধ্যয়নরতা শেষ বর্ষ ঢাকায় স্থায়ী পাত্রীর জন্য ঢাকায় স্থায়ী ডাক্তার পাত্র চাই। নোমিডিয়া সরাসরি-০১৯১১৩৩৪৬৯৬। সি-৬০৪৭১৫

✱ নম্র, ভদ্র, সুদর্শন বংশীয় একজন ডাক্তার ছেলে চাই। সাইকিয়াট্রিস্ট হলে ও টরন্টোর কানাডার সিটিজেন ছেলে চাই। # ০২-৫৮৩১৩৫১০, ০১৮৫৯০৭১৮৮০। সি-৬০৪৭১১

✱ লন্ডন সিটিজেন (৪৫+৫'-৪") ডিভোর্সি ১ সন্তানের জননী ঢাকায় স্থায়ী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবসায়ী পাত্র চাই। সরাসরি-০১৭৭০২৯১১৫০। সি-৬০৪৭১৪

✱ ডাক্তার (বিডিএস) (এসএসসি-১৯৯৯) পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার (দেশ-বিদেশের)/ পিএইচডি/বিসিএস/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাত্র চাই। +৮৮০১৮১৫৭৭৭৮৮০। উবু-৬০৪৬৬১

✱ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত অব : যুগ্ম সচিবের কন্যা ৫'+২৫, ফর্সা, ধার্মিক, ঢাবি এমবিএ অধ্যয়নরতা। ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রের অভিভাবকগণ যোগাযোগ : হোয়াটসঅ্যাপ ০১৭১৫-০৫৮০৬৭। মো.বু-৬০৪৬৩৯

✱ ঢাকায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুন্দরী, নামাজী কন্যা এমবিএ আইবিএ (৩৭-৫'-৩") শর্ট ডিভোর্স ব্যাংকে কর্মরত এর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। ০১৭১০০৮৪০০৯, ০১৭১৫২৯৭৮৭১। সি-৬০৪৬৯৪

✱ ঢাকায় অভিজাতে প্রতিষ্ঠিত। (১) বড় মেয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স (৫'-৩" +৩০), ফর্সা, বিদেশি তিনটি কোম্পানি দেখভাল করেন, (২) ছোট মেয়ে মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে মাস্টার্স (৫'-৩" +২৭) ফর্সা, উভয়ের কানাডায় ভিসাপ্রাপ্ত। কানাডা/দেশে প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত ভদ্র-মার্জিত ও দ্বীনদার পাত্র। অভিভাবক : ০১৭১৫১১১০৫৬, poetmakarim@gmail.com ডি-৬০৪৭৭৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মোহাম্মদপুর বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটিতে ১১০০-১২৮০ বর্গফুটের ৩ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩-৫০২৩৯২, ০১৭১৩-৫০২৫৯৩। মো.বু-৬০৪৪৬১

✱ বসুন্ধরা ডি ব্লকে সেমি-ফেয়ারফেস সিঙ্গেল ইউনিটের ২০৫০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০৪৬৩৮

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ ৩৮৪০ বর্গফুট সিঙ্গেল ইউনিট ব্রান্ডনিউ ৪ বেড ২ পার্কিং জরুরী বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০৪৫৭৮

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, কারওয়ান বাজার, মহাখালী, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/ জমি/ বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি., ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০৪৬৭৫

✱ ধানমন্ডিতে ৩নং রোডে ২ পার্কিংসহ ২২২০, ১১/এনং রোডে দক্ষিণমুখী ৩২০০ বর্গফুট ৪ বেড ও ৬নং রোডে ১২০০ বর্গফুট ৩ বেডের ফ্ল্যাট। ০১৭৯৩-৩১১৭৬১। ডি-৬০৪৬৭৭

✱ গুলশান ১২১নং রোডে কর্নার প্লটে ১টি কার পার্কিংসহ ২৩৬০ বর্গফুটের সেন্ট্রাল এসিসহ সম্পূর্ণ ফার্নিশড ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৮১১৪৭৮৯৫১, ০১৯৭১৪৪১০০৭। ডি-৬০৪৬৭৩

✱ মোহাম্মদপুরে ঢাকা উদ্যান বি-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৭৫০/৮৫০ বর্গফুট ২ বেডরুমের ফ্ল্যাট সহজ কিস্তিতে ঋণ সুবিধাসহ। ০১৭৪০৮০০৭০২, ০১৬১৫৭৭৭৪০৩। ডি-৬০৪৭৫২

✱ বনানী ২৭নং রোডে ১৭৯৫ ব.ফু. এর ব্যবহৃত ২টি ফ্ল্যাট গ্যাস বিদ্যুৎ সংযোগসহকারে বিক্রয় হবে। ফ্ল্যাট ২টি কমার্শিয়ালি ব্যবহারের উপযোগী। ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০৪৬৬৮

✱ আফতাবনগর সি-ব্লক অ্যাভিনিউ রোডে ৩য় তলায় ১২০০/২৩৪০ বর্গফুট স্বল্প ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিংসহ বিক্রয় হইবে। ০১৭১৭৯৫৪২৭১। ডি-৬০৪৬৬৯

✱ মোহাম্মদপুরের বসিলাতে আধুনিক সকল সুবিধাসহ ১২৯৫ বর্গফুটের ১টি রেডি ফ্ল্যাট (দক্ষিণ-পূর্ব) জরুরি বিক্রয়। ০১৭৪০৭৫১৪৭৬, ০১৮১০০১১১০২। ডি-৬০৪৬৭০

✱ উত্তরা ৬নং সেক্টরের ১নং রোডে, ২৪০০ বর্গফুটের ৪ বেডের নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট এপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬। টিবু-৬০৪৬৫৩

✱ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটিতে আদাবর, দক্ষিণমুখী গ্যাস সংযোগসহ ১২৭০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ রেডি ফ্ল্যাট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়। ০১৭১৬০৯৪৪৫৭। টিবু-৬০৪৬৮৯

পাত্র চাই

✱ ঢাকায় স্থায়ী (অব. প্রাপ্ত.) সরকারি কর্মকর্তার কন্যা, ইংলিশ এ মাস্টার্স (এনএসইউ) লেকচারার রিনাউন কলেজ (৫'-৪"-৪০) সুন্দরীর সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী। উপযুক্ত। ০১৯১৬-৪১৫১৬৫। ডি-৬০৪৮৩৩

✱ মুসলিম পরিবারের চাকরিজীবী, ঢাকায় বসবাসরত পাত্রীর জন্য। জন্ম-৯০, এমবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অভিভাবক : ০১৭০০৯০৩৫০৭। নো-মিডিয়া। ডি-৬০৪৭৭৭

✱ ঢাকায় অভিজাত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত, অতি. সচিবের কন্যা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার শেষ বর্ষ বুয়েট (৫'-৫"-২৩) সুদর্শনা সুন্দরীর দেশ-বিদেশের উপযুক্ত। ০১৭১৯-০৩৭৩৬৫। ডি-৬০৪৮৩৭

✱ ঢাকায় স্থায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের জিএম পিতার সুন্দরী কন্যা এমবিএ এক্সিকিউটিভ অফিসার (৫'-১" +৩৩) শর্ট ডিভোর্সি হাজী পাত্রীর উপযুক্ত। ০১৭৪৪২৭৮২৭২। ডি-৬০৪৭৭৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা অনার্স, মাস্টার্স (পাব. বিশ্ব.) (২৫+৫'-৩") সুদর্শনা সুন্দরীর বিসিএস ক্যাডার আর্মি, নৌ, বিমানবাহিনীর উপযুক্ত। মোবা : ০১৭১২-৫৪৫৩৩৫। ডি-৬০৪৮৩৯

✱ এমবিবিএস (গভ.মেডিকেল কলেজ) এফসিপিএস পার্ট-২ রানিং (ঢাকা মেডিকেল কলেজ)। ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার/বিসিএস ক্যাডার/উপযুক্ত ঢাকায় সেটেল্ড পাত্র চাই। নো-মিডিয়া সরাসরি অভিভাবক : ০১৭৬৩-৬৬৪৩৬৮। টিবু-৬০৪৭৪৫

✱ ঢাকায় অভিজাতে স্থায়ী ডাক্তার, প্রফেসর পিতামাতার কন্যা এমবিবিএস চিটাগাং গভ. মে. ক. শেষ বর্ষ (২৩+৫'-৪") সুদর্শনা সুন্দরীর দেশ-বিদেশের উপযুক্ত। ০১৯১০৭৩৩০৫৫। ডি-৬০৪৮৪০

✱ ধার্মিক পরিবারের উজ্জ্বল শ্যামলা ৫'-৩" আলেমা/ দাওরা পাস পাত্রীর জন্য চাকুরীজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। ০১৯২৯৪৩৪৬৩৭। টিবু-৬০৪৭৫৩

✱ আমেরিকায় পিএইচডিরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক। পাত্রী আমেরিকায় পিএইচডিরত ইঞ্জিনিয়ার। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। বাবা # ০১৯০৯-২৪৭৪৭৫/ ০১৯৫১-৩১২৫০৮ (হোয়াটসঅ্যাপ) সি-৬০৪৭০৭

✱ আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকাতে চাকুরিরত (২৭-৫'-৫") সুন্দরী পাত্রীর দেশের/ আমেরিকার/ কানাডার, আর্জেন্ট # ০১৭২৮-৩৯৭৩৭৮। সি-৬০৪৬৯৮

✱ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের (২৫-৫'-১") সি.এস.সি কমপ্লিট সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র চাই। ০১৮৪৯-৯১৫১১৪। সি-৬০৪৭০০

✱ এমবিবিএস, এফসিপিএস পার্ট-১ ডাক্তার (৫'-৩"-২৭) ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। ঢাকায় সেটেল্ড অগ্রাধিকার। পিতা # ০১৮১০-৮৮৯২২৭। সি-৬০৪৬৮৮

✱ এমবিবিএস (সলিমুল্লাহ) বিসিএস-৩৯ এমডি, (বিএসএমএমইউ), এফআরসিপ্যাথ-১ (নভেম্বর-৯১, ৫'-১") ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত সুদর্শনা পাত্রীর যোগ্য পাত্র। সরাসরি : ০১৫২০-০৮৩৫২০। সি-৬০৪৬৯০

✱ ও/এ লেভেল এম.এস. অস্ট্রেলিয়া চাকুরীরত, (৩০-৫'-২") সুন্দরী নামাজী উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার পাত্রীর (৩১-৩৬) উপযুক্ত পাত্র। নো-মিডিয়া, সরাসরি অভিভাবক : ০১৩১৪-২৪৭৭৩৫। সি-৬০৪৬৯৩

✱ সচিবের কন্যা, বিএসসি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার (নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়) (২৪+৫'-৫") চাকুরিরত ও উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের কন্যা, বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এমআইএসটি) (২৪+৫'-৪") চাকুরিরত সুন্দরী পাত্রীদ্বয়ের উপযুক্ত। ০১৭৫১৭৭৫০১১। primelink.bd2014@gmail.com ডি-৬০৪৭৮১

✱ পিতা সরঃকলেজের প্রিন্সিপাল (অবঃ) কন্যা ফর্সা ঢাকায় স্থায়ী বিবিএ (৩২+৫'-৪") সরঃবেসরকারী চাকরিজীবি/ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার অগ্রগণ্য নো-মিডিয়া। ০১৫৮০৩৫৪৬৩৯, ০১৩২৫৬৭৬৯০৬। সি-৬০৪৭৮৫

✱ এলএলবি (অনার্স) এলএলএম, এসএসসি ২০১৫, উচ্চতা ৫'-০", ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত পরিবারের সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পিতা-মাতা-০১৩০০৩০৪৮২৩, ০১৭৩২৯৪৪৯০৭ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ডি-৬০৪৭৭১

✱ ঢাকায় সেটেল্ড একমাত্র মেয়ে সুন্দরী নামাজি ডাক্তার বয়স-৩২ উচ্চতা (৫'-২")। ও ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী এসএসসি-২০১০ (৫'-২" পাত্রীদ্বয়ের পাত্র চাই সরাসরি) # ০১৮৪১৫২৭৯০৩। ডি-৬০৪৮২৩

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এ লেভেল লন্ডন হতে এলএলবি (২৭+৫'-৩") পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৯৯২৪৩৩৩২৮, ০১৬১৮৮৭০৬৮৫। ডি-৬০৪৭৯০

✱ সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মেয়ের জন্য, ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার/বিসিএস ক্যাডার ও মন্ত্রণালয়ের চাকুরিজীবী পাত্র চাই। নোমিডিয়া। ০১৮১৯৭৪৮৭২২। সি-৬০৪৮৩৬

✱ ইউএসএ/কানাডা/অস্ট্রেলিয়া/ইউকে বসবাসরত, ওয়েল এডুকেটেড চাকুরিরতা/অধ্যয়নরতা সুদর্শনাদের উপযুক্ত। 'গুলশান মিডিয়া' বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। # ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net ডি-৬০৪৮২৪

✱ ঢাকায় স্থায়ী, আমেরিকায় পিএইচডি ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নরত (২৪), ৫'-৩", ফর্সা, শর্টডিভোর্স পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার/গ্রীনকার্ডধারী ধার্মিক পাত্র। নোমিডিয়া # ০১৫৭৬৯২৭৪২৩। ডি-৬০৪৮৫১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ আফতাবনগর বি-ব্লক মেইন রোডে ৪ বেড, ২২০০ বর্গফুট এবং বসুন্ধরা জে-ব্লকে দক্ষিণমুখী ১২০০ বর্গফুট। ০১৭১৩৭১৩৭৬৪। ডি-৬০৪৫১৭

✱ উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১১ রোডে পার্কিং ছাড়া ১৪০০ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ : ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। সি-৬০৪৭৩৪

✱ আশুলিয়ার জিরাবোতে ২৪ শতাংশ জমি ও উত্তরার ১৮ নম্বর সেক্টরে রাজউক এ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে ১টি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ০১৯৩৪-৬১৬০৮৭, ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। সি-৬০৪৭৩৫

✱ বেইলী রোডে ১৮৬৫ ব.ফু. ইন্টেরিয়র করা গ্যাস সংযোগসহ সম্পূর্ণ রেডি ১টি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭৮৩-৫৫৬৫৩৩। সি-৬০৪৭৩৭

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি বাংলাদেশ আই হসপিটালের পিছনে, সাইজ ১২৫০, ১৩৫০, ১৬৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮৮১-৬৫৫০৪৩। সি-৬০৪৭৩৯

✱ বনানীতে ১৫৫০ বর্গফুট ৩ রুম ১ পার্কিং ও গুলশানে ২৮০০ বর্গফুটে ৪ রুম ২ পার্কিং এর ফ্যাট বিক্রয়। ০১৯৭২-২১৬০৫৯/০১৭৫৭-৭৮৬২১৭। সি-৬০৪৭৩১

✱ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্রান্ড নিউ ২৬২৯ বর্গফুটের রেডি এ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। সি-৬০৪৭৩২

✱ মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১১-৪১২১৪৬। সি-৬০৪৭২৯

✱ দক্ষিণ বাড্ডায় লিংক রোডে বৈশাখী সরণি গেট সংলগ্ন প্রজেক্টে, ১১৯৫ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৬৭৪-৩৫০৪৭০, ০১৭১৬-৩০৫৬১৪। সি-৬০৪৭২৮

✱ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার নির্মিত ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্নারে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। মোবাইল : ০১৭১৪৮৫৫১১০, ০১৮১৫৭৫০৭২১। ডি-৬০৪৭৫৭

✱ মোহাম্মদপুর শাহজাহান রোডে ১৭৩০ বর্গফুট ও ১৬৭০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট ও বায়তুল আমান হাউজিং এ ১২৩৫ ও ১১৫৩ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০৪৮১১

পাত্রী চাই

✱ দ্বীনদার প্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার পিজিডি (ইন্ডিয়া) বিদেশে অবস্থানরত বিদেশি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত। বিধবা দ্বীনদার আলেমা ৩০-৪২ সুন্দরী পাত্রী। ০১৯৭৩৭৬৩৪৭৪, ০১৯১৭৫২৫১৮২। hmdamjad100@gmail.com সি-৬০৪৪৮০

✱ ইংল্যান্ডের সিটিজেন, বাবা ডাক্তার প্রফেসর, চার্টার্ড একাউন্টিং ও/এ লেভেল, বিএসসি, এমএসসি, ইংল্যান্ড (৩৩-৫'-১০") অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড, পাত্র ঢাকায়। আর্জেন্ট # ০১৭৬৮০০৩৬৮২। যাবু-৬০৪৫১০

✱ এমবিবিএস, সরকারি মেডিকেল, ৩৪ বিসিএস, এফসিপিএস, এমডি, কমপ্লিট সরকারি মেডিকেলের সার্জন, (৩৪+৫'-৯") ঢাকায় সেটেল্ড, সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৫৯৫৩৬৪৭০। যাবু-৬০৪৬১৩

✱ অভিজাত স্থায়ী, উচ্চশিক্ষিত বিএসসি (কম্পি. ইঞ্জিনিয়ার) কানাডার সিটিজেন/চাকরিরত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (৩২+৫'-১০") সুদর্শনের আর্জেন্ট পাত্রী। # ০১৬০৩৭৯৫৯৯৫। সি-৬০৪৬০৮

✱ ডাক্তার (৩৬-৫'-৮") কানাডার ইঞ্জিনিয়ার (৫০-৫'-১১") অস্ট্রেলিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (৪২-৫'-৯") আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার (৩৬-৫'-৯") ডিভোর্স পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৪৬৩১

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ছোট পরিবার আমেরিকায় পিএইচডিরত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার অভিজাত এলাকায় স্থায়ী (২৮+৫'-৮") সুদর্শন নামাজির আর্জেন্ট-০১৬০১০১৬৫৮১। সি-৬০৪৬১০

✱ আমেরিকার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (৩৩-৫'-৮") অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তার (৩৪-৫'-৯") বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫'-৭") আর্মির ক্যাপ্টেন (২৯-৫'-৬") ম্যাজিস্ট্রেট (২৯-৫'-৭") পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৪৬২৭

✱ ডাক্তার (৪৯), ডিভোর্স, দুটি সন্তান, সরকারি চাকরিজীবী, ঢাকার স্থায়ী পাত্রের অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্রী চাই। ০১৬৩১-৫৮৭৯৮৯। ডি-৬০৪৬২৮

✱ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট। পিএইচডিধারী টেক্সাস আরলিংটন। আমেরিকায় মাইক্রোন টেকনোলজিতে কর্মরত গ্রীনকার্ডধারী (৩৩-৫'-১০") পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৮৭৫১১৭১৭। ডি-৬০৪৬২০

✱ জন্ম-১৯৯৪-ডাক্তার ৩৯তম বিসিএস এমডি কোর্স-এ কর্মরত। ডিভোর্স উপযুক্ত পাত্রী চাই। শুধুমাত্র বাবা অথবা মা যোগাযোগ : ০১৯১৫৫৬৪৪২২। ডি-৬০৪৬৫৮

✱ নিউইয়র্কে চাকরিরত পাত্রের (২৮/৫'-৮") এর জন্য সুদর্শনা (২০-২৩/৫'-৪") দেশি/বিদেশি পাত্রী। শুধুমাত্র অভিভাবক : ০১৭৭২২১০২০১। সি-৬০৪৬৩৫

✱ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন (৩৫-৫'-৬"), এ/ও লেভেল, এমবিএ, সিডনীতে ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত, অতিরিক্ত সচিবের পুত্রের জন্য সুশ্রী (কমপক্ষে ৫'-৩"), এ/ও লেভেল/আইটি/বিবিএ/এমবিএ)/অস্ট্রেলিয়ার/দেশের জরুরি পাত্র চাই। সরাসরি : অভিভাবক : ০১৭৬৪৬০৯৮৩৯ (হোয়াটসঅ্যাপ) উবু-৬০৪৬৬২

✱ ৪০/৪৫ ঊর্ধ্ব, বিধবা/ডিভোর্সি, নামাজি, পর্দানশীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ১ জন পাত্রী চাই। সন্তানাদি গ্রহণযোগ্য ইনশা আল্লাহ। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার : ০১৭১৮৫৭৫৫৯৮। ডি-৬০৪৭৫৫

✱ ৪১তম বিসিএস (অ্যাডমিন ক্যাডার) (৫'-১০"-১৯৯৩) অনার্স, মাস্টার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রের পাত্রী। অভিভাবক যোগাযোগ করুন : ০১৭৫৪২৭৬২৩০। ই-মেইল : bananidhaka2009@gmail.com সি-৬০৪৭৪৭

✱ কানাডার সিটিজেন ও/এ লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (৫'-১১"-১৯৯৩) ফর্সা সুন্দর পাত্রের দেশ/বিদেশের পাত্রী। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। bananidhaka2009@gmail.com, ০১৭৪২৩৯৬৭৪২। সি-৬০৪৭৪৯

✱ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত (৩০-৫'-৭") ঢাকায় স্থায়ী সুদর্শন পাত্রের ডাক্তার, ব্যাংকার, অন্যান্য চাকরিজীবী। অভিভাবক : ০১৯১৩৪৬৪২৪২। ডি-৬০৪৭৭৬

✱ ঢাকায় বসবাসরত পিতৃ-মাতৃহীন ধার্মিক শিক্ষিত কর্মরত পাত্রের (৪৭) জন্য ধর্মীয় অনুশাসনে অভ্যস্ত পাত্রী চাই। +৮৮০১৬৩২১৫৪২৮২। টিবু-৬০৪৭০৯

✱ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৬'-০"+৩৪) বারএটল (ইউকে) ও পাত্র (৬'-২"+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ : ০১৭১১৬৪০২৭৭; E-mail :kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০৪৭০৮

✱ সরকারী চাকুরিজীবী, মাস্টার্স (ডিভোর্স), ঢাকায় স্থায়ী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, ধার্মিক, সংস্কৃতিমনা, সুশ্রী ও স্মার্ট পাত্রী চাই। (নওমুসলিম/মধ্যবিত্ত/নিম্ন মধ্যবিত্ত হলেও চলবে)। সরাসরি (পাত্র) : ০১৯০৯-২৮৫৫৪০। সি-৬০৪৭২৫

জমি বিক্রয়

✱ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার তেলিহাটি ইউনিয়নের উত্তর পেলাইদ মৌজায় বাংলোবাড়ি/ রিসোর্ট/বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পাকা রাস্তার পাশে নিষ্কণ্টক জমি বিক্রি হবে। জমিটি মাটির মায়া ইকো রিসোর্ট, রাস রিসোর্ট এবং সি সি ডি বি ক্লাইমেট টেকনোলজি পার্ক এর সন্নিকটে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। জমির পরিমাণ ৯৪ ডেসিমাল। যোগাযোগ : ০১৮৬৪৩৩৫৭৭৫। ডি-৬০৪৫১৯

✱ ধানমন্ডি ৯/এ তে পূর্ব দিকে ৫ কাঠা রাস্তাসহ দ্বিতীয় প্লট বিল্ডিংসমেত। শুধুমাত্র সম্মানিত ক্রেতা যোগাযোগ করবেন। নো-মিডিয়া # ০১৯৫১৯৭১৯৬১, ০১৬০২৫৮২৭৯২। ডি-৬০৪৬৯৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মিরপুর-২এ চেতনা মডেল একাডেমী স্কুলের সন্নিকটে ১৪৬২ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮১৯৫০১৬৪৬, ০১৭১৭৬৮৪৩৯৩। সি-৬০৪৭০৮

✱ জিগাতলা শেরে-ই-বাংলা রোডে তিন দিক খোলামেলা লাক্সারিয়াস ২২২০ বর্গফুট ও জিগাতলা মেইন রোড সংলগ্ন ১২২১ বর্গফুটের নতুন রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০৪৮১২

✱ ধানমন্ডি ২৮নং রোডে ৪ বেডরুমের ফুল ইন্টেরিয়রকৃত ২৮৫৬ ব.ফু. ও ৯/এ-তে ২৭৮০ ব.ফু. ও ১৩নং রোডে ১৯৬০ ব.ফু. ও ৬নং রোডে ২৫৬০, ২৭১০ ব.ফু. ব্র্যান্ড নিউ রেডি ফ্ল্যাট। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০৪৮০৩

✱ মহাখালী ডিওএইচএস লেক ফেসিং লাক্সারিয়াস ২৮৯০ বর্গফুট ও লেক রোডে ৩০২৫ বর্গফুট ও মহাখালী আরজত পাড়ায় পার্কিংসহ ৮২০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০৪৮০৪

✱ উত্তরা ১৪নং সেক্টরে ১৯ নং রোডে দক্ষিণমুখী ১৫৯৭ বর্গফুট ও উত্তরা ০৪নং সেক্টর ১৬নং রোডে ৪২৪২ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০৪৮০৬

✱ বসুন্ধরা আ/এ সি-ব্লকে ০৪ বেডের নতুন ২১৫০ ও ২১৮৫ বর্গফুট ও ডি-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের ২৯০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০৪৮০৮

পাত্রী চাই

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ডিভোর্সড পাত্রের (এম এ ৫৩-৫'-৬") জন্য নির্ঝঞ্ঝাট শিক্ষিতা দায়িত্বশীল স্বাধীন পাত্রী চাই। এসএমএস : ০১৫৪০-৫১০৮৮৯। সি-৬০৪৭২৬

✱ আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকুরীরত (ব-৫১, উ-৫'-৫", ডিভোর্সড, মাস্টার্স) পরিবারের একমাত্র ছেলের জন্য ধার্মিক, শিক্ষিতা ও সুন্দরী পাত্রী (অনূর্ধ্ব-৪০, সন্তানে অনাপত্তি, ডিভোর্সী/বিধবা)। সরাসরি : ০১৭১১-৯৪৩৭৯৪ (হোয়াটসঅ্যাপ)। সি-৬০৪৭০২

✱ সপরিবারে আমেরিকার সিটিজেন, পিএইচডি, নিউইয়র্কে চাকুরিরত, বাবা হাই-অফিসিয়াল (৩১-৫'-৮") সুদর্শন পাত্রের দেশের/ প্রবাসী পাত্রী (আর্জেন্ট) # ০১৭৭২-১৬৭২৫৮। সি-৬০৪৬৯৫

✱ ইঞ্জিনিয়ার-আমেরিকা। পিএইচডি-ইউএস, বিএসসি (ইইই)-বুয়েট। ঢাকায় বসবাসরত প্রফেসর পিতার পুত্র (৩৪+৫'-৮")। পাত্রী চাই। ০১৭১৯৮০৩৪৮৪। ডি-৬০৪৮২১

✱ ঢাকার অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড, পিতা-মাতা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদ্বয়ের কনিষ্ঠ পুত্র (৩০+৫'-৭") ও/এলেভেল, বিবিএ (আইইউবি), এমএস কানাডা। কানাডায় চাকরিরত ও ব্যবসায়ী। পাত্র বর্তমানে বাংলাদেশে। অভিভাবকগণ। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। সি-৬০৪৮১৯

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র অস্ট্রেলিয়া হতে গ্রাজুয়েশন (আর্কিটেক্ট) (২৮+৫'-১১") নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৯৭০৫০৪৫০৪, ০১৬১৮৮৭১০০৩। ডি-৬০৪৭৯৯

✱ ইউকে পিএইচডি (৩৩+৫'-৮") আমেরিকা পিএইচডি (৩২-৫'-৯") কানাডা পিএইচডি (৩৪+৫'-৮") অস্ট্রেলিয়া পিএইচডি (৩৬+৫'-১০") সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোমসার্ভিস-০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৪৭৯৬

✱ বিএসসি এমএসসি কানাডা সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের কানাডা সিটিজেন (৩১+৫'-৯") ঢাকা বসবাসরত ছোট পরিবার সুদর্শন পাত্রের-০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০৪৭৯৭

✱ ইংল্যান্ডে ডাক্তার পদে কর্মরত। প্ল্যাব ও জিএমসি রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট। এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বাবা ডাক্তার। ঢাকায় বসবাসরত (৩১+৫'-৯") পাত্রের-০১৬০৫৫৫০৯১৮। ডি-৬০৪৭৯২

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৪২তম। নেত্রকোনায় কর্মরত। বাবা সরকারি কর্মকর্তা। ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন (২৯+৫'-৯") পাত্রের। ০১৭৩১৩৬১০২২। ডি-৬০৪৭৯৯

গাড়ি বিক্রয়

✱ এক্স-করোলা ২০০২/০৫ ড্রাইভার ছাড়া সামরিক কর্মকর্তার নিজ হাতে চালিত টিপটপ কন্ডিশন, পেপারস আপডেট। ০১৭১১-২৬১৮৪৪। ডি-৬০৪৬৬৬

✱ সম্পূর্ণ টিপটপ অবস্থায় একটি টয়োটা প্রাডো (সানরুফসহ) বিক্রয় হইবে। মডেল-২০১৫, রেজি-২০১৬, কালার-পার্ল। ৭ আসন (সিট পাওয়ার নেই)। ফোন : +৮৮০১৮১৬-৩৬৩৮৯২। মহাবু-৬০৪৭৬৯

৫০ হাজার বর্গফুট জমি ভাড়া

ঢাকা মিরপুরের গাবতলিতে ৫০ হাজার বর্গফুট টিনসেডসহ জমি ভাড়া হবে। কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

যোগাযোগ: ০১৭১৯০৬৮৬০৮

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বায়তুল আমান হাউজিং মোহাম্মদপুরে দক্ষিণমুখী ১১৪৩ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা. ০১৩০৯০২৬৭৭২ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ডি-৬০৪৮৫০

✱ সেন্ট্রাল রোডে ১৫তলা ভবনের ১২ ও ১৪ তলায় ব্র্যান্ড নিউ ৩ বেডের ১৫৭০ বর্গফুট ও ১৫৬৫ ও ২০৭০ বর্গফুটের খোলামেলা নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০৪৮১০

✱ ১৩ নাম্বার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২০০০ বর্গফুটের সকল ইউটিলিটি সংযোগসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। ০১৭১১৩৮৮৭৫২। সি-৬০৪৮২৬

✱ কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনের পূর্বে আলআকসা মসজিদের পাশে ৮৬০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৩১৮৭১২২৬৩, ০১৮৩৩১০১৪৬৪। মহাবু-৬০৪৭৬৮

✱ মোহাম্মদপুরে তিন বেডরুমের রেডি ফ্ল্যাট তিতাস গ্যাস সংযোগসহ সুলভমূল্যে বিক্রয়। যোগাযোগ-০১৩১৬৮১৪৮১২। ডি-৬০৪৭৯৮

✱ জমিসহ রেডি ফ্যাক্টরি বিল্ডিং দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ-০১৭৭৭৭৩৪৭১৪। ডি-৬০৪৮০১

✱ মুগদা জেনারেল হাসপাতালের পাশে মুগদা জিরো পয়েন্ট নতুন রেডি ১২৫০ বর্গফুটের নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৩১০৩২০৮৬১। সি-৬০৪৮৩৮

✱ ধানমন্ডিতে প্রাইম লোকেশনে ১৯০৫ বর্গফুটের ২য় তলায় গ্যাস সংযোগসহ ১টি পুরাতন ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১২৯২২৮৯। সি-৬০৪৮৩৪

✱ ফার্মগেট-সংলগ্ন তেজকুনিপাড়ায় ৩ বেড, ২ বাথ, ড্রইং কাম ডাইনিং ও ২ বারান্দার ১১৫০ বর্গফুটের (পার্কিংসহ, ৪র্থ তলা) এবং ৪ বেড, ৪ বাথ, ড্রইং, ডাইনিং ও ২ বারান্দার ২২০০ বর্গফুটের (পার্কিংসহ ৬ষ্ঠ তলা) নতুন রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৪৭৭৭৭০, ০১৭১১০২৭৭৩৯। ডি-৬০৪৮৫৮

পাত্রী চাই

✱ ৪১তম বিসিএস, এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-রোডস এন্ড হাইওয়ে, বিএসএস এমএসএস-জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, (৩১+৫'-৮"), উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সুদর্শন পাত্রের-০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৬০৪৭৮৮

✱ কাস্টমসে এসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার হিসেবে কর্মরত, বিবিএ এমবিএ-ঢাকা ইউনিভার্সিটি, (৩৩+৫'-১১"), ঢাকা সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের-০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০৪৭৮৬

✱ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত গভ. উচ্চপদস্থের পুত্র এমবিবিএস চিটাগাং গভ. মে. ক. বিসিএস স্বাস্থ্য এমডি রানিং, ফেইজ বি কার্ডিওলজি, ঢাকায় পোস্টিং (৫'-১০"-৩০) সুদর্শনের উপযুক্ত। ০১৮৪৮-০৪১৭১৭। ডি-৬০৪৮৩৫

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিসিএস মেডিসিন এমডি কোর্সে আছেন বাবা অবঃ ডাক্তার ঢাকা বসবাস সম্ভ্রান্ত পরিবার (৩২+৫'-৯") সুদর্শন পাত্রের-০১৩৩২৫৬৫৮৭৩। ডি-৬০৪৭৮৭

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৩৯তম (ঢাকায় পোস্টিং)। এফসিপিএস পার্ট-১ মেডিসিন। ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১+৫'-১০") পাত্রের পাত্রী। মোবাইল : ০১৭৩০২১৫৯২৮। ডি-৬০৪৭৪৮

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৩৯তম। সম্ভ্রান্ত পরিবার। ডাক্তার পিতার সুদর্শন পুত্র। (৩১+৫'-৮") পাত্রের পাত্রী চাই। # ০১৭৪১৩০০০৫৮। ডি-৬০৪৮৪৬

✱ স্ত্রী মৃত, সরকারি চাকরিজীবী, বিএসসি (বুয়েট), এমএসসি (এমআইএসটি), সপরিবার ঢাকায় সেটেল্ড (৪০+৫'-৮") সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৭৬৮১০৯৫৩৩। ডি-৬০৪৮৪৫

✱ অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়াতে কর্মরত, বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর (৩৪+৫'-১০") সরাসরি অভিভাবকগণ যোগাযোগ-০১৮৬৩৮২৭০০৮ হোয়াটসঅ্যাপ। যাবু-৬০৪৭৮২

✱ উচ্চশিক্ষিত (পিএইচডি) শিল্পপতি (১ সন্তানের জনক) পিতা-মাতা-স্ত্রী মৃত, পরহেজগার নামাজি পাত্রের ডিভোর্স/বিধবা (সন্তানসহ গ্রহণযোগ্য) উচ্চশিক্ষিত (গ্রাজুয়েট) (৪০-৪৫ বছরের) নামাজি, সাংসারিক পাত্রী। (সরাসরি : ০১৯৮৪৫৫৯৭২৮। ডি-৬০৪৮৪১

পড়াব

✱ ও' লেভেল ম্যাথ/এফপিএম/ এডম্যাথ/ফিজিক্স, এ-লেভেল ম্যাথ/এডেক্সেল/ক্যামব্রিজ/মকটেস্ট/ কিউপি সলভ। জয়নাল স্যার : ০১৭১১৬২৮৩৩৭। গুলবু-৬০৪৭৫৬

শ্রেণীভুক্ত বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পৃষ্ঠা-১৭

রেডি শেড ভাড়া চাই

ফ্যাক্টরীর জন্য একটি ৫০০০ বর্গফুটের রেডি শেড ভাড়া নিতে ইচ্ছুক। লোকেশন- বাড্ডা, ১০০ ফিট ও ৩০০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন, ঢাকা।

যোগাযোগ: ০১৯০২৫০৯১৪৭

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় মহিলা সংস্থা

১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা

মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই ও এমব্রয়ডারী, বাটিক এন্ড ব্লক প্রিন্টিং এবং খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি চলছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ—০১৭৫৬৯০০৭১০
সেলাই ও এমব্রয়ডারী—০১৯২৫৩০২২২২
বাটিক এন্ড ব্লক প্রিন্টিং—০১৬১৬৫৩৩৬৬৬
খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ— ০১৯১৪১২৯২৪২
মোবাইল সেবা-সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

বি:দ্র: ভর্তি ফরম সংস্থা অফিস ওয়েব সাইট : www.jms.gov.bd থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mocat.gov.bd) 'ড্রোন বিধিমালা, ২০২৪' এর খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত খসড়ার উপরে আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে ই-মেইলে ca3@mocat.gov.bd) মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুরোধক্রমে
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা ২০২৪

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা-২০২৪' প্রদানের জন্য প্রকৃত কারুশিল্পীগণের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। নির্ধারিত ফরমে কারুশিল্প পদকসমূহের পাঁচটি শিল্পকর্মসহ (ফেরতযোগ্য) আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। আবেদনপত্র আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। জীবনব্যাপী কারুশিল্পে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভিন্ন মাধ্যমের সর্বোচ্চ ২ জন কারুশিল্পীর প্রত্যেককে দেড়ভরি ওজনের একটি স্বর্ণপদক, তিন লক্ষ টাকার চেক এবং একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে। ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট www.sonargaonmuseum.gov.bd থেকে নির্ধারিত মনোনয়ন ফরম ডাউনলোড করা যাবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে। আরও তথ্যের জন্য এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এর সাথে (মোবাইল ফোন নম্বর : ০১৭১০-২৫৫৫২২) যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইতোপূর্বে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

কাজী মাহবুবুল আলম
পরিচালক (উপসচিব)
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
ফোন : ০৯৬০৪০০০৭৭৭

আমার কথা

কার ব্যাগ

ফাতিমা আল ফাইজা
সপ্তম শ্রেণি, কুষ্টিয়া মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**

মেঘলা দিন। ভেবেছিলাম খিচুড়ি আর বেগুনভাজা খেয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে বই পড়ব। তা আর হলো না। সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙেছিল। অন্য দিন হলে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসতাম, তারপর নাওয়া-খাওয়া সেরে স্কুল। কিন্তু সেদিন ঠিক হলো, আমরা যাব নানুবাড়িতে। নানুভাই অসুস্থ, তাঁকে দেখতে যাব। মা-বাবা ঘুম থেকে উঠে গোছগাছ সেরে ফেলেছেন। হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পরে নিলাম। কাঁধব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে নিলাম হেডফোন আর *কিশোর আলো*।

ট্রেনে করে নানুবাড়িতে যাব আমরা। সকাল ১০টা ৪১ মিনিটে পোড়াদহ রেল জংশন থেকে ট্রেন ছাড়বে। বাসা থেকে বের হলাম ৯টা ১০-এ। স্টেশনে গিয়ে দেখি, ট্রেন এক ঘণ্টা লেট।

মানুষ আর মানুষের কাজকর্ম দেখতে আমার ভালো লাগে। তাই স্টেশনে বসে বসে সবার আনাগোনা ও কাজকর্ম দেখতে লাগলাম।

এরই মধ্যে দুটি ট্রেন চলে গেল। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এল আমাদের ট্রেন। খুঁজে নিয়ে 'গ' বগিতে উঠলাম। আমাদের সিট নম্বর ৩৬, ৩৭ ও ৩৮। আগ্রহ নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সিট উল্টা দিকে, অর্থাৎ ট্রেন চললে সব দৃশ্য বিপরীত দিকে যেতে থাকবে! তবে সিট বগির ঠিক মাঝখানে বলে খুশিও হলাম। আরামে সিটে বসে আমার অতি প্রিয় সঙ্গী *কিশোর আলো* বের করলাম। লক্ষ করলাম, বগিতে বেশ কিছু শিশুও আছে।

গন্তব্যে পৌঁছাতে ১০টা স্টেশন পাড়ি দিতে হবে। এর মধ্যে খাওয়াদাওয়া, বই পড়া, গান শোনা আর চোখ জুড়ানো সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি উপভোগ করাই আমার কাজ। বগির শিশুরা কেউ কাঁদছে, কেউ কেউ হাসি-খেলায় ব্যস্ত। কোনো কোনো বাবা পিচ্চিদের নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছেন। এক পিচ্চিকে আমার মা কোলে নিলেন। কী মিষ্টি হাসি!

আমাদের পেছনের সিটে এক বাবু আছে, সঙ্গে তার মা-বাবা আর দাদি বা নানি। ওদের সিট নম্বর ৩১, ৩২ ও ৩৩। মা বাবুটাকে ট্রেনের রেগুলেটর ঘুরিয়ে দেখাল, সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তা করার চেষ্টা করতে শুরু করল! এ জন্যই বলে, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়।

ট্রেন একটা একটা করে স্টেশন পেরোয় আর বগি ফাঁকা হতে থাকে। ছোট বাবুটা ওর মায়ের কোলে ফিরে গিয়ে পেছন থেকে আমাকে আধো আধো বোলে ডাকছে। ফিরে তাকালাম, মজার ভঙ্গি করে খেললাম। ওর মা, অর্থাৎ আন্টির সঙ্গে আলাপ হলো—

তোমরা কোথা থেকে উঠেছ?

কুষ্টিয়া থেকে। আপনারা?

চুয়াডাঙ্গা থেকে। ঝিনাইদহে থাকি। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

ক্লাস সেভেনে।

কোথায় যাচ্ছ?

নীলফামারীতে। আপনারা?

সৈয়দপুরে। যাব ঠাকুরগাঁওয়ে। তুমি কোন স্কুলে পড়ো?

কুষ্টিয়া মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

একসময় ট্রেন পৌঁছাল সৈয়দপুর স্টেশনের কাছাকাছি। ছোট্ট বাবুটার পরিবার ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পরের স্টেশনে আমাদেরও নামতে হবে। ততক্ষণ আমরা গোধূলিলগ্ন উপভোগ করতে জানালার দিকে গেলাম। ধীরে ধীরে আমাদের স্টেশনও কাছে চলে এল। এবার নামতে হবে। কিন্তু সিটে ফিরে গিয়ে দেখি, একটা ব্যাগ পড়ে আছে।

'কার এটা?' বলে বাবা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আশপাশে খোঁজ নিলেন। ট্রেনের কারোরই নয়। তাহলে? কে ফেলে গেল? শেষে ভিজিটিং কার্ড, মুঠোফোন নম্বর কিংবা ঠিকানা পাওয়া যায় কি না, দেখার জন্য বাধ্য হয়ে ব্যাগটা খুলতে হলো। ব্যাগে পাওয়া গেল লোকাল বাসের তিনটি টিকিট, চাবি, চাদর, ওষুধ, ছেলেশিশুর কাপড়, খুচরা ৩০ টাকা আর এক সেট বড়দের কাপড়।

আমার গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালো লাগে। তাই গোয়েন্দাদের মতো সূত্র মেলানোর চেষ্টা করলাম। মিলিয়ে বুঝলাম, টিকিট তিনটি ওই ছোট্ট বাবুর মা-বাবা ও দাদি বা নানির জন্য কাটা। বয়স্ক কারও চাদর ও ওষুধ ওই দাদি বা নানির আর ছেলেশিশুর কাপড় মানে ছোট বাবুটার কাপড়।

মা-বাবাকে বললাম, 'এই ব্যাগ পেছনের সিটের যাত্রীদেরই হবে। কারণ, তাঁদের সঙ্গে দাদি বা নানির বয়সী একজন ছিলেন।'

মা-বাবা বললেন, 'ঠিকই ধরেছ। তা-ই হবে।'

এরপর আমরা বগিতে কজনকে বললাম, 'ব্যাগটা আমরা স্টেশনমাস্টারের রুমে পৌঁছে দেব।'

সবাই রাজি। আমরা নেমে সোজা স্টেশনমাস্টারের রুমে চলে গেলাম। বাবা স্টেশনমাস্টারকে সব বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে তিনি সৈয়দপুর স্টেশনে ফোন করলেন। ওপাশ থেকে উত্তর এল, ওখানে একজন বসে আছেন ব্যাগ হারিয়ে। উনি ব্যাগের রং ও কিছু তথ্য জিজ্ঞেস করলেন। সব মিলে গেল। স্টেশনমাস্টার প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনার সামনের সিটের ভদ্রলোক ও তাঁর পরিবার ব্যাগটা উদ্ধার করে জমা দিয়েছে। ধন্যবাদ ওনাদের প্রাপ্য। কথা বলুন।'

বাবার সঙ্গে ব্যাগের মালিকের কথা হলো। তিনি বারবার ধন্যবাদ জানালেন। বাবাকে বললেন, তিনি ব্যাগটি বুঝে নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন এক্ষুণি।

ব্যস, দায়িত্ব শেষ। এবার আমাদের রওনা দেওয়ার পালা। তৃপ্ত মন আর আশপাশের সবার ধন্যবাদ নিয়ে রওনা দিলাম নানুবাড়ির দিকে।

আঁকা : **দৃশ্য দাস**
দ্বিতীয় শ্রেণি, ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

যেভাবে 'গোল্লাছুট'-এর ভক্ত হলাম

শাহীরাহ্ ইসলাম
দশম শ্রেণি,
সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

২০১৮ সালে আমি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি। তারিখ মনে না থাকলেও এটা মনে আছে যে দিনটা ছিল শুক্রবার। বাসায় প্রিয় রুমেল মামা এসেছে। আমি আনন্দে আত্মহারা। মামার সঙ্গে ঘুরতে বেরোলাম। রাস্তায় হকার আঙ্কেলকে দেখে মামা একটা পত্রিকা কিনল; কারণ, বাসায় তখন পত্রিকা রাখা হতো না।

ঘোরাফেরা শেষে বাসায় এলাম। মামা পত্রিকা পড়তে বসল। গিয়ে বললাম, 'কী পড়ো, মামা? আমিও পড়ব!'

মামা বলল, 'এখন তুই খবর পড়ে কী করবি? তুই বরং এটা পড়।' এই বলে পত্রিকা থেকে একটা পৃষ্ঠা খুলে দিল মামা। পৃষ্ঠাটা হাতে নিতেই দেখি, সুন্দর সুন্দর সব কার্টুন! গল্প ছিল, ছড়া ছিল আর ছিল ছোটদের আঁকা কিছু ছবি। একদম ওপরে তাকিয়ে দেখি, বড় করে রঙিন অক্ষরে লেখা 'গোল্লাছুট'।

দারুণ মজা পেলাম পড়ে। ছড়াগুলোও ছিল দারুণ। তার পর থেকে আমি হয়ে গেলাম 'গোল্লাছুট'-ভক্ত! আম্মুকে বললাম, বাসায় *প্রথম আলো* রাখতে, যেন আমি নিয়মিত 'গোল্লাছুট' পড়তে পারি।

এখন আমি দশম শ্রেণিতে পড়ি। এখনো অপেক্ষায় থাকি, কবে শুক্রবার আসবে আর কখন 'গোল্লাছুট' পড়ব!

ছড়া

ট্রেনে যেতে যেতে

প্রিতম কুন্ডু
অষ্টম শ্রেণি,
ফরিদপুর জিলা স্কুল, ফরিদপুর

ট্রেনে করে যাচ্ছি বাড়ি
দেখতে পেলাম টিনের বাড়ি
টিউবওয়েল আর মাটির হাঁড়ি
দেখতে সবই মজা ভারি!

দেখতে পেলাম পুকুর, গাছও
এই ট্রেনে কি তুমিও আছ?
ওই যে দেখো গরুর বাছুর
শুয়ে আছে কয়টা কুকুর।

হকার এল, মন ফুরাফুর
বলল, 'লাগবে চিপস-চানাচুর?'
তুমিও কিছু নেবে নাকি?
হকার কিন্তু দেয় না বাকি!

ছন্দে-ছড়ায় ধাঁধা

১.
তিন অক্ষরে
নাম তার
তাতে প্রাণী থাকে,
ওপর থেকে
দেখলে মনে
পড়বে কমলাকে।

২.
তিন অক্ষরে নাম তার
তাতে লিখি-আঁকি,
প্রথম অক্ষর কেটে দিলে
প্রাণী পেলে নাকি?

৩.
দুই অক্ষরে নাম তার
ওড়ে পরিপাটি,
শেষের অক্ষর ফেলে দিলে
ওটা দিয়ে হাঁটি।

সংগ্রহ
তাহমিম হাসান
ষষ্ঠ শ্রেণি (স্কুলের নাম পাঠাতে ভুলে গেছ!)

উত্তর দেখো উল্টো করে

তাঁর মৃত্যুর পর পার হয়েছে এক যুগের বেশি। কিন্তু এখনো তিনি প্রবলভাবে সরব, পাঠক কেন বারবার ফেরেন তাঁর কাছে? ১৩ নভেম্বর নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন সামনে রেখে এ প্রশ্নের অনুসন্ধান

কেন আমরা বারবার হুমায়ূন আহমেদের কাছে ফিরি

লুনা রুশদী

হুমায়ূন আহমেদ
(১৩ নভেম্বর ১৯৪৮—১৯ জুলাই ২০১২)
অলংকরণ : আরাফাত করিম

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর এক যুগের বেশি সময় পার হয়েছে। এখনো প্রতিদিন কোনো না কোনো প্রসঙ্গে তাঁর কথা মনে আসে। তাঁর নাটকের সংলাপ আমাদের প্রাত্যহিকতার অংশ। এখনো তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন লেখা পাঠক আগ্রহ নিয়ে পড়েন। তাঁর না থাকার এত বছর পরও বাংলাদেশে তাঁর জায়গা নেওয়ার মতো নতুন কেউ আসেননি। বইমেলায় তাঁর বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণ আসে, 'হুমায়ূন আহমেদকে যেমন দেখেছি' ধরনের লেখার বিক্রিও ভালো। তাঁর পুরোনো নাটক আবার রিমেক হচ্ছে। তিনি কত রকমের ভর্তা খেতে ভালোবাসতেন, সেই বিষয়েও বই আছে। তাঁকে ঘিরে মোটামুটি একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। এর থেকে এটুকু অন্তত বুঝতে পারা যায়, এত বছর পরও হুমায়ূন আহমেদ প্রাসঙ্গিক।

আমরা তো সব ভুলে যাই, তিন মাস আগের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের কবরে ঠিকমতো ঘাস জন্মানোর আগেই তাঁদের ভুলে গিয়ে আমরা আবার বিভেদের রাস্তায় হাঁটছি। এ কারণেই আমাদের মনে, চিন্তায় হুমায়ূন আহমেদের থেকে যাওয়াটা বেশ উল্লেখ করার মতো বিষয়।

জনপ্রিয় বনাম মানসম্পন্ন লেখার সেই চিরাচরিত তর্ক ঘুরেফিরে আসে তাঁর প্রতি জন্মদিন আর মৃত্যুবার্ষিকীতে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার উচ্ছিষ্ট হিসেবে যে বাইনারি 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'-এর কবলে এখন সারা দুনিয়া, এ বিষয়কেও তার থেকে আলাদা মনে হয় না আমার। যেন একটা হলে আরেকটা হতে পারবে না। ভালো সাহিত্য কাকে বলে? খুব প্রাথমিক একটা প্রশ্ন হয়তো। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার ধারণা খুব আবছা। কেন একটা লেখা পড়তে ভালো লাগে? কেন মনে গেঁথে যায়? গল্পের চরিত্ররা কীভাবে আমাদের কাছে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে? এসব নিজের মতো করে বুঝতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি। যেকোনো শিল্পই তো শেষ পর্যন্ত একরকম অভিব্যক্তি। যা নিশ্চিতভাবে কোথাও পৌঁছে যায়, তাকে আমার শিল্প মনে হয় না, কোনো কিছুর হয়ে উঠতে থাকার মধ্যেই শিল্পের বসবাস। সাহিত্যও এর বাইরের কিছু নয়। আমার মনে হয়, গন্তব্যের চেয়েও পথ চলাটাই এখানে দামি।

১৯৮৬ সালে শাকুর মজিদের নেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন, 'একটা সার্থক উপন্যাসে সমাজ ও কাল উঠে আসবে, লেখক একটি দর্শন দিতে চেষ্টা করবেন। উপন্যাস মানে তো শুধু গল্প নয়, গল্পের বাইরেও কিছু।' উপন্যাসকে তিনি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন, জানতে চাইলে বলেছিলেন, 'কোনোভাবেই করব না, আমি যদি জানতাম উপন্যাস কী, তাহলে তো নিজেই লিখতাম। যা লিখেছি তার কোনোটিই কি সত্যিকার অর্থে উপন্যাস হয়েছে?'

একটা সার্থক গল্পে সমাজ ও কাল উঠে আসতেই হবে কি না, সে সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আসলে একটা ভালো লেখা আমাদের প্রশ্ন করতে শেখায়। যা দেখতে দেখতে আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে, তার পরত খুলে খুলে দেখায়। যে সত্য আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু খালি চোখে দেখতে পাই না, তা চোখের সামনে তুলে ধরে।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* থেকেই অনেক সামাজিক মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে দেখি। রাবেয়ার মৃত্যুদৃশ্য মনে পড়ছে। পারিবারিক সম্মান বাঁচানোর জন্য ঘরেই তার গর্ভপাত করানো হয়। ঘরময় নষ্ট রক্তের গন্ধে দম আটকে আসছে, তার মধ্যে নিস্তেজ রাবেয়া বলে উঠছে, 'আমার বুকটা খালি খালি লাগছে কেন?' কিছুক্ষণ পর শীতকালের ঝকঝকে আলোময় একটা দিনে তাদের পলাতক কুকুর পলার কথা বলতে বলতে চুপচাপ মারা গেল রাবেয়া। ঠিক তখনই খোকার মনে পড়েছিল তার বড় খালার সন্তানসম্ভবা মেয়ের কথা। তিনি প্রসন্ন গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে অনাগত সন্তানের নাম ঠিক করছিলেন। শুধু একটা সামাজিক সনদের কারণে একই পরিস্থিতি কখনো গর্বের, কখনো অপমানের। পাশাপাশি এ দুটি বর্ণনার মাধ্যমে কি লেখক একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্নও রাখেননি?

খোকা আর তার মা-বাবার ঘরের মাঝখানে একটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। খোকা ইনসমনিয়াক। গভীর রাতে তার ঘরে ভেসে আসে মা-বাবার আদরের শব্দ। সেই শব্দে একই সঙ্গে খোকার অস্বস্তি, উত্তেজনা ও পাপ বোধের কথা বলা হয়েছে খুব স্বাভাবিক ও নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত একটা বইয়ে এই রকম বর্ণনা নিঃসন্দেহে সাহসী।

হুমায়ূন আহমেদের যে উপন্যাসটা প্রথমে পড়েছিলাম, তার নাম *শঙ্খনীল কারাগার*। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। এর আগে *এইসব দিনরাত্রির* মাধ্যমে তিনি পরিচিত নাম হয়ে উঠছিলেন আমার কাছে। প্রথম বাক্যটাই নিয়ে গেল আরেক দুনিয়ায়, 'বাস থেকে নেমেই হকচকিয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে সব। রাস্তায় পানির ধারাস্রোত। লোকজন চলাচল করছে না, লাইটপোস্টের বাতি নিভে আছে।'

ছোট ছোট বাক্যগুলো বয়ে আনল বৃষ্টিমেশানো মফস্‌সলের রাত। নয়টার মধ্যেই চায়ের দোকান বন্ধ। বৃষ্টির কারণেই পারিপার্শ্বিক রহস্যে ঘেরা। দশ বছরের মন্টু অপেক্ষা করছে বড় ভাইয়ের জন্য। এতক্ষণে মায়ের ভয়ে বাড়িতে যেতে পারছিল না। তাকে নাকি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার সময় মা বলেছেন ভিক্ষা করে খেতে। মন্টু আর খোকার জগতে ঢুকে গেলাম আমিও। ওদের সঙ্গেই প্রায় জনমানবশূন্য অন্ধকার রাস্তায় হেঁটে ঘরে ফিরলাম। সেই প্রথমবারের পড়ায় বইটা তেমন করে না বুঝলেও তাদের পৃথিবীটা খুব নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কী রহস্যময়ী আর দুঃখী মনে হয়েছিল ওদের মাকে! ছাপোষা বোকাসোকা বাবার জন্য মন খারাপ হয়েছিল। সেই সঙ্গে আবিদ হোসেনের একাকিত্বও কিছুটা অনুভব করেছিলাম হয়তো।

এখানেও মধ্যবিত্ত পরিবারের বয়ান হলেও খোকার মা শিরিনের চরিত্র নিয়ে এসেছিল অন্য আঙ্গিক। এই পরিবারে তিনি ছিলেন বেমানান। তাঁর বিত্তশীল অতীতের ছিটেফোঁটা খোকা ও তার ভাইবোন টের পেত মামা ও খালাকে দেখে, যাদের মনে হতো অন্য জগতের মানুষ। শিরিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন আবিদ হোসেনকে। কয়েক বছর পর সে বিয়ে ভেঙে গেছে, তত দিনে জন্ম হয়েছে রাবেয়ার। খোকার বাবা তাঁর দ্বিতীয় স্বামী, একসময় আশ্রিত ছিলেন শিরিনদের বাড়িতে। এতগুলো সন্তান জন্মানোর পরও কখনো সহজ হতে পারেননি স্ত্রীর কাছে, তাঁদের মধ্যে থেকে গেছে শ্রেণিবৈষম্য।

মেলবোর্নে এক বিকেলের ট্রেনে বাসায় ফিরতে ফিরতে পড়ছিলাম *নির্বাসন*। মফস্‌সল শহরের একান্নবর্তী পরিবারের একটা মেয়ে জরী, তার বিয়ের দিনের গল্প। মায়া আর বিষণ্ণতা কুয়াশার মতো জড়িয়ে আছে গল্পটাকে। সেই ভোরবেলায় বড় চাচার বাজানো বিসমিল্লাহ খাঁর 'মিঞা কি টৌরি'র মতনই। একটা দিনের স্বল্প পরিসরে কী নিখুঁতভাবে ধরা দেয় একটি পরিবারের মানুষেরা! মুক্তিযুদ্ধে মেরুদণ্ডে গুলি লেগে পঙ্গু হয়ে গেছে আনিস, যার সঙ্গে একসময় জরীর বিয়ের কথা ছিল। আর এই আসরে বেমানান, অনাহূত আনিসের মা।

একেকটা সম্পর্ক হয়ে ওঠা, ফুরিয়ে যাওয়া অথবা তার নামহীন রেশটুকু এখানে করুণ সুন্দরভাবে এসেছে। আনিসের বাবার মৃত্যুর পর আনিসের মা আবার বিয়ে করেছেন। আনিস বড় হয়েছে চাচাদের সংসারে। অনেক দিন পর তিনি এসেছেন ছেলেকে দেখতে। ছেলে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাবে। এ কারণেই খবর দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কাকতালীয়ভাবে তিনি এসে পৌঁছালেন জরীর বিয়ের দিন, যখন সেখানে হইচই। তিনি একসময় এই বাড়ির দৈনন্দিনতার অংশ ছিলেন। আজ তাঁকে দেখেই সবার অস্বস্তি। বাড়িটার সবকিছু তাঁর পরিচিত। তিনি একা একা ঘুরে ঘুরে দেখছেন কোথায় কী কতটুকু বদলাল, অনভ্যাসে তলিয়ে যাওয়া 'আতর-বউ' নামটা উঠে এল স্মৃতিতে। সামাজিক সম্পর্কের সুতো কী অবলীলায় ছিঁড়ে যায়, সব কি শেষ হয় তারপরও?

আজকের বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুব বেশি মনে পড়ছে 'নিমফুল' গল্পটার কথা। গ্রামে এক ডাকাত ধরা পড়েছে তার ছেলেসহ। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার শাস্তি ঠিক করা হয়েছে খেজুরকাঁটা দিয়ে চোখ তুলে ফেলা। সারা গ্রামে এই নিয়ে হইচই, যেন উৎসব। বিশাল হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে, মান্যগণ্যরা এসেছেন চেয়ারম্যানের বাড়িতে ডাকাতের উচিত শাস্তির ব্যবস্থা করতে। একটা অন্যায়ের সাজা নিজের হাতে তুলে নিতে গিয়ে আমাদের পরিচিত মানুষেরাই কতটা নৃশংস হয়ে উঠতে পারে, তার বর্ণনা আছে এ গল্পে। শেষ পর্যন্ত অসহায় সেই ডাকাতকে এই নির্মমতার হাত থেকে রক্ষা করে এক মমতাময়ী কিশোরী। হুমায়ূন আহমেদ বারবার আস্থা আনতে চেয়েছেন মানবিকতা, ভালোবাসা আর সহমর্মিতার প্রতি। কয়েক সপ্তাহ আগে অসহায় তোফাজ্জলের করুণ মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, এই যে আমরা এত কিছু পড়ি, তা কি শুধু দুই মলাটে বন্দী রাখার জন্য? আমাদের আচরণে কেন তার ছায়া পড়ে না?

ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য বা রাজনীতির বিষয়ে আমাদের মানসিক পরিপক্বতা বোঝা যায় কোনো কিছুর আনুষ্ঠানিকতা পার হয়ে মূল সত্যে পৌঁছানোর চেষ্টার মধ্যে। যেমন আমরা হিমু থেকে নিয়েছি কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি, চাঁদনি রাতে গলা পর্যন্ত ডুবে থাকার নাটকীয়তা। অথচ হিমু যে বাতাসের মতো নির্লিপ্ততায় তার পারিপার্শ্বিক ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতে তীব্র মায়ায় জড়িয়ে পড়ে, বুঝতে পারি? হিমুর আছে যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আর অপ্রিয় প্রশ্ন করার সাহস। সে কারও ওপরেই নিজেকে চাপিয়ে দেয় না। যে কেউ একদম নিজের মতো করে হিমুর সঙ্গে মিশতে পারে। সে জানে ভালো-খারাপ, সত্য-মিথ্যা—এসব কোনো একরৈখিক বিষয় নয়; বরং এর মাঝখানে আছে অনন্ত স্তর। আপাত যা তুচ্ছ, হিমু তার দাম দিতে জানে। সে শুধু পথ চলতে চলতে তার নিজের দেখা দুনিয়া পাঠকদের দেখায়। একজন বস্তিবাসী, রিকশাওয়ালা, থানার ওসি অথবা রাস্তার কুকুর—সবার সঙ্গেই সে একই রকম সহজ।

অনেকেই মনে করেন, অরাজনৈতিক লেখক ছিলেন হুমায়ূন। বিষয়টি মোটেই তেমন নয়। আমরা হুজুগপ্রিয় জাতি বাকের ভাইয়ের ফাঁসি বন্ধের জন্য মিছিল করি, অথচ আমরাই আবার ফাঁসির দাবিতে তুলকালাম করি। লেখক আসিফ নজরুল *বিচিত্রার* পক্ষ থেকে হুমায়ূনের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন বাকের ভাইয়ের ফাঁসির বিষয়ে। সেখান থেকে জানতে পারি, তিনি মনে করতেন, লেখকের দায়িত্ব সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া, সমাজ সংস্কার লেখকের কাজ নয়।

কখনো হাসিঠাট্টা, কখনো পাগলামির আড়ালে হুমায়ূন আমাদের সমাজের অসংগতিগুলো তুলে ধরেছেন। তিনি অন্যের হেঁটে যাওয়া রাস্তার বদলে নিজের পথ নিজে তৈরি করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়েছে, তিনি কেন লেখেন, জবাবে বলেছেন, 'টাকার জন্য।' একজন লেখকের কাছে এ রকম জবাব শুনতে এর আগে হয়তো আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না।

> হুমায়ূন আহমেদ বারবার আস্থা আনতে চেয়েছেন মানবিকতা, ভালোবাসা আর সহমর্মিতার প্রতি।

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার মতো, হুমায়ূনের লেখার ভাষা একদমই বাংলাদেশের। হয়তো এ কারণেও তাঁকে আমাদের অনেক বেশি আপন মনে হয়, 'মায়া রহিয়া যায়।'

নিজের লেখার ত্রুটি সম্পর্কেও হুমায়ূন খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন সাজ্জাদ শরিফ আর ব্রাত্য রাইসুর নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, 'নিজের লেখা সম্পর্কে আরেকটা ব্যাপার আমাকে কষ্ট দেয়। সেটি হলো, একটা লেখা লেখার জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতি আমার থাকা দরকার, যে পরিমাণ পড়াশোনা নিয়ে আমার একটা লেখা লিখতে যাওয়া উচিত, ওই জায়গাটা আমি অবহেলা করি। আমি মনে করি, এটার দরকার নেই। হঠাৎ করে মনে হলো আর লেখা শুরু করলাম। কোনো রকম চিন্তাভাবনা নেই, কোনোরকম পরিকল্পনা নেই, কিচ্ছু নেই। ব্যস, লিখতে বসে গেলাম। যদি একটু পরিকল্পনা থাকত, তাহলে অনেক ভালো হতো।'

একজন লেখক হয়তো সারা জীবনে একটাই গল্প বলেন। আমরা ঘটনাগুলো ভুলে যাই, অনুভূতিটুকু থেকে যায়। আমার তীব্র অসহায়, হতাশার সময়ে আমি হুমায়ূন আহমেদ পড়ি। জীবনের কদর্যতা, মানুষের নৃশংসতা—সব সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রদের মনের কোথাও একটা মায়া থেকে যায়। মোমবাতির নরম আলোর মতো এই মায়াটুকুর জন্যই হুমায়ূন আহমেদের লেখার কাছে আমরা বারবার ফিরি।

● গল্প

একটি সিন্দুক, দুটি ফেরাউন

সাব্বির জাদিদ

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

জন্মের পর থেকেই বাবার ঘরের কাঠের সিন্দুকটি দেখছি। সিন্দুকটিতে বাবা প্রয়োজনীয় কাগজপাতি রাখেন। কিন্তু নিরীহ গোছের, পুরোনো ওই কাঠের সিন্দুকের মধ্যেই যে এমন বিস্ময় লুকিয়ে আছে, কখনো জানতে পারিনি। জানতে পারলাম তখন, যখন বাবা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বাবার জন্য খুব মন খারাপ হচ্ছিল। জীবনের সবচেয়ে বিপন্ন এই সময়ে বাবার জীবনসঙ্গী, আমার মা, তাঁর পাশে নেই। আমার কিশোরবেলায় মা তাঁর জীবনের অদ্ভুত সিদ্ধান্তটি নেন। আমাকে ও বাবাকে ছেড়ে নতুন পরিচিত হওয়া এক উঠতি শিল্পপতির সঙ্গে ঘর বাঁধেন। হয়তো সুখেই আছেন এখন। সঠিক খবর জানি না।

বাবার মৃত্যুর রাতটা ছিল আশুরার পবিত্র রাত। আমাদের মোহাম্মদপুরের বাড়ির আশপাশে হজরত হোসাইনের জন্য শোকগাথার এক স্নিগ্ধ আবহ বিরাজ করছিল। এরই মধ্যে ঘনিয়ে এল বাবার মৃত্যুক্ষণ। মৃত্যুর আগে, তখনো বাবার চোখ থেকে দৃষ্টি হারাননি, ঘরের কোনায় রাখা সিন্দুকটির কাছে যেতে চাইলেন তিনি। আমি সিন্দুককেই ঠেলে বাবার কাছে নিয়ে এলাম। বাবা সন্তানের পিঠে হাত বোলানোর মমতা নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে সিন্দুকটির গায়ে হাত বোলালেন। তারপর যা বললেন, তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। উত্তরাধিকারসূত্রে বাবা সিন্দুকটি পেয়েছেন। এই প্রাপ্তির পরম্পরা কয়েক শ বছরের পুরোনো। তখন ধর্ম প্রচার করতে আসা পীর-আউলিয়াদের কাল চলছে বাংলায়। সে সময় ইরান থেকে এসেছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাধর এক পীর। শোনা যায়, তিনি নাকি কুমিরের পিঠে চড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করেছিলেন। তারই সঙ্গে কুমিরের পিঠে চড়ে এসেছিল সিন্দুকটি। আমার দাদার দাদার বাবা সে সময় ব্যবসার কাজে চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থান করছিলেন। আরও অনেক মানুষের মতো আমার সেই পরদাদাও পীরের অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হন এবং একপর্যায়ে পীরের সান্নিধ্য ও শিষ্যত্ব লাভ করেন। মৃত্যুর আগে পীরবাবা আমার সেই পরদাদার হাতে তুলে দিয়েছিলেন অলীক সিন্দুকটি। শুক্লা দ্বাদশীর রাতে একাকী ঘরে সিন্দুকের ডালা খুললেই নাকি উন্মুক্ত হয়ে যায় এক অলৌকিক দরজা। সেই দরজার সামনে ভেঙে পড়ে সময়-কাল ও মানচিত্রের বিভেদ। সিন্দুকের মালিক চাইলেই পৃথিবীর যেকোনো সময়ে যেকোনো দেশে ভ্রমণ করতে পারে। বাবা যদিও সিন্দুকের অলীক দরজা দিয়ে পৃথিবী দেখতে বেরোননি কোনো দিন, তবে সিন্দুকের অলৌকিকত্বের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস আছে।

সিন্দুকটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বাবা মারা গেলেন। দিন দিন আমার শোক কমতে থাকল আর বাড়তে থাকল সিন্দুকবিষয়ক কৌতূহল। এখনো বিয়ে করিনি আমি। পড়াশোনা শেষ করে বাবার রেখে যাওয়া পুরোনো ব্যবসার হাল ধরেছি মাত্রই। পুরো বাড়িতে আমার একলা বসবাস। এই একাকিত্বের সুযোগে সিন্দুককে একবার যাচাই করে দেখব নাকি? আমি এ যুগের ছেলে। এসব আজগুবি কেচ্ছাকাহিনিতে ইমান নেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে বাবা এমন আবেগমথিত গলায় বলেছিলেন ঘটনা, ভাবলে আমার এখনো গা ছমছম করে। কী ভেবে এক শুক্লা দ্বাদশীর রাতে আমি সিন্দুকের সামনে দাঁড়ালাম। মনে মনে ভাবলাম, সিন্দুকটি যে অঞ্চল থেকে এসেছে, সেখানেই যাওয়া যাক না! অমনি সারা ঘর ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। আমার সামনে সিন্দুকের ডালা একটি উন্মুক্ত দরজায় পরিণত হলো। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তখন আমার। কিছুক্ষণের জন্য চেতনা হারালাম। যখন জ্ঞান ফিরল, নিজেকে আবিষ্কার করলাম জালালউদ্দিন রুমির কবিতার মজলিশে। রুমি এক ধ্যানে শিষ্যদের মধ্যে কবিতা আবৃত্তি করছেন। ততক্ষণে আমিও সেই সময়ের মানুষ। পোশাক-আশাক ও চেহারায় আমিও যেন এক রুমিশিষ্য। উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। কোনো দিন রুমিকে স্বচক্ষে দেখতে পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি। অলীক সিন্দুকটি সেই সুযোগ করে দিয়েছে। এরপর নেশা চেপে গেল আমার। কখনো অ্যারিস্টটল, কখনো ইবনে সিনা, কখনো সম্রাট শাহজাহানের সময়ে ইচ্ছামতো ঘুরতে লাগলাম। বিশ্বভ্রমণের ভেতরে একবার তিতলির ওপর মন খারাপ হলো। ও হ্যাঁ, আপনাদের বলা হয়নি, আমার একজন প্রেমিকা আছে—তিতলি, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আমি যে হুটহাট কোনো কোনো রাতে মেসেজ না দিয়ে গায়েব হয়ে যাই, এ জন্য ও আমার সঙ্গে একবার দুর্ব্যবহার করল। আমার মন খারাপের কারণ তিতলির দুর্ব্যবহার। তো, মন খারাপের কারণে পরবর্তী শুক্লা দ্বাদশীতে আমি সিন্দুককে কোনো গন্তব্য জানালাম না। প্রতিবার তো নিজের পছন্দসই জায়গায় ঘুরি। এবার সিন্দুকই নিয়ে যাক না তার পছন্দের জায়গায়! আমি নিরুদ্দেশ হলাম। কতক্ষণ পর নিজেকে আবিষ্কার করলাম এক ভয়ংকর জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে অসংখ্য বিপন্ন নারী দুধের সন্তান কোলে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষুধায় চিৎকার করে কাঁদছে শিশুরা। মায়েরা করছে আহাজারি। সেখানে কোনো পুরুষ মানুষ নেই। এত দিন ঐতিহ্যবাহী, সমৃদ্ধ, সুখী-সুখী নগরীতে ঘুরেছি। কবিতা ও জ্ঞানের মজলিশ, তাজমহলের নির্মাণযজ্ঞ, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান—ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত সব স্থান ও স্থাপনা উপভোগ করেছি। কিন্তু সময় এবার বেদনার এ কোন বেলাভূমিতে এনে ফেলল আমাকে! কয়েকজন মায়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। তারা আমাকে দেখে ভয়ে গুটিয়ে গেল, যেন আমি শত্রুপক্ষের কেউ। কয়েকজন তো ছুরি বের করে শাসাল—খবরদার, কাছে আসবি না! দুই হাত ওপরে তুলে যখন বললাম, আমি এক নিরীহ মুসাফির, পৃথিবী দেখার উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছি। তখন তাদের কেউ কেউ আশ্বস্ত হলো। কেউ কেউ সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল। যারা আশ্বস্ত হলো, তারা যা জানাল, তাতে শিউরে উঠলাম। এখানকার শাসক শিশুহত্যায় মেতেছে। শাসকের পোষা গণক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, শিগগিরই এই জনপদে এমন এক ছেলের আবির্ভাব ঘটবে, যার অস্তিত্ব শাসকের ক্ষমতার জন্য হুমকি। এ কারণে এই অত্যাচারী শাসক রাজ্যের সব ছেলেশিশুকে হত্যা করছে। জীবন রক্ষার্থে মায়েরা ছেলেসন্তানসহ জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। কী মর্মান্তিক ব্যাপার। ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে কেবল সন্দেহের বশে একটি শিশুর বড় হওয়া রোধ করতে হাজার হাজার শিশুর প্রাণবধ! ক্ষমতা এত প্রিয় এই শাসকের! আমি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম। চওড়া এক নদীর কূল বেয়ে হাঁটতে লাগলাম। এখানকার জনপদে যেতে চাই আমি। জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া নারীরা যা বলল, তার সবটা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনো শাসক প্রজাদের ওপর এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, আমি বিশ্বাস করতে চাই না। আমি আসল ঘটনা জানতে চাই। ধু ধু মরুভূমি আর বালিয়াড়ির ভেতর দিয়ে কিছুদূর চলার পর একটি বাজার দেখতে পেলাম। সচরাচর বাজার যেমন কর্মচঞ্চল আড্ডামুখর আর হইচইপ্রবণ হয়, এ বাজার তেমন নয়। খুবই ম্রিয়মাণ, চুপচাপ আর আড়ষ্ট এক বাজার, যেন বাজারটির গলায় ফাঁস পরিয়ে রাখা হয়েছে। নড়াচড়া করলেই গলায় ফাঁস বসে যাবে। দোকানি, খদ্দের—সবার চেহারাতেই উৎকণ্ঠার ছাপ। সবার ভেতরেই ঘরে ফেরার তাড়া, যেন নিতান্ত ঠেকায় পড়ে তারা বাজারে এসেছে।

একটি কামারের দোকানে কয়েকজন বৃদ্ধ নিচু স্বরে কথা বলছিল। আড়ি পাতার উদ্দেশ্যে আমি নিঃশব্দে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমাকে দেখামাত্র তারা চুপ হয়ে গেল। দুজন তো উঠে দুই দিকে হাঁটা শুরু করল। নিঃশব্দে হলেও এতক্ষণ বাজারের কেনাবেচা ঠিকঠাকমতোই চলছিল। ফিসফাস করে হলেও লোকেরা কথা বলছিল। কিন্তু আমি আসার পর কী যে হলো, লোকেরা কথা বলা বন্ধ করে দিল। অনেক দোকান ঝাঁপ নামিয়ে ফেলল। নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হতে লাগল আমার। সঙ্গে বাড়তে থাকল বিস্ময়বোধ। এত ভয়, এত উৎকণ্ঠা নিয়ে একটি জনপদ কীভাবে জীবনযাপন করে! হঠাৎ এক হেকিমের দাওয়াখানায় চোখ আটকে গেল। এক মা তার সন্তানকে কাপড়ের পোঁটলার মতো কোলের মধ্যে পেঁচিয়ে হেকিমের কাছে এসেছে। হেকিম ইতিউতি তাকিয়ে শিশুটির জন্য পথ্য তৈরি করছে আর দরদর করে ঘামছে। এর কয়েক মুহূর্ত পরেই হা-রে-রে করতে করতে ছুটে এল একদল সশস্ত্র পেয়াদা। তারা হামলে পড়ল দাওয়াখানার ওপর। অসুস্থ শিশুকে মায়ের কোল থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল। বল্লমের মাথায় শিশুকে গেঁথে জংলিদের মতো উল্লাস করতে লাগল। আর শিশুটির মা আছাড়িবিছাড়ি করে কাঁদতে লাগল দাওয়াখানার সামনে। যে দৃশ্য সিনেমায় দেখলেও বিশ্বাস করতাম না, সেই দৃশ্য একমুহূর্তে আমার চোখের সামনে ঘটে গেল। নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেলাম। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, জানি না। কারও ধাক্কায় ঘোর ভাঙল। এক তরুণ কাঁধে ধাক্কা দিয়ে হড়বড় করে বলল, এখানে আর একমুহূর্ত দাঁড়াবেন না। বলেই সে হনহন করে হাঁটতে লাগল। সংবিৎ ফিরে পেয়ে আমি তার পিছু নিলাম। বাজার ছাড়িয়ে নিরাপদ এক গাছের নিচে দুজনই হাঁপাতে লাগলাম। তরুণকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই নিষ্পাপ শিশুকে কেন হত্যা করা হলো?

> আমার শিরায় শিরায় ভয়ের মৃদু কাঁপন উঠল। শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল ঠান্ডা চোরাস্রোত। শৈশব থেকে যার অত্যাচারের নানামাত্রিক গল্প শুনে বড় হয়েছি, রক্তমাংসের আমি এখন তার রাজ্যে ঘুরছি!

তরুণ এবার অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, যেন এই হত্যাকাণ্ডের কারণ না জানা অপরাধ। মিনমিন করে বললাম, 'আমি স্থানীয় কেউ নই। মুসাফির।' তরুণ এবার শিশুহত্যার কারণ হিসেবে সেই ঘটনাই বলল, যা আমি জঙ্গলে নারীদের মুখে শুনে এসেছি।

এখানকার রাজা কে? আমার কণ্ঠে এবার ঝাঁজ।

ফেরাউন।

ফেরাউন! এতক্ষণ না জেনেই কুখ্যাত ফেরাউনের রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার শিরায় শিরায় ভয়ের মৃদু কাঁপন উঠল। শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল ঠান্ডা চোরাস্রোত। শৈশব থেকে যার অত্যাচারের নানামাত্রিক গল্প শুনে বড় হয়েছি, রক্তমাংসের আমি এখন তার রাজ্যে ঘুরছি! না, এই অরাজক রাজ্যে থাকার আর সাহস হলো না। যেখানে একজন প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে হত্যা করা হয় শত শত শিশুকে, সেখানে আমার জীবনও নিরাপদ নয়। ফিরে এলাম আপন সময়ে।

তিতলির সঙ্গে বেশ কয়েক দিন কথা হয় না। মেয়েটার জন্য মন কেমন করতে লাগল। বাবা মারা যাওয়ার দিন ও এসেছিল বাসায়। তারপর আর দেখাও হয়নি। তিতলিকে ফোন দিলাম। রিসিভ হলো। কিন্তু ওর কণ্ঠ ছাপিয়ে স্লোগান শুনতে পেলাম। চিৎকার করে বললাম, 'তুমি কই? এত চিৎকার কিসের?'

তিতলিও ততোধিক চিৎকার করে বলল, 'কথা বলার অবস্থা নেই। পরে কল ব্যাক করব। এখন রাখি।'

তিতলির সঙ্গে কথা হলো পরদিন সকালে। ২০১৮ সালের পর ওরা আবার কোটার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। কোটা সংস্কার না করে ওরা ঘরে ফিরবে না। তিতলি মিছিল করছে, শক্ত চোয়ালে স্লোগান তুলছে, আকাশপানে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ছে—ভাবতেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এ রকম একটা আগুন-মেয়েই তো আমি প্রেমিকা হিসেবে চেয়েছিলাম। কিন্তু সময় যত গড়াতে লাগল, দেশের পরিস্থিতি ততই খারাপ হতে লাগল। সারা দেশের সব শিক্ষার্থী নেমে এল রাস্তায়। সরকার কারফিউ দিল, ইন্টারনেট বন্ধ করল, তবু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। আমি দোকান বন্ধ করে সারা দিন বাসায় বসে থাকি। শিক্ষার্থীদের জন্য, তিতলির জন্য উৎকণ্ঠা পোহাই। এরই মধ্যে পাল্লা দিয়ে বাড়ে লাশের মিছিল। তাদের ভেতর শিশু-কিশোর-তরুণদের সংখ্যাই বেশি। কয়েকটি শিশু তো ঘরের মধ্যে, মায়ের কোলের ভেতর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। এসব শিশুর চেহারার মধ্যে আমি খুঁজে পাই হাজার জীবন পেছনের সেই মজলুম শিশুর মুখ, যার বল্লমবিদ্ধ শরীর ফেরাউনের সৈন্যদের উৎসবের খোরাক হয়েছিল। আমাদের এই শিশুরাও কি ক্ষমতাসীনদের উৎসবের উপলক্ষ হচ্ছে? দিনে দিনে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি আর এই লাশের সারি গুনতে পারি না। একেকবার সিন্দুকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। মনে হয়, সবকিছু চুকিয়ে একবারে ফেরাউনের দেশেই চলে যাই। কিন্তু শুক্লা দ্বাদশী আসতে যে এখনো ঢের দেরি। শুক্লা দ্বাদশী আসে না, তার আগেই চলে আসে ৩১ জুলাইয়ের সন্ধ্যা। সন্দেহ নেই, এই সন্ধ্যা আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক, সবচেয়ে অভিশপ্ত সন্ধ্যা। এদিন এক তরুণের ভাইরাল হওয়া লাইভ ভিডিওতে তিতলির মরদেহ আবিষ্কার করি। টিভি সেন্টারের সামনে পড়ে আছে তিতলির মগজ বেরোনো লাশ। গুলি খেয়েছে তিতলি। চোখ দুটি আকাশপানে ছড়ানো। আমার পৃথিবী আঁধারে ছেয়ে যায়। কতক্ষণ আমি নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকি বিছানায়। তিতলির ওই বীভৎস চেহারা দেখে পেটের ভেতরকার সবকিছু বমি হয়ে বেরিয়ে আসে। মাথায় পানি ঢেলে তখনই ছুটি টিভি সেন্টারের দিকে। তখনো অগ্নিগর্ভ ঢাকা। তখনো লাশ পড়ছে সারি সারি। তখনো বাতাসে বারুদের গন্ধ। রক্তনদী পেরিয়ে দুরু দুরু বুকে যখন তিতলির সামনে দাঁড়াই, আমার মস্তিষ্কে আবার ফিরে আসে ফেরাউন। ক্ষমতার জন্য এক ফেরাউন শুধু শিশুপুত্রদের হত্যা করেছিল। আর এই নব্য ফেরাউন আমার তিতলিকেও ছাড়ল না।

● কবিতা

ফিরোজ এহতেশাম
আন্তযোগাযোগ

স্বপ্নে হানা দেয় আজব সিঁড়িগুলো
যুক্তিহীন পরাবাস্তবিক
পেঁচিয়ে তড়পায় বাস্তবে

সড়কে হেঁটে যাই নিজের ছায়াসহ
সূর্য একদিকে হেলে আছে
হঠাৎ করে উঠি ফুটপাতে

পরস্পর থেকে সবাই সরে যায়
মুখোশ পরা আর মুখোশহীন
নির্দ্বিধায় হাসে পথের ফুল

হুলুস্থুল সে তো হুলুস্থুল

কবর, তাতে শুয়ে শুনছি শিয়ালের
প্রসববেদনার আর্তচিৎকার
শাখা ও শিকড়ের আন্তযোগাযোগ
লুপ্ত হতে থাকা রাত্রিতে

কুয়াশা ঘিরে ধরে তোমাকে, আমাকেও
আত্মপরিচয় ঝাপসা হয়
কে যেন চলে যায় নৌকাতে

শব্দ পাই শুধু ছলাচ্ছল

বিষয়-বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
ঘাটের কাছে এসে আছড়ে মরে সব
নদীর জল

পানির মতো কোনো তরল বেদনায়
এখনো কেঁদে যায়
শঙ্খচিল
জীবনানন্দের পুস্তকে

ছাপার অক্ষরে আমাকে পাবে না তো
তোমাকে যেতে হবে রঙ্গপুর
যজ্ঞডুমুরের গাছের নিচ দিয়ে
যেখানে বয় শ্যামাসুন্দরী

নাদিয়া জান্নাত
বিপ্লবস্মৃতি

অনেক বিপ্লব জমা পড়ে আছে মনে।

হাত ধরে হাটে গিয়ে মাছ কিনে ঘরে ফেরা রাত
ফিরে যদি পাই, মনে হবে
তরতাজা ছাতিমের মতো শুয়ে থাকা
ও শয়নভঙ্গি

স্বর-ছন্দে যতবার হয়েছে সাক্ষাৎ
পালিত পাখির মতো যত দিন তার
বুকজুড়ে থেকেছি গোপন
মধু মধু ছিল সেই সব

যৌথতার দিনগুলো রান্নার আনন্দে মেতে ছিল
ভাবলেই মনে হয়, তেল-নুন-ঝালে কতকাল দেখা নেই তার

বন্যাকবলিত গ্রামে কচু ফুল হয়ে ফুটে ছিলাম আমরা
যেন ছিলাম কাদামাখা বোরো ধানের আইলে
মাথা বের করা টাকি মাছ

বহুবার নিষেধ না মেনে দুইজন
খেয়েছি গন্দম
দুনিয়ার দুই মেরুপ্রান্তে
হয়েছি নিক্ষিপ্ত

ঠিকঠাক ফুটে ওঠবার আগে আমাদের মন
নিশিদিন হয়েছে অঙ্গার।

● সাম্প্রতিক

‘হাঙ্গার গেমস’ দেখে কেন গাজার কথা মনে পড়ে

আহমেদ মুনির

ইসরায়েলি বোমা হামলায় ধ্বংস হওয়া গাজার আল ওয়াফা হাসপাতাল। ছবি : মেডিকেল এইড ফর প্যালেস্টিনিয়ানস-এর সৌজন্যে

ফিলিস্তিনের গাজা শহরের আল ওয়াফা হাসপাতালের ওপর ইসরায়েল বোমা হামলা চালিয়েছিল ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর। ভয়াবহ সেই হামলার পর গাজাবাসীর প্রতিবাদে ভরে উঠেছিল এক্স হ্যান্ডল। বেশির ভাগ প্রতিবাদে উঠে এসেছিল হলিউডের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র *দ্য হাঙ্গার গেমস*-এর নায়িকা ক্যাটনিস এভারডিনের (জেনিফার লরেন্স) একটি সংলাপ। ওই চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, বোমা হামলায় পুড়তে থাকা একটি হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে তরুণী এভারডিন শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশে বলছে, ‘দেখুন, আগুন কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জেনে রাখুন, আমরা পুড়লে আপনিও পুড়বেন।’

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় প্রায় দুই হাজার নাগরিক নিহত হওয়ার পর ইসরায়েল পাল্টা হামলা শুরু করে ওই বছরের ২৩ অক্টোবর। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ শুরু থেকেই ছিল একপক্ষীয়। হামাস নয়, গোটা গাজাবাসীকে শিক্ষা দিতে অঞ্চলটিকে এর মধ্যেই ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল, হত্যা করেছে ৪৪ হাজারের মতো মানুষকে। অসম এই যুদ্ধে এখনো ইসরায়েলের জয় নিশ্চিত হয়নি, নিশ্চিহ্ন হয়নি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। যেমন নিশ্চিহ্ন হয়নি *হাঙ্গার গেমস*-এর ডিস্ট্রিক্ট ১৩-এর বিপ্লবীরা। গাজার কথায় বারবার কেন আসছে এই চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ। বর্তমান হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের ঢের আগেই তো এই চলচ্চিত্রের বিভিন্ন পর্ব মুক্তি পেয়েছিল। তা হলে সম্পর্ক কী করেই-বা থাকে?

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন লেখক ও সাংবাদিক রামজি বারুদের মুখেই শুনুন সেই কথা। যুক্তরাজ্যের বামপন্থী সংবাদমাধ্যম *মর্নিং স্টার*-এ রামজি বারুদ লিখেছিলেন *হাঙ্গার গেমস*-এর *মকিংজে* পর্ব দেখার অনুভূতি। ‘গাজা এজ ডিস্ট্রিক্ট ১৩ : দা হাঙ্গার গেমস মেড রিয়েল’ শিরোনামে সেই লেখার শুরুতে বারুদ লেখেন, ‘আমি কখনো কল্পনা করিনি যে গাজায় আমার শরণার্থীশিবির নুসাইরাতের সাহসী বাসিন্দাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের সঙ্গে কোনো হলিউডের সিনেমার তুলনা করব। কিন্তু *হাঙ্গার গেমস মকিংজে* দেখতে দেখতে আমার সব প্রতিরোধ ভেসে গেল।’

> *দ্য হাঙ্গার গেমস*-এ নিষ্ঠুর শাসক প্রেসিডেন্ট স্নোকে দেখে দর্শকের ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কথা মনে পড়বে।

রামজি বারুদ লেখেন, ‘“ক্যাপিটলের” নির্মম হৃদয়হীন শাসকেরা যেভাবে তাদের অধিকৃত “ডিস্ট্রিক্টগুলো” ধ্বংস করছিল, তা দেখতে দেখতে আমি আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। যতই দেখছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল, এ যেন ফিলিস্তিনিরই কাহিনি, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে গাজার সংগ্রামই যেন দেখছিলাম আমি।’

কেন রামজি বারুদের এমন অনুভূতি হয়েছিল, তা জানতে হলে আগে দেখতে হবে *হাঙ্গার গেমস*-এর পর্বগুলো। আসুন, আগে সংক্ষেপে জেনে নিই সিরিজ চলচ্চিত্রের কাহিনি।

যা আছে ‘হাঙ্গার গেমস’-এ

মার্কিন লেখক সুজান কলিন্সের উপন্যাস *হাঙ্গার গেমস* অনুসরণে ২০১২ সালের ২৩ মার্চ মুক্তি পায় *দ্য হাঙ্গার গেমস* চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব। প্রথমেই বিপুল সাড়া ফেলে চলচ্চিত্রটি। এরপর একে একে মুক্তি পায় এই চলচ্চিত্রের সিকুয়েলগুলো। ২০১৩ সালের ২৩ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসে *দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার*, ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর *দ্য হাঙ্গার গেমস মকিংজে*-এর প্রথম পর্ব, ২০১৫ সালে *দ্য হাঙ্গার গেমস মকিংজে*-এর দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পায়। সর্বশেষ এই চলচ্চিত্রের প্রিকুয়েল *দ্য ব্যালাড অব সংবার্ড অ্যান্ড স্নেক* মুক্তি পায় ২০২৩ সালের ১৭ নভেম্বর।

গ্যারি রস পরিচালিত এই চলচ্চিত্রের দুটি সিকুয়েলে অভিনয় করে দর্শকদের মন কেড়েছেন জেনিফার লরেন্স। চলচ্চিত্রটির পটভূমি ভবিষ্যতের একটি দেশ, যার নাম পানেম। এটির অবস্থান বর্তমান উত্তর আমেরিকায়। পানেমের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের নাম ক্যাপিটল। একদল অভিজাত ও ধনী নাগরিকের বসবাস সেখানে। উন্নত প্রযুক্তি আর মারণাস্ত্র দিয়ে ক্যাপিটল শাসন চালু রেখেছে তার ১৩টি রাজ্যে। রাজ্যগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট। বহু বছর আগে ক্যাপিটলের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ডিস্ট্রিক্টগুলো। ব্যর্থ সেই অভ্যুত্থানের পর ডিস্ট্রিক্টের মানুষ তাদের ন্যূনতম অধিকারও হারায়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিবাদী ১৩ নম্বর ডিস্ট্রিক্টকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল ক্যাপিটলের শাসকেরা। তবে ধ্বংসস্তূপের নিচে সেই রাজ্যের ভূগর্ভেই গড়ে ওঠে বিপ্লবীদের আস্তানা।

শক্তিধর ক্যাপিটলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল কী হতে পারে, তা মনে করিয়ে দিতেই নিষ্ঠুর ক্যাপিটলের শাসকেরা চালু করে এক মরণ খেলার। এই খেলার নামই হাঙ্গার গেমস। যুগ যুগ ধরে ডিস্ট্রিক্টগুলোর বাসিন্দারা এই খেলার মধ্য দিয়ে এক সম্মিলিত সাজা ভোগ করতে থাকে। হাঙ্গার গেমসের নিয়ম অনুযায়ী, পানেমের শাসকেরা যেখানে প্রতি ডিস্ট্রিক্ট থেকে ১২ বছর বয়সী দুজন করে মোট ২৪ কিশোর-কিশোরীকে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে খেলার জন্য। উন্মুক্ত এক স্থানে প্রতিযোগীরা বাধ্য হয় একে অন্যকে হত্যা করতে। টেলিভিশনে এই হত্যালীলা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এই ভয়ংকর রিয়েলিটি শোর পেছনে ক্যাপিটলের বিভিন্ন কোম্পানি বিপুল বিনিয়োগ করে। সেই বিনিয়োগের কিছু অংশ যায় ডিস্ট্রিক্টগুলোয়। সেই টাকা দিয়েই চলতে হয় তাদের। কিনতে হয় খাদ্য ও ওষুধ। ১৩ নম্বর ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দা কিশোরী ক্যাটনিস এভারডিন (জেনিফার লরেন্স) শৈশবে তার রাজ্য ধ্বংস হতে দেখেছে। এরপর পরিবারের সঙ্গে সে পাড়ি জমায় ১২ নম্বর ডিস্ট্রিক্টে। সেখানে শ্রমদাস হিসেবে সেনাবাহিনীর কঠোর প্রহরায় নাগরিকেরা রাত-দিন কাজ করে যায় ক্যাপিটলের জন্য। বিনিময়ে মেলে না খাবারও। এ অবস্থায় কিশোরী ক্যাটনিস তার ১২ বছর বয়সী বোনকে বাঁচাতে নিজে স্বেচ্ছায় যোগ দেয় হাঙ্গার গেমসে। গেমসে অংশ নিয়ে জিতেও যায় সে। ২৪ প্রতিযোগীর মধ্যে ক্যাটনিস সে যাত্রায় একাই রক্ষা পায়। কিন্তু এরপরই সে ধীরে ধীরে বিদ্রোহীদের সংস্পর্শে আসে, হয়ে ওঠে ক্যাপিটলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নতুন মুখ।

গাজার সঙ্গে যেখানে মিল

দ্য হাঙ্গার গেমস চলচ্চিত্রের নিষ্ঠুর শাসক প্রেসিডেন্ট স্নোকে দেখে যেকোনো দর্শকের ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কথা মনে পড়বে। চলচ্চিত্রটিতে ক্যাপিটলের সেনারা যে ধরনের পোশাক পরে ও অস্ত্র ব্যবহার করে, তার সঙ্গে মিল রয়েছে ইসরায়েলের সেনাদের। চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র ক্যাটনিস নামের কিশোরীর পারমাণবিক শক্তিধর ক্যাপিটলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হলো তির আর ধনুক। ফিলিস্তিনের শিশু-কিশোরেরা যেমন পাথর হাতে প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যায়, ক্যাটনিসও সেভাবে লড়াইয়ে নামে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের ভবিষ্যদ্বাণীও যেন *হাঙ্গার গেমস*-এ আমরা পাই। সেখানে ১৩ নম্বর ডিস্ট্রিক্টের ভূতলের বিপ্লবীরা ঠিক একই কায়দায় ক্যাপিটলে হামলার ছক কষে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ীও হয়। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে বলে দম্ভভরে ইসরায়েলের শাসকেরা যেমন ঘোষণা দিচ্ছেন, তেমনি পানেমের ক্যাপিটলের শাসকেরাও ১৩ নম্বর ডিস্ট্রিক্ট ধ্বংস হয়েছে বলে প্রচার করেছিল। কিন্তু গাজার মতোই ভূগর্ভে নিজেদের কর্মকাণ্ড টিকিয়ে রেখেছিল ১৩ নম্বর ডিস্ট্রিক্টের বিপ্লবীরা।

তবে লেখক সুজান কলিন্স কি সত্যিই গাজার কথা ভেবেই লিখেছেন তাঁর উপন্যাস? *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এমন এক প্রশ্নের উত্তরে কলিন্স এর সরাসরি জবাব দেননি। তিনি বলেন, যুদ্ধ, ক্ষমতা, তার প্রতিক্রিয়া ভাবতে গিয়ে এই কাহিনির জন্ম। প্রাচীন গ্রিসের গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই, ইরাকে মার্কিন হামলার ঘটনাও তাঁর ভাবনায় প্রভাব ফেলেছে।

স্মরণ করা যেতে পারে এই চলচ্চিত্রের পরিচালক গ্যারি রসসহ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সংলাপ, গান ফিলিস্তিনের পক্ষে লড়াইয়ে বিশ্ববাসীকে রসদ জুগিয়েছে। গত বছর ডিসেম্বরে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন। সেখানে অধিকাংশের মুখে ছিল *হাঙ্গার গেমস*-এর সেই গান, যেখানে বলা হয়েছে :

‘তুমি কি আসছ এই গাছের কাছে
যেখানে ডাকছে মৃতরা ভালোবাসার
আবেশে।
তুমি কি আসছ এই গাছের কাছে
যেখানে বলেছি তোমাকে ছুটে যেতে
আমাদের দুজনের মুক্তির পথে।’

৪ নম্বর ডিস্ট্রিক্টে হাসপাতালের ওপর বোমা হামলার সেই দৃশ্য দিয়ে শুরু করেছিলাম এই লেখার। শেষ করছি আবারও সেই দৃশ্যের কথা দিয়ে। *দ্য হাঙ্গার গেমস মকিংজে* চলচ্চিত্রে পুড়তে থাকা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ক্যাটনিস নামের বিপ্লবী তরুণীকে বলতে শুনি, ‘জনগণকে আমি বলতে চাই, তারা আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করে, তার প্রমাণ দেখুন। আপনারা জেনে রাখুন, তারা কারা এবং তারা আসলে কী। জেনে রাখুন, কেন আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে, লড়াই করতে হবে।’

ক্যাটনিসের এই সংলাপ তো বিশ্ববাসীর প্রতি গাজার নাগরিকদের বার্তা। সেই বার্তাই বলে দেয়, গাজা কখনো পরাভূত হবে না। কখনো হারবে না।

হাঙ্গার গেমস চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে জেনিফার লরেন্স

● বইপত্র

রসে-কষে রাজার নীতি আর রাষ্ট্র

বই আলোচনা

বাংলাদেশ, যে বর্তমানময়তায় এখন বাস্তব আর উপস্থিত, তা এক দিনের সৃষ্ট বিষয় নয়; এক দীর্ঘ রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভেতর দিয়ে ‘বর্তমান বাংলাদেশ’ রাষ্ট্রে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের চরিত্রের দিকে তাকালে মনে হবে যেন, এই রাষ্ট্র তার পুরোনো রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক চরিত্রের ভেতরেই আবদ্ধ; পরিবর্তন তেমন হয়নি! কিন্তু এরও তো একটি যাত্রাবিন্দু আছে, আছে সূচনা। এই সূচনার প্রথম বিন্দু কোথা থেকে শুরু হয়েছিল, সেই আলাপ-আলোচনা বেশ দুষ্কর বিষয় হয়ে দাঁড়ায় একেক ব্যক্তির জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর কালে এসব বিষয় নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা অবশ্যই সেই সময়ের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ধারণাকে বেশ ভালোভাবে জানা-বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হবে।

আবুল মনসুর আহমদ এই ধারণায় আবদ্ধ হয়ে বেশ কিছু বই লিখেছেন। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন বাংলা সাহিত্যের জগতে রম্যলেখক হিসেবে। বিষয়টিকে অনেকে কেবলই হাস্যরসের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কমলাকান্তের দপ্তর* পড়ে কেউ কি বলতে পারবেন, তিনি কেবল তাতে হাস্যরস সৃষ্টি করে গেছেন? না, হাস্যরসের ভেতর দিয়ে তিনি সামাজিক সমস্যাকে উপস্থাপন করেছেন। আবুল মনসুর আহমদের বেলায়ও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে সমাজের বুকে স্যাটায়ার-চাবুক হাঁকিয়েছেন, সেই একই চাবুক হাঁকিয়েছেন মনসুর আহমদ, তাঁর রসরচনায়। আর এই ধারায় বিশেষ তাঁর *গালিভরের সফরনামা*।

আদি ও আসল *গালিভরের সফরনামার* লেখক জোনাথন সুইফট। তিনি যে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন, সেই ভ্রমণবৃত্তান্তে দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলাপ করেছেন। এই একই বিবেচনায় মনুসর আহমদ লিখেছেন বাংলাদেশ আর দেশভাগ-পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের সংকট নিয়ে। এ বইয়ের ভূমিকা-প্রস্তাবে লেখক যা বলছেন, তা-ও গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি আলাপে আসতে পারে শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসির* মাধ্যমে। শওকত ওসমান আইয়ুব শাহীর আমলে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের বিষয়াদি তুলে ধরেছেন এখানে। কিন্তু তিনি বলছেন, উপন্যাসটি রচিত হয়েছে *আরব্য রজনীর* হারিয়ে যাওয়া পাতার অনুপ্রেরণায়। তবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা না হলেও আইয়ুব খানের সরকার উপন্যাসটির মর্মার্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হয়। ফলে তাঁকে দিয়ে দেয় সেই সময়ের সবচেয়ে বড় ‘আদমজী পুরস্কার’। তেমনি *গালিভরের সফরনামা* বইটি রচনার ক্ষেত্রে মনসুর আহমদও এই একই পদ্ধতি-প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন।

এতে গ্রন্থভুক্ত ১১টি লেখার প্রথমটি ছাপা হয়েছিল ১৯৩৭ সালে; আর শেষটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাস পাঠ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সময়কাল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিকতার জন্য নানা কারণে বেশ সংকটময়। ১৯৩৭ সালের ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার-বিবেচনা করতে গেলে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এই সত্য। আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের ভেতর দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মূল স্পিরিট বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সংকটকালীন একজন লেখক-বুদ্ধিজীবীর দায় কতটুকু এবং কীভাবে তা পালন করা যেতে পারে, এই বইয়ের লেখাগুলো তার বাস্তব উদাহরণ।

এর প্রথম লেখা : ‘গালিভরের সফরনামা’ই আদতে বইটির অন্যান্য লেখার সারাংশ হতে বাধ্য। এই লেখায় মনসুর আহমদ দুটি অঞ্চলের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন এবং দুই অংশের তুলনা করেছেন। ‘বাউনের দেশ’ অংশে এমন এক রাষ্ট্রের কথা তিনি স্পষ্ট করেছেন, যে অংশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিয়ন্তাব্যক্তিদের বিষয়াদিও বিশেষভাবে ইতিবাচক চিন্তার ভেতর দিয়ে নির্মিত হয়েছে। আর ‘দেউ-এর দেশে’ নামের অংশে তিনি এমন এক রাষ্ট্রের আলাপ তুলেছেন, যে দেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা মিলে যায় সফরকারী ব্যক্তি, অর্থাৎ গালিভরের সঙ্গে।

কিন্তু কে এই গালিভর? যার অভিজ্ঞতার বাস্তবতা মিলে যাচ্ছে ‘দেউ-এর দেশে’? পাঠকের বুঝতে বাকি থাকবে না যে ‘দেউ-এর দেশ’ মূলত বাংলাদেশ; অর্থাৎ স্বাধীনতা-পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র। একটি লেখা নিয়ে আলাপ করা হলো এই আলোচনায়। কিন্তু আগে যে কথা বলা হলো, একটি রাষ্ট্রের প্রায় সবকিছু এ লেখার ভেতরে আছে। এই বইয়ে তেমনি রাজনীতি, নেতিবাচক রাজনীতিতন্ত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন, জনপরিসরে জনগণের মনস্তত্ত্বসহ নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। আর এসব বিষয়ের প্রায় প্রতিটি পচে-গলে একাকার হয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। মনসুর আহমদ সেই দুর্গন্ধকেই যেন তাঁর লেখনীর দ্বারা লিখিত লেখাগুলোর মাধ্যমে সুবাসিত করে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। আনন্দ-হিল্লোলে ভরিয়ে তুলেছেন। বইয়ে যেসব সমস্যা মনসুর আহমদ তাঁর নিজ উপলব্ধির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন, সেই পরিস্থিতি আজও বাংলাদেশে বিদ্যমান। ফলে পাঠক এই বই পড়ে সমকালীন সমস্যাই হাস্যরসের ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন।

সোহানুজ্জামান

আবুল মনসুর আহমদ (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮-১৮ মার্চ ১৯৭৯)

গালিভরের সফরনামা
আবুল মনসুর আহমদ
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২৪; প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল; ১৩৬ পৃষ্ঠা; দাম : ৩২০ টাকা।

‘তত্ত্ব’বিষয়ক বাহাসের সন্ধান

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতি পরিসরে ‘তত্ত্ব কপচানো’ বলে ‘তত্ত্ব’কে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়, তাতে সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক মনোভঙ্গি স্পষ্টত ধরা পড়ে। তত্ত্ব করাকে স্রেফ বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা ভাবা হয়, অথবা ইউরোপ থেকে আগত তত্ত্বের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, অথবা তত্ত্ব করা শেষ, বাকি কেবল প্রয়োগ; মোটা দাগে বাংলাদেশের গণপরিসরে তত্ত্ববিষয়ক অবস্থানগুলোর দুর্বলতা ও অসারতা সারোয়ার তুষার যে চিহ্নিত করেছেন, তা *চিন্তার অর্কেস্ট্রার* ভূমিকাংশেই দাবি করেছেন। চিন্তার অর্কেস্ট্রাগুলো মোকাবিলা করার কায়দা হিসেবে দুনিয়ার চিন্তার বাজারে গোলার্ধের এই অংশের প্রভাবশালী পাঁচ তাত্ত্বিকের মোলাকাত করার কোশেশ করেছেন।

সারোয়ার তুষার ভারতীয় পাঁচজন চিন্তক ও তাত্ত্বিকের সাতটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। পাঁচজনই—দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত কবিরাজ, আদিত্য নিগম ও প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ নিজ জমিনে মশহুর। তাঁদের সঙ্গে সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে বিদ্যমান তত্ত্ব জগতের এক দারুণ খতিয়ান পাওয়া যায় বইজুড়ে।

যে ধরনের গভীর বোঝাপড়ার নিয়তে তুষার মশহুর পাঁচ তাত্ত্বিকের সঙ্গে বাতচিত ও বাহাসে লিপ্ত হয়েছেন, তা আমাদের দেশের সাহিত্য জগতে খুব অভিনব ও বিরল। অর্থাৎ, খোদ সওয়ালকারী যে ধরনের আত্মবিশ্বাস ও পাণ্ডিত্য নিয়ে ওনাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন, তাতে সাক্ষাৎকার নেওয়ার আমাদের চেনা গণ্ডি একেবারে ভেঙে যায়। অন্তত বাংলা ভাষায় এ ধরনের ক্রিটিক্যালি এঙ্গেজ হওয়ার নজির একদম নেই বললেই চলে।

দীপেশ, পার্থ, কবিরাজ, নিগম ও প্রথমা—সবার কাজ প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত। তবে এই পাঁচজনের মধ্যে দীপেশ ও পার্থ আমাদের এখানে বহুল পরিচিত হলেও, সুদীপ্ত, নিগম ও প্রথমা তুলনামূলক কম পঠিত। তাঁরা এই গ্রন্থে এমন কোনো নতুন তত্ত্ব বা তথ্য হাজির করেননি বা তাঁদের পাঠকদের জন্য এমন নতুন কোনো তাত্ত্বিক প্রস্তাবও দেননি। সওয়াল-জবাবের কসরতে সেটা সম্ভবও হয় না। এই আশা করাও উচিত হবে না। উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র ও রাজনীতি তাঁদের সামনে যে বাস্তবতা হাজির করেছিল, তাতে হালফিল জমানার বিভিন্ন শক্তিশালী বর্গকে ‘সর্বজনীন’ হিসেবে বিবেচনা না করে ক্রিটিক্যালি দেখার জন্য তাঁরা সিদ্ধহস্ত ও পরিচিত। দীর্ঘদিন যাবৎ পুঁজি, পুঁজিবাদ, ইউরোপকেন্দ্রিকতা, আধুনিকতা, উপনিবেশায়ন, আধুনিক রাষ্ট্র, সেক্যুলারবাদ, সাব-অল্টারনিটি, ইতিহাসপদ্ধতি ইত্যাদি প্রশ্ন গ্লোবাল সাউথ বা আমরা যাকে তৃতীয় বিশ্ব বলেও দাবি করি, তা থেকে মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। তাঁরা কেবল নানা ময়দান থেকে পশ্চিমা তত্ত্বের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত দিচ্ছেন না, বরং নিজেরাই কীভাবে তত্ত্ব করতে পারি, সে বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

ফলে, *চিন্তার অর্কেস্ট্রা* আপাতপ্রকাশিত ও চেনা ‘জিনিস’ আমাদের সামনে হাজির করেছে বলে মনে হলেও, এর গুরুত্ব আসলে অন্যত্র।

প্রথমত, সওয়ালকারী এমনভাবে তাঁর প্রশ্নগুলো সাজিয়েছিলেন যে তাঁদের চিন্তার এক ধারাবাহিক ইতিহাস দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। এতে যেমন তাঁদের চিন্তার বিকাশ, তেমনি পরিবর্তনের ধারাও ঠাহর করা যায়।

দ্বিতীয়ত, তুষার এই সব চিন্তকের চিন্তাকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটে ও সমসাময়িক বাস্তবতায় হাজির করার কোশেশ করেছেন। অর্থাৎ কেবল গ্লোবাল সাউথই নয়, বরং বাংলাদেশের বাস্তবতা ও নিজস্বতার নিরিখে তাঁদের তত্ত্বকথার একটা পর্যালোচনা হাজির করার রাস্তা খোঁজার কোশেশ করেছেন।

তৃতীয়ত, *চিন্তার অর্কেস্ট্রা* খুব সচেতনভাবে পাঁচ চিন্তকের তত্ত্ব ও চিন্তাকে একটা বাহাসে লিপ্ত করেছে। যেহেতু প্রায় একই সময়ে এই পাঁচ তাত্ত্বিক কাজ করছেন দুনিয়ার একই অংশ থেকে এবং একই অংশকে নিয়ে, ফলে তাঁরা একে অপরকেও ক্রিটিক্যালি পাঠ ও বিবেচনা করেন। এসব সাক্ষাৎকার হয়ে উঠেছিল তাঁদের নিজেদের বাহাসের আরেক ময়দান।

আমাদের এখানে নানা ‘মতবাদ’চর্চার নামে তরুণ প্রজন্মকে যে মান্ধাতার আমলের জিনিসের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়, তা থেকে নিস্তার পেয়ে আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির বিউপনিবেশায়ন কীভাবে ঘটাতে পারি, সে পথের সন্ধান দিতে সাহায্য করবে এই গ্রন্থ। প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয়, ‘পশ্চিমা তত্ত্বচিন্তার আলোচনা বা প্রাদেশিকীকরণই আর যথেষ্ট নয়; খোদ তত্ত্বেরই নতুন তত্ত্বায়ন জরুরি’। *চিন্তার অর্কেস্ট্রা* সেই তত্ত্বায়নে সহায়ক হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

সহুল আহমদ

চিন্তার অর্কেস্ট্রা : পাঁচ বিশিষ্ট চিন্তকের সঙ্গে আলাপচারিতা
সারোয়ার তুষার
প্রকাশক : গ্রন্থিক ঢাকা; প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৩; প্রচ্ছদ : জাহিদ সবুজ; ২৬০ পৃষ্ঠা; দাম : ৭০০ টাকা।

● দেশে-বিদেশে

১ দশমিক ২৫ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হচ্ছে ‘দ্য লিটল প্রিন্স’

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সবচেয়ে বেশি অনূদিত বইগুলোর একটি *দ্য লিটল প্রিন্স*। এই বইটির একটি দুর্লভ কপি ১ দশমিক ২৫ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হতে যাচ্ছে।

এই কপিটি লেখক আতোয়ান দ্য সাঁত এক্সুপেরির হাতে টাইপ করা। এতে লেখকের হাতে লেখা নোট ও স্কেচ রয়েছে। নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি আর্ট ফেস্টিভ্যালে কপিটি বিক্রি হবে।

সূত্র : বিবিসি

দ্য লিটল প্রিন্স-এর প্রচ্ছদ

ইসরায়েলি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বয়কটের আহ্বান

অরুন্ধতী রায়, স্যালি রুনি, র‍্যাচেল কুশনারসহ এক হাজারের বেশি লেখক ও প্রকাশনা পেশাজীবী ইসরায়েলের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বয়কট করার অঙ্গীকার করে একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা বলেন, তাঁরা বৈষম্যমূলক নীতি মেনে চলা বা ইসরায়েলের দখলদারত্ব, বর্ণবাদ বা গণহত্যাকে ন্যায্যতা দেওয়াসহ ফিলিস্তিনি অধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ইসরায়েলি প্রকাশক, সাহিত্য সংস্থা ও প্রকাশনাগুলোর সঙ্গে কাজ করবেন না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠান কখনোই আন্তর্জাতিক আইনে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেয়নি, সেগুলোও বর্জন করা হবে।

প্যালেস্টাইন ফেস্টিভ্যাল অব লিটারেচার (প্যালফেস্ট নামেও পরিচিত) এই ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা লেখক, প্রকাশক, সাহিত্য উৎসবকর্মী হিসেবে এই বিবৃতি প্রকাশ করছি। কারণ, আমরা একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গভীর নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছি। গত অক্টোবর থেকে ইসরায়েল গাজায় অন্তত ৪৩ হাজার ৩৬২ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।’

এদিকে এই বিবৃতির জবাবে সোসাইটি অব অথরস, পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ইনডিপেন্ডেন্ট পাবলিশার্স গিল্ডের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ইসরায়েলের সমর্থক আইনজীবীদের সংগঠন ইউকে লইয়ার্স ফর ইসরায়েল। তারা চিঠিতে বলেছে, এই বয়কট স্পষ্টতই ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ।

সূত্র : *দ্য গার্ডিয়ান*
গ্রন্থনা : রবিউল কমল

শুক্রবার, ৮ নভেম্বর ২০২৪, ২৩ কার্তিক ১৪৩১
ই-মেইল : chakribakri@prothom-alo.info
ফেসবুক : facebook.com/ChakriBakriZone

চাকরি বাকরি

বুয়েটে শিক্ষক নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) চার বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বুয়েটের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

পুরকৌশল বিভাগে একজন অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে বেতন স্কেল ৫৬,৫০০ থেকে ৭৪,৪০০ টাকা। এ বিভাগে দুজন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে বেতন স্কেল : ৩৫,৫০০ থেকে ৬৭,০১০ টাকা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একজন অধ্যাপক নেওয়া হবে। এ পদে বেতন স্কেল ৫৬,৫০০ থেকে ৭৪,৪০০ টাকা।

রসায়ন বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ পাবেন। বেতন স্কেল ৩৫,৫০০ থেকে ৬৭,০১০ টাকা। এ বিভাগে লেকচারার একজন নেওয়া হবে। এ পদে বেতন স্কেল ২২,০০০ থেকে ৫৩,০৬০ টাকা।

তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগে লেকচারার পদে নিয়োগ পাবেন একজন। এ পদে বেতন স্কেল ২২,০০০ থেকে ৫৩,০৬০ টাকা।

যেভাবে আবেদন

বুয়েটের নির্ধারিত ফরমে সব অতীত ও বর্তমান চাকরির পদমর্যাদা, বেতন স্কেল ও তারিখ উল্লেখ করে ১৭ সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার বরাবর জমা দিতে হবে। এর মধ্যে এক সেটের সঙ্গে তিন কপি সত্যায়িত ছবি এবং কম্পট্রোলার বুয়েট বরাবর আবেদন ফি জমার রসিদ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

২৭ নভেম্বর ২০২৪।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

ভেন্যু ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।
আবেদনের শেষ সময় ১৪ নভেম্বর।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত রাজস্ব খাতে একাধিক পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই অধিদপ্তরে সাত ক্যাটাগরির পদে ১২ থেকে ২০তম গ্রেডে ৯৯ জনকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৯৯ পদের মধ্যে সুপারিনটেনডেন্ট পদে একজন নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের যোগ্যতা স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সরকারি অথবা আধা সরকারি অফিসে পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার টাইপিং জানা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেতন স্কেল ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

অফিস সহকারীর শূন্য পদ ৪৫টি। এইচএসসি বা সমমান পাস হলে আবেদন করা যাবে। বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ পাবেন ২২ জন। আবেদনের যোগ্যতা এসএসসি বা সমমান পাস। বেতন স্কেল ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।

এ ছাড়া ২০তম গ্রেডে মালি পদে নেওয়া হবে ৬ জন, নিরাপত্তা প্রহরী পদে ১৯ জন, ইউএসএল (আনস্কিল্ড লেবার) পদে একজন এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে পাঁচজন নিয়োগ দেওয়া হবে।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ওয়েবসাইটে ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিটক নম্বর থেকে ১২১ নম্বরে কল করে সাহায্য নেওয়া যাবে।

আবেদনের শেষ সময়

১৮ নভেম্বর ২০২৪।

WALK-IN-INTERVIEW

Popular Pharmaceuticals PLC. is one of the fastest growing companies in Bangladesh. To sustain our continuous growth, we are looking for smart, energetic & hard-working eligible candidates for the following position.

Medical Information Officer
(General Team)

Key Responsibilities

- Effectively and efficiently share product information to Doctors.
- Generate prescriptions from Doctors and collect orders from chemist shops for achieving the sales target.

Required Qualifications

- Graduate in any discipline having science up to HSC/SSC
- Good communication skills in both English and Bangla
- Willing to work anywhere in Bangladesh
- Willing to build career in Pharmaceutical sales
- Age within 33 years

Benefits We Offer

- Competitive salary package
- Impressive sales incentive
- Leave encashment
- 3 Festival bonuses
- Provident fund
- Gratuity
- Profit share
- TA/DA
- Training allowance for successful trainees
- Foreign Tour

Interested candidates are invited to attend **WALK-IN-INTERVIEW** from 10:00 am to 3:00 pm as per following schedule. Please bring your BIO-DATA, 2 recent passport size photographs, National ID Card, All Academic Certificates (Original & Photocopy) with you.

Location

Dhaka
Popular Pharmaceuticals PLC. Dhaka Sales Depot, 19 Eskaton, (222 Eskaton Old) Near Janakantha, Bhaban, Dhaka-1000, Contact No.: 01819885066. **Date: 11, 12 & 13 November, 2024**

Mymensingh
263/5 Maskanda Zilla Parisad School Road, Mymensingh, Contact No.: 01847213485. **Date: 11 & 12 November, 2024**

Faridpur
Holding # 25/19/2, Barishal Road, Old Bus Stand, Faridpur, Contact No.: 01303496371. **Date: 11 November, 2024**

Khulna
54 Hazi Mohsin Road, Tuth Para, Kabarsthan Road, Khulna, Contact No.: 01857190300. **Date: 12 November, 2024**

Chattogram
Road # 01, House # 60 South Kulshi, Chattogram Contact No.: 01847213568. **Date: 12 November, 2024**

Bogura
Ward: 9, Plot: 508/510, H # 996/A, R # Eidgah Lane (Sutrapur), Bogura, Contact No.: 01817147200. **Date: 12 November, 2024**

Cumilla
Azim Tower, Jagorjuli Highway Road, Rahimpur, Word No:08, Post: Durgapur Adarsha Sadar, Cumilla. Contact No.: 01819556929. **Date: 13 November, 2024**

Rajshahi
Holding No. 432/1 (Shah Alam Mension), Bornali Mor, Ward No. 10, Hetem Khan G.P.O-6000, Boalia, Rajshahi (Beside Padma Int. School) Contact No.: 01814656705. **Date: 12 & 13 November, 2024**

Narayangonj
15 Isdair Road (2nd Floor), Fatulla, Narayangonj, Contact No.: 01811458994. **Date: 11 November, 2024**

Kushtia
House # D-350, Block # D, Ward # 8, Nishan More, Housing Estate, Kushtia, Contact No.: 01847212187. **Date: 12 November, 2024**

Rangpur
House # 69, Road # 1/4, R. K. Satgara Road, Islambag (Ideal More), Rangpur-5400, Contact No.: 01847213091. **Date: 12 November, 2024**

Sylhet
163-Rangdhanu, Airport Road, Chowkidekhi, Sylhet-3100, Contact No.: 01847212872, 01847213523. **Date: 12 November, 2024**

Jashore
Holding No. 1351-00 Talikhala, Puraton Kashba, Police Line Road, Jashore, Contact No.: 01894930900. **Date: 13 November, 2024**

Barishal
Basu Lodge (Inside of Fariya Comunity Centre), South Alekanda Bangla Bazar, Barishal, Contact No.: 01847212488. **Date: 13 November, 2024**

Popular Pharmaceuticals PLC.
Sheltech Panthokunjo, 17 Shukrabad, West Panthopath, Dhaka-1207

RENATA is **Hiring**

PROFESSIONAL SERVICE OFFICER (PSO)

For Sales Pharma Division

Job Location: Anywhere in Bangladesh

BE REMARKABLE — Work for a company which gives you a platform to do amazing things

INNOVATE — Utilize the strength of Renata to innovate and reinvent the future

GROW — Climb up towards the next level by working with an amazing team

WALK-IN-INTERVIEW

JOB RESPONSIBILITIES

> Effectively communicate product information to Medical Professionals
> Achieve sales objectives through the generation of prescriptions and create new markets

ELIGIBILITY

> Graduate in any discipline
> Age not exceeding 32 years

INTERVIEW TIME

> 10:00 AM - 2:00 PM

BENEFITS

RENATA offers a progressive career path and one of the highest compensation & benefits packages in the industry-

> Medical Benefits
> Provident Fund & Gratuity
> Festival Bonus
> Profit Share (WPPF)
> Attractive Incentive Scheme
> Foreign Tour
> Encouraging Allowance : TA & DA
> Group Insurance
> Skill Enhancement Training

INTERVIEW LOCATIONS

Corporate Headquarters (Dhaka)
Date : November 13 & 14, 2024
Plot- 1, Milk Vita Road, Section- 7, Mirpur, Dhaka- 1216

Rajshahi Depot
Date : November 11, 2024
C - 212, Laxmipur, Greater Road, Rajshahi

Teesta Depot (Rangpur)
Date : November 12, 2024
Holding # 5836, Uttam, Hajirhat, Rangpur

Korotoa Depot (Bogura)
Date : November 12, 2024
Betgari, Dhaka Road, Banani, Bogura

Brahmaputra Depot (Mymensingh)
Date : November 12, 2024
By-pass mour, Dhaka Road, Digarkanda, Mymensingh

Atrai Depot (Dinajpur)
Date : November 13, 2024
Holding # 1266, Bhobainagor, Dinajpur

Tangail Depot
Date : November 13, 2024
Holding # 1135, Biswash Betka, Atpukurpar, Dhaka Road, Tangail Sadar, Tangail

Jashore Depot
Date : November 16, 2024
Holding # 1021/B (Sarder Villa), Airport Road, Arabpur, Jashore

Kirtonkhola Depot (Barishal)
Date : November 16, 2024
Amtola More, Band Road, Barishal

Gomti Depot (Cumilla)
Date : November 16, 2024
Holding # 48/01 Ward: 23, Batabaria, Sadar Dakhin, Cumilla

Kushtia Depot
Date : November 17, 2024
Shopnodanga, Holding No: C-76, Housing Estate, Kushtia Sadar, Kushtia - 7000

Khulna Depot
Date : November 17, 2024
62, KDA Commercial Area, Jalil Swaroni, Rayer Mohol, Boyra, Khulna

Chattogram Depot
Date : November 17, 2024
Prashanti Tower-3, Prashanti R/A Road, Colonel Hat, Pahartali, Chattogram

Madhumati Depot (Faridpur)
Date : November 18, 2024
Abd Allah Jahir Uddin Lal Miah Sarak, Kuthibari-1, Kamlapur, Faridpur

Interested candidates are welcome to attend a **WALK-IN-INTERVIEW** at the addresses mentioned above with an Application, updated CV with photograph, original and copy of all Academic Certificates & National ID card as per the given date and time.

www.renata-ltd.com

প্লট বিক্রয়

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পি-ব্লকে দক্ষিণমুখী একটি তিন কাঠার প্লট এবং এবং এম-ব্লকে উত্তরমুখী একটি তিন কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতাগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। সরাসরি : ০১৭১১৫৫৫১৫৬, ০১৭১১০৬০৩৫৩। সি-৬০৪১৫১

✸ রাজউক পূর্বাচল ২২নং সেক্টর, রোড-৪১২, মিউটেশন ও লিজডিড সম্পন্ন একটি ৫ কাঠার প্লট জরুরি বিক্রি হবে। ০১৭১২৫৮২২৩৬। সি-৬০৪৫৯৬

✸ উত্তরা প্রিয়াংকা রানওয়ে সিটিতে ৩ কাঠার কর্নার প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭১১১০৭২৩৮, ০১৯১১৩৯৮৯৩৬। সি-৬০৪৬১৮

✸ (জমির শেয়ার বিক্রয়) বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এম-ব্লকে ২০০ ফিটের সন্নিকটে দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা প্লটে (জি+৬) ১৫০০-বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের শেয়ার বিক্রয়। ০১৭১৭৩০২৭৯৭, ০১৬০১২০০৭৭৭। যাবু-৬০৪৬১১

✸ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। # ০১৮৯৪৮৪১৭৩০। ডি-৬০৪৬৪৭

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। # ০১৮৯৪৯৩৯২৪২। ডি-৬০৪৬৪৮

✸ পূর্বাচল সংলগ্ন বালিভরাট চলমান ৩, ৫, ১০ কাঠার আবাসিক প্লট ও ২০ কাঠার বাণিজ্যিক প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮৪১৭৩৬। ডি-৬০৪৬৪৯

✸ বসুন্ধরা এন-ব্লকে পাশাপাশি দুটি ৩ কাঠা+৩ কাঠা=৬ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে। ০১৭১১৫১০৫৪২। ডি-৬০৪৬৮২

✸ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি, আফতাব নগর, বনশ্রী সংলগ্ন ভরাটকৃত প্লট কাঠা প্রতি ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪৩৩৯২১। সি-৬০৪৭০১

✸ পূর্বাচল নতুন শহর, সেক্টর-১০, রোড-৪১৪, প্লট-০০৮, পরিমাণ ১০ কাঠা প্রবাসী ক্যাটাগরী, বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ : ০১৮১৯২৬৬৬১৮। সি-৬০৪৭০৩

✸ উত্তরা সেক্টর-১৭, ব্লক-ডি, মেট্রো স্টেশনের নিকটে, চমৎকার লোকেশন, ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয়। শুধু প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৩০১৬৬১১১২। সি-৬০৪৬৮১

✸ বসুন্ধরা পি-ব্লকে ৩ কাঠার রেজিস্ট্রি ও বাউন্ডারিকৃত উত্তরমুখী প্লট নং-৪৯৭৬; এখনই বাড়ি করার উপযোগী বিক্রয় হবে। আগ্রহীগণ যোগাযোগ : ০১৯৩৭৮২০১১৪। ডি-৬০৪৬৭১

✸ রাজউক পূর্বাচলে ৮নং সেক্টরে ৫ কাঠা প্লট বিক্রয় করবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১৮০০৯১৪৬। ডি-৬০৪৬৭২

✸ বসুন্ধরায় কাঠাপ্রতি ৩৫ লাখ, পূর্বাচল আমেরিকান সিটিতে ৪০ লাখ, আশুলিয়া মডেল টাউনে ৩০ লাখ। ০১৮১৭১৮০২১৪। ডি-৬০৪৭৫৪

✸ বসুন্ধরা ঢাকা, রাজউক প্ল্যান পাস করা, আই-ব্লক ৮ কাঠা # এল-ব্লক ৫ কাঠা কর্নার # এম-ব্লক ৮ কাঠা # এন এক্স ১০ কাঠা কর্নার। মোবা : ০১৭২৭৫২৫৫৮৫। ডি-৬০৪৬৬৪

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৯৭-৬২৩৯৭৮। টিবু-৬০৪৪৮৫

✸ সাভারে ট্যানারির উত্তরে এখনই বাড়ী করার উপযোগী আধুনিক ল্যান্ড প্রজেক্টে ২.৫-১/২ বিঘার প্লট। যোগাযোগ : ০১৭১৫-৩৫৮৮৯৭। সি-৬০৪৭৪০

✸ রাজউক পূর্বাচল ৩ কাঠা প্লট বিক্রি। সেক্টর-৯, রোড-৩০৪, প্লট-০০ ক্যাটাগরি-সরকারি চাকরিজীবী উত্তর ফেস ৩০ ফিট রোড। মোবা : ০১৭২০২০১১০৯। মহাবু-৬০৪৭৬৬

✸ বসুন্ধরা আ/এ কে-ব্লকে দক্ষিণ-পূর্ব কর্নার ৫ কাঠা, এম-ব্লকে দক্ষিণমুখী ২০ কাঠা, এন-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩ কাঠার প্লট বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১৬-২৪০৭৬০। মহাবু-৬০৪৭৪৬

✸ রাজউক পূর্বাচল ৭/৮/২২/২৮ নং সেক্টরে ৫ কাঠা, ৯/২০/২৩/২৬/২৮ নং সেক্টরে ৩ কাঠা প্লট বিক্রয়, সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৯১৪৬১০২। ডি-৬০৮১৭

✸ ঢাকার সর্বাপেক্ষা সুন্দর আর নান্দনিক ১৮০ ফুট এশিয়ান হাইওয়ে অবস্থিত পূর্বাচল আমেরিকান সিটিতে ১৪০ ফুট রোডে ১২/৬ কাঠার প্লট। ০১৭১৫০৬৬০২৭। ডি-৬০৪৮৪২

✸ পূর্বাচল সেক্টর-৫, ৩ কাঠা ও পূর্বাচল সেক্টর-২, ৫ কাঠা জমি বিক্রি হবে সরাসরি মালিক : ০১৭১২৬৭৩৯৪০। যাবু-৬০৪৭৭৯

✸ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিকে এন ব্লকে ২০০ ফিট রাস্তাসংলগ্ন দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা ও পি ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩, ৪ কাঠার প্লট জরুরি বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১০০০৬২৩৮, ০১৬৪৪৯২৮২৭২। যাবু-৬০৪৭৮০

✸ উত্তরা রাজউক তৃতীয় প্রকল্পের ১৬নং সেক্টরে, 'এইচ-ব্লকে' উত্তরমুখী ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৬৮২৮৩৮০৩৩। ডি-৬০৪৮২৫

ভাড়া হবে

✸ **বাড়ি :** মেইন ধানমন্ডিতে ৩৫০০০ বর্গফুটের একটি আধুনিক ৬ তলা বাড়ি ভাড়া হবে স্কুল, হাসপাতাল ও অফিসের জন্য। মোবাইল : ০১৮২০-১৬৫৫১৫। মহাবু-৬০৪৫৮৩

✸ **অফিস :** ৬১ বিজয়নগর ইস্টার্ন আরজুর দোতলায় ৩০৮ স্কয়ারফিটের পাশাপাশি দুইটা অফিস/দোকান ২৩,০০০ টাকায় ভাড়া। মোবাইল : ০১৯১১৩৩০৪৪৮ (হোয়াটসঅ্যাপ)। সি-৬০৪৬১৯

✸ **ভাড়া হবে :** ২২০০ ব.ফু. আধুনিক ডেকোরেশনসহ ২য় তলায় বিটিভির উল্টো দিকে রামপুরা মেইন রোডের ওপরে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে কমার্শিয়াল স্পেস ভাড়া। মোবাইল : ০১৯৬৯৪০৯০১০। সি-৬০৪৭১৯

✸ **আবাসিক হোটেল :** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৬টি রুম সম্বলিত লিফট, জেনারেটর ও কারপার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭ টিবু-৬০৪৬৯৬

বিবিধ বিক্রয়

✸ অফিস স্পেস বিক্রয় : মতিঝিলে ব্যাংকের নিকট ৫ লক্ষ টাকা চলমান ভাড়ায় পরিচালিত অফিস স্পেস বিক্রয়। ০১৭৫৫-৫১১০২৬, ০১৭৫৫-৫১১০২৩। মো.বু-৬০৪৪৬০

✸ **বিক্রয় হইবে :** ব্যাংক কর্মকর্তার একটি প্রাইভেটকার প্রিমিও জি-সুপিরিয়র বিক্রয় হইবে। মডেল-২০১২, রেজিস্ট্রেশন ঢাকামেট্রো-২০১৬, নীল রং। মোবাইল : ০১৭১৩৪১৪৯৬৭। টিবু-৬০৪৫৮১

✸ **ফ্যাক্টরী :** ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে চালু অবস্থায় পি.ভি.সি পাইপ ও ফিটিংস ফ্যাক্টরী বিক্রয় হইবে। বিদেশী মেশিনারীজসহ জমির পরিমাণ ২ (দুই) একর। সরাসরি যোগাযোগ : ০১৭৬৫-৪৬৬২৯৪। সি-৬০৪৭৩০

✸ **বাণিজ্যিক স্পেস :** বাংলামোটরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৭৭২ ও ১৮২৮ ব.ফু. ও ধানমন্ডি ২৭নং রোডে ব্র্যান্ড নিউ ৫০০০-১০৮৫০ ব.ফু. ও ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোডে রেস্টুরেন্ট অনুমোদনসহ ৩৫০০-১০৩৭৫ ব.ফু. বাণিজ্যিক স্পেস। মোবাইল : ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০৪৮১৫

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ "বিবাহবন্ধন" ম্যারেজ মিডিয়া, দেশে এবং প্রবাসে উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র-পাত্রী সন্ধানের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ৭০% মেম্বার রেফারেন্সে পেয়ে থাকি। বিস্তারিত : www.bibahabondhon.com, বাড়ি-৩১৩/এ, রোড-২১, ডিওএইচএস মহাখালী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৮। ডি-৬০৪৬৩৩

✸ হিন্দু, মুসলিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, বিসিএস, ইমিগ্রান্ট, ব্যাংকার, পাত্রপাত্রীদের সন্ধানে 'যুগলমিলন'-অরবিন্দ। হোয়াটসঅ্যাপ-০১৭১১১৯৬৯০৮, jugolmilon24@gmail.com ডি-৬০৪৭২৩

✸ আগে শাদী পরে সালামী খেদমতের নিয়তে মধ্যস্থতা করি। দারুল খিদমাহ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ০১৭১৮০৪৪৭৪৩ হোয়াটসঅ্যাপ, ০১৭৮১৩৫০৯২৬। সি-৬০৪৭০৬

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্রপাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয়মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে 'ম্যারেজ সল্যুশনবিডি' 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে' # ০১৭৪৫৫৭৩৩৪৯, ০১৬১৮৮৭০৬৮৮। ডি-৬০৪৮০০

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোমসার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৪৭৪৬

✸ ইঞ্জিনিয়ার (২৯+৫´-৮´´ বুয়েট) ম্যাজিস্ট্রেট (২৮+৫´-১০´´) আর্মি (২৭+৫´-১১´´), লেকচারার (৩০+৫´-১০´´ ঢাঃবিঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক (৩০+৫´-৭´´), বিসিএস কর্মকর্তা, ডাক্তার সিটিজেন ও মাল্টিন্যাশনাল পাত্র পাত্রী। সোনিয়া আপা হোম সার্ভিস। ০১৭৭০১৫৮০০০। ডি-৬০৮৪২২

✸ সকলের দোয়ায় কান্তা আপা মক্কা-মদিনায় ওমরাহ পালন করলেন। পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে আসুন। আমাদের অফিস খোলা। মোবাইল : ০১৭১১৮৬০২৬১। lion121kanta@gmail.com ডি-৬০৮২৮

বিবিধ

✸ জমি ক্রয় : পূর্বাচল মিরের বাজার-পিপুলিয়া-কালিগঞ্জ বাজার, কালিগঞ্জ-ঘোড়াশালরোড সংলগ্ন এলাকায় ১-২ বিঘা নিষ্কণ্টক জমি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্যদের যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হলো। ০১৮৫২-৬৮৭৬৫২ (বিকাল ৪টা-রাত ৯টা)। ডি-৬০৪৪৯৮

✸ **পিস্তল ক্রয়-বিক্রয় :** নতুন শটগান রিভলভার, রাইফেল ক্রয়-বিক্রয় মেরামত। আহম্মদ ফায়ার আর্মস কোম্পানি। বাইতুল মোকাররম সুপারমার্কেট। ৯৫১৩৪৭৫, ০১৭১১-৫৩৪২৬৩। ডি-৬০৪৬৬৫

✸ **রিসোর্ট শেয়ার মালিকানা :** ঢাকার সন্নিকটে আলোকিত জহির রিসোর্ট শেয়ারে ১.৫ লাখ টাকায় জমির মালিকানাসহ মাসে আকর্ষণীয় লভাংশ পরের মাস থেকেই। ১৬ বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আলোকিত শিশু। ০১৭০৬০৩৫২৩৩। ডি-৬০৪৭৪৪

হিন্দু পাত্রী চাই

✸ ঢাকায় স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট সাহা (৫´-৮´´) পাত্রের জন্য সরকারি-বেসরকারি দেশি-বিদেশি যেকোনো সম্প্রদায়ের পাত্রী চাই। অভিভাবক : ০১৯৬২৬৪৫৮৬১। ডি-৬০৪৪৫০

✸ ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, উচ্চশিক্ষিত, ছোট পরিবার, ঢাকায় স্থায়ী, সুদর্শন (বয়স : ৩৭, উচ্চতা : ৫´-৫´´), ডিভোর্স পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিত, উচ্চতা : কমপেক্ষ ৫´-৩´´, উপযুক্ত হিন্দু পাত্রী চাই। মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৩০৩৪৬০৪৫৭। সি-৬০৪৬০৫

✸ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট। বিসিএস নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার/ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত সুদর্শন (৩২-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৩৫৪০৫৮৬৫। ডি-৬০৪৬২৬

✸ অস্ট্রেলিয়ার পিআর প্রাপ্ত (এসএসসি ২০০০), ডিভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ই-মেইল : sahasuma404@gmail.com ডি-৬০৪৬৯১

✸ পাত্র কায়স্থ ছুটিতে বাংলাদেশে, সপরিবার আমেরিকার সিটিজেন। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় কর্মরত। স্ত্রী মৃত (৪৪+৫´-৭´´) যেকোনো গোত্রের পাত্রী চলবে। সন্তানে অনাপত্তি, পাত্র # ০১৮৪৮১৭৮৬৭১। সি-৬০৪৭১০

✸ উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবারের, ব্যবসায়ী পুত্র (২৮-৬) পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। অভিভাবক : ০১৮২৯৪৩৮৫৩৯, ০১৮৮২২৪৭৩১৪। ডি-৬০৪৭১২

দোকান ভাড়া

✸ বেইলি রোডে মনোরম লোকেশনে নিচতলায় ৯১৫ বর্গফুট আয়তনের দোকান ভাড়া হইবে। যোগাযোগ : ০১৭৩৩০৭৯৬৪৩। গুলবু-৬০৪৭৫৯

✸ ধানমন্ডি এডিসি এম্পায়ার প্লাজায় চমৎকার লোকেশনে ৪০০ বর্গফুট আয়তনের দোকান ভাড়া হইবে। যোগাযোগ : ০১৭৩৩০৭৯৬৪৩। গুলবু-৬০৪৭৬১

✸ গুলশান জাব্বার টাওয়ারের নিচতলায় ৪৫০ বর্গফুট আয়তনের দোকান ভাড়া হইবে। যোগাযোগ : ০১৭৩৩০৭৯৬৪৩। গুলবু-৬০৪৭৬২

জমির শেয়ার বিক্রয়

✸ ইসিবি চত্বর ১৮০ ফিট রাস্তার সাথে জমির শেয়ার বিক্রয়। পার শেয়ার ২৮৫০,০০০/= ফ্ল্যাট সাইজ ১৩৭০ ব.ফু. ১৩ তলার ফ্ল্যাট লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ হবে। জমি ৯ কাঠা। ০১৭১১০৭০১৭৩, ০১৩০৩৮৭৪৮৩৭। সি-৬০৪০৬৮

✸ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কে-ব্লকে ৫৫ লক্ষ টাকায় ৮ কাঠা জমিতে ১৭০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের ২টি শেয়ার বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০৪৬৭৮

✸ রাজউক পূর্বাচল সেক্টর-২এ ৩০০ ফিটের সাথে এবং লেকের পাশে ১০ কাঠা জমিতে ২২২৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার বিক্রয় হবে। ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০৪৬৭৬

হিন্দু পাত্র চাই

✸ বিবিএ, এমবিএ, এসএসসি-২০০৯ উচ্চতা (৫´-৭´´) সাহা পরিবারের সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত হিন্দু পাত্র চাই। অসবর্ণে অনাপত্তি। অভিভাবক # ০১৭২৩-৪০৮৮৪৮। মহাবু-৬০৪৭৭০

✸ ঢাকায় সু-প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ হিন্দু পরিবারের (৫´-৪´´+২৫) এম.বি.এ অধ্যয়নরত ফর্সা, কন্যার জন্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার এমবিএ, সি.এ, বিসিএস ক্যাডার, ব্যাংকার/বিদেশে কর্মরত হিন্দু কায়স্থ পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৮১৯২২০৫১৭, biplabbose70@yahoo.com টিবু-৬০৪৭৪২

✸ সরকারী মেডিকেল এমবিবিএস (২৬-৫´-৩´´) ইন্টার্নিরত সাহা পাত্রির ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার/ বিসিএস ক্যাডার পাত্র চাই। অসবর্ণে অনাপত্তি। মোবাইল : ০১৭৩১-৩১০০৫১। টিবু-৬০৪৬৯২

✸ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কর্মকার পরিবারের সুশ্রী সুন্দরী এম.বি.বি.এস ডাক্তার (এস.এস.সি. ২০০৮ইং) বেসরকারী হাসপাতালে কর্মরত পাত্রীর জন্য হিন্দু ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ করুন : ০১৮৮৬-৩০১৪৪১। সি-৬০৪৭১৬

✸ ৫ ফিট, শ্যামলা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকার (৩৩ বছর) জন্য উপযুক্ত হিন্দু পাত্র চাই। ০১৫২১২৫৭৫২৪। সি-৬০৪৮২৭

✸ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল/ইন্টার্নিরতা (৫´-৫´´-২৪) বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট সদ্য পাস (২৩+৫´-৪´´) সুদর্শনা সুন্দরী কন্যাদ্বয়ের দেশ-বিদেশের আর্জেন্ট উপযুক্ত। মোবাইল : ০১৯১৫-৯৩৮০৭৮। ডি-৬০৪৮৩১

ফ্ল্যাট ভাড়া

✸ গুলশান আবাসিক এলাকায় বিলাশবহুল ফ্ল্যাট ভাড়া হবে। বাড়ি-৪৮, ফ্ল্যাট-৬/বি, রোড-২৮, ব্লক-সিডব্লিউএস। মোবাইল : ০১৭১৮৬৬৮৬৪৮, ০১৫১১৮০৭৬৯৫। সি-৬০৪০৪৫

✸ নিকেতন সি-ব্লকে লেকপাড়ে ২৮০০ বর্গফুটের হাতিঝিলভিউ ৪ বেড, ৫ বাথ, ৬ বারান্দা, ২ কারপার্কিং, গ্যাস লাইনসহ অত্যাধুনিক আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট ভাড়া। যোগাযোগ : ০১৭১৫০১৭৭৯৩, ০১৭৩৯২৫০৬৯০। মহাবু-৬০৪৫৯৩

বাড়ি বিক্রয়

✸ লালবাগ আব্দুল আজিজ লেন দুই ইউনিট বিশিষ্ট তিতাস গ্যাসসহ ৫ তলা বাড়ি বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭১১১০৭২৩৮, ০১৯১১৩৯৮৯৩৬। সি-৬০৪৬১৭

✸ পূর্বাচল ১নং সেক্টরে, ১০ কাঠা জমিতে একটি একতলা বাড়ি বিক্রি হবে। কেবলমাত্র প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। হোয়াটসঅ্যাপ : +৮৮০১৭৯৯৪২৪৩৫৪, manjur.mahmud@gmail.com ডি-৬০৪৬৭৪

✸ হাতিরঝিল সংলগ্ন ৬.৫০ কাঠা জমির উপর নির্মিত ১২টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ৬তলা ভবন সকল সুবিধাসহ বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৭৬২৮১৭৪৮, ০১৯১৯২৭৭৩৯৪। টিবু-৬০৪৪৮৪

✸ পূর্বাচল ৩০০ ফিট সংলগ্ন পিংকসিটি আ/এ ৩ কাঠা ও ৫ কাঠা ও ৬.৫০ কাঠা জমির উপর ৩টি ডুপ্লেক্স বাড়ি ও পূর্ব শেওড়াপাড়ায় ৩.৩২ কাঠায় ৪তলা বাড়ি বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০৪৮১৩

হিন্দু পাত্র চাই

✸ ২০২০-এ এমবিবিএস, লন্ডন থেকে প্ল্যাব-২ উত্তীর্ণ ও বর্তমানে শিশুরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষারত (এমআরসিপিসিএইচ, পার্ট-৩ অধ্যয়নরত) ইংল্যান্ডে রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তার পাত্র চাই (ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য)। অভিভাবক : ০১৮১৯৪২৫৩০২, ০১৭৩২৬০৫৭৯১। সি-৬০৪৫৮৯

✸ এমবিএ ২০২৩ কম্প্লিটেড পাত্রীর জন্য বিদেশে অবস্থানরত হিন্দু পাত্র চাই। মোবা : ০১৯১৩৫৯১২৭৮। ডি-৬০৪৩০৩

✸ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা পিতার কন্যা আমেরিকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে বর্তমান আমেরিকায় কর্মরত কন্যার জন্য আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত গ্রিনকার্ডধারী ব্রাহ্মণ ৩০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। অভিভাবক অথবা পাত্র নিজে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। মোবাইল : ০১৭১৫০৩৯৫০৪। ডি-৬০৪৪৮৯

✸ ঢাকায় বসবাসরত পরিবারের ইউরোপে মাস্টার্স (শেষ পর্যায়ে) অধ্যয়নরত পাত্রীর বিদেশে বসবাসরত/নাগরিক পাত্র। এসএসসি ২০১০, ৫´-৫´´, যোগাযোগ অভিভাবক : ০১৭৭৪৮৬৮২১০। ডি-৬০৪৫২৩

✸ সুশ্রী, শিক্ষিতা, সুশীল বৈশ্য (সাহা) কন্যা (৫´-৫´´, ফর্সা) এমবিএ, বিবিএ। উপযুক্ত পাত্র চাই। ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুশীল পাত্র অগ্রাধিকার। যোগাযোগ : sahamita284@gmail.com, ০১৪০৩৪৮৯০৪৭। সি-৬০৪৫৮০

✸ সচিবের কন্যা ও/এ লেভেল, এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল, ৪৩তম বিসিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন্ট, (২৭+৫´-৫´´) ঢাকায় সেটেল্ড, সুন্দরী পাত্রীর পাত্র। # ০১৩১২৪২০৬৮২। যাবু-৬০৪৬১২

✸ ঢাকায় বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার সাহা (এসএসসি-২০১০, ইইই) সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার পাত্র। অভিভাবক : ০১৭১১৩২৯৭৭৪। সি-৬০৪৬৩২

✸ সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের কায়স্থ সম্প্রদায়ের স্মার্ট সুন্দরী (৫´-২´´+২৮) এমএসসি পাত্রীর জন্য চাকুরিজীবী-ব্যবসায়ী-প্রবাসী পাত্র # +৮৮০১৮১৫৭৭৭৮৮০, ০১৭১৪২৮৪৫৯৫। উবু-৬০৪৬৬৩

> আমি হতাশ, ঈশ্বরের দিব্যি আমি হতাশ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর ইনস্টাগ্রামে **কার্ডি বি**

টুকরো খবর

নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদ

আজ বিকেল চারটায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মূল ফটকে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন পুনর্গঠন অন্তর্বর্তী কমিটি। দেশ নাটকের *নিত্যপুরাণ* নাটকের মঞ্চায়ন বন্ধের প্রতিবাদে এটি করা হবে। **বিনোদন ডেস্ক**

১৮ বছর পর

১৮ বছর পর আবার একসঙ্গে বড় পর্দায় ফিরছেন গোবিন্দ আর অক্ষয় কুমার। ২০০৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল গোবিন্দ, অক্ষয় কুমার ও পরেশ রাওয়াল অভিনীত হাসির ছবি *ভাগম ভাগ*। সুপারহিট এই ছবির দ্বিতীয় কিস্তি আনার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। *ভাগম ভাগ ২*-এ গোবিন্দ ও অক্ষয় কুমার আবার দর্শক হাসাবেন। ছবিটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে। **প্রতিনিধি**, মুম্বাই

গোবিন্দ ও অক্ষয়। ছবি : আইএমডিবি

নিলয়-হিমির দুই নাটক

ইউটিউবে বাংলাদেশ থেকে নিলয় আলমগীর ও জান্নাতুল হিমি অভিনীত নাটক বরাবরই ট্রেন্ডিংয়ে থাকে। গতকালও ট্রেন্ডিংয়ের সেরা দশে ছিল নিলয়-হিমির দুই নাটক *বেক্কল না সোজা* ও *বাড়ির পাশে শ্বশুরবাড়ি*। দুটিই কমেডি ঘরানার নাটক। একটির পরিচালক আদিবাসী মিজান, অন্যটির মোহন খান। নাটকের লিংকের নিচে মন্তব্যের ঘরে অনেক দর্শক লিখেছেন, নিলয়-হিমি জুটির রসায়ন আর হাস্যরসের কারণে নাটক দুটি পছন্দ করেছেন তাঁরা। **বিনোদন ডেস্ক**

বেক্কল না সোজা নাটকের পোস্টার

প্রেম ভাঙল

বছরখানেক আগে প্রেমের খবর প্রকাশ করেছিলেন কোরীয় অভিনেতা কোয়াক সি ইয়ং ও অভিনেত্রী লিম হিয়োন জু। বছর ঘুরতেই প্রেমে ইতি টানলেন এই তারকা জুটি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রেমের ঘোষণা দেন এই জুটি। **বিনোদন ডেস্ক**

৩৬-২৪-৩৬ সিনেমায় দেখা যাবে শাওন, দীঘি ও কারিনা কায়সারকে। ছবি : চরকির সৌজন্যে

আজ প্রিয়ন্তীর বিয়ে

চলচ্চিত্র

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সব প্রস্তুতি শেষ, এবার শুধু বিয়ের আনন্দ আয়োজনের পালা। প্রিয়ন্তীর বিয়ে। তার চাওয়া ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। হবে কি তার ইচ্ছাপূরণ? সেটাই এবার বড় পর্দায় দেখা যাবে। বিয়ের নিয়মিত সব ঘটনার সঙ্গে থাকছে আরও নানা কাহিনি। আজ থেকে প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে চরকি প্রযোজিত ৩৬-২৪-৩৬।

বিয়ের এ আয়োজনে 'শামিল' হতে পারবেন সারা দেশের মানুষ। প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি দেখার মাধ্যমে দর্শক পেতে পারেন বিয়েবাড়ির আনন্দ। ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্স, ব্লকবাস্টার সিনেমাস, শ্যামলী সিনেমা, আনন্দ, সৈনিক ক্লাব, বিজিবি অডিটরিয়াম, লায়ন সিনেমাসে দর্শক সিনেমাটি দেখতে পারবেন। রাজধানীর উত্তরার দর্শক দিয়াবাড়ির মিউজিক মুভি থিয়েটারে সিনেমাটি উপভোগ করতে পারবেন। নারায়ণগঞ্জের সিনেস্কোপ, সিলেটের গ্র্যান্ড মুভি থিয়েটারসহ রাজশাহী, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, সান্তাহার, কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রামের সিলভার স্ক্রিনে সিনেমাটি প্রদর্শিত হবে।

রোমান্টিক কমেডি ঘরানার সিনেমা ৩৬-২৪-৩৬। বর তাহসির (সৈয়দ জামান শাওন) আর কনে প্রিয়ন্তীর (প্রার্থনা ফারদীন দীঘি) বিয়েকে ঘিরে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা নিয়েই সিনেমা। সিনেমাটি নিজের আগের কাজগুলোর মতো নয় বলে জানিয়েছেন দীঘি। 'এককথায় বলব, সিনেমাটি ফুল অব এন্টারটেইনমেন্ট। দর্শক খুব মজা পাবে। যে একবার দেখতে বসবে, তার মনে হবে সিনেমাটি শেষ করতে হবে। বেশ বড় আয়োজনে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। সবাইকে প্রেক্ষাগৃহে আমন্ত্রণ।'

'প্রেম, মজার ঘটনা, কিছু সমস্যা নিয়ে এগিয়েছে সিনেমার কাহিনি। আর এসবই ঘটছে একটি বিয়েকে কেন্দ্র করে। দর্শক এটি দেখলে খুবই মজা পাবেন,' বললেন ছবির 'তাহসির' সৈয়দ জামান শাওন।

> সিনেমাটি ফুল অব এন্টারটেইনমেন্ট। দর্শক খুব মজা পাবে। যে একবার দেখতে বসবে, তার মনে হবে সিনেমাটি শেষ করতে হবে। বেশ বড় আয়োজনে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। সবাইকে প্রেক্ষাগৃহে আমন্ত্রণ।
>
> **দীঘি**, অভিনয়শিল্পী

সিনেমার আরেকটি প্রধান চরিত্র করেছেন কারিনা কায়সার। সিনেমায় তাঁর চরিত্রটির নাম সায়রা, তিনি একজন মেধাবী ও সফল ওয়েডিং প্ল্যানার। এ সিনেমা দিয়েই বড় পর্দায় নাম লেখাচ্ছেন কারিনা কায়সার। নেটদুনিয়ায় বেশ জনপ্রিয় এই তারকাকন্যা। কয় দিন ধরে ফেসবুকে ঘুরছে বাবা জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার কায়সার হামিদের সঙ্গে করা ভিডিও, যেখানে মূলত এই সিনেমার প্রচারণাই চালাচ্ছেন কারিনা। 'গতানুগতিক গল্পের বাইরে এসে কাজটি করার চেষ্টা করেছি। আশা তো করছি সবার ভালো লাগবে। অনেকের মতো আমিও সেই ভালো লাগার কথা শোনার অপেক্ষা করছি,' বললেন কারিনা।

রেজাউর রহমান, কারিনা কায়সার ও মোনতাসির মান্নানের রচনা এবং রেজাউর রহমানের পরিচালনায় ছবিটিতে আরও আছেন গোলাম কিবরিয়া তানভীর, আবু হুরায়রা তানভীর, মিলি বাশার, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, শহীদুল আলম সাচ্চু, রোজী সিদ্দিকী, শামীমা নাজনীন প্রমুখ। সিনেমাটি ইউ (ইউনিভার্সাল) সার্টিফিকেট পেয়েছে। তাই সব বয়সী দর্শকই সিনেমাটি দেখতে পারবেন।

বড় পর্দায় রেজাউর রহমানের এটি প্রথম কাজ। এর আগে চরকির জন্য বানানো তাঁর অরিজিনাল সিরিজ *ইন্টার্নশিপ* বেশ আলোচিত হয়েছিল। রেজাউর রহমান বলেন, 'প্রেক্ষাগৃহে রম-কম জনরার সিনেমা অনেক দিন ধরে হয় না। মজার সিনেমা তো সবাই দেখতে চায়। আমার ধারণা, ৩৬-২৪-৩৬ দর্শকদের সেই চাহিদা মেটাতে পারবে। দীঘিকে এখানে অন্যভাবে পাওয়া যাবে। আর এ সিনেমায় আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু কারিনা কায়সারের অভিষেক হচ্ছে। সব মিলিয়ে আমি খুবই রোমাঞ্চিত।'

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর এসকেএস টাওয়ারের স্টার সিনেপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় এর প্রিমিয়ার শো। উপস্থিত ছিলেন ৩৬-২৪-৩৬ সিনেমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আরও ছিলেন অভিনয়শিল্পী, নির্মাতা, কলাকুশলীরা। অনুষ্ঠানে চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'চরকি সব দর্শকের কথাই ভাবে, সবাইকে নিয়েই এগিয়ে যেতে চায়। তাই শুধু প্ল্যাটফর্মে নয়, প্রেক্ষাগৃহেও সিনেমা মুক্তি দিতে চেয়েছি। ভবিষ্যতেও চরকি থেকে সিনেমা মুক্তি পাবে।'

শিল্পীরাও নিজেদের অনুভূতি জানান। ছবিটি দেখতে এসেছিলেন নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, সৈয়দ আহমেদ শাওকী, অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা, শাহনাজ খুশি, সুষমা সরকার, টয়া, অভিনেতা এফ এস নাঈম, সৌম্য, দিব্যসহ অনেকে।

মিনিস্ট্রি অব লাভ প্রজেক্টের পঞ্চম সিনেমা ৩৬-২৪-৩৬। এ প্রজেক্টের আওতায় এর আগে নির্মিত হয়েছে *সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি*, *মনোগামী*, *কাছের মানুষ দূরে থুইয়া* এবং *ফরগেট মি নট*। সিনেমাটির নির্বাহী প্রযোজক ছবিয়াল।

ওটিটি : কী দেখবেন, কোথায় দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

রঙিলা কিতাব
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : হইচই
দিনক্ষণ : চলমান
গতকাল রাতে মুক্তি পেয়েছে অনম বিশ্বাসের *রঙিলা কিতাব*। কিঙ্কর আহসানের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন পরীমনি, মোস্তাফিজুর নূর ইমরান। এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুপ্তি ও প্রদীপের সুখের সংসার। কিন্তু তাদের এই সুখ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। প্রদীপের অতীত কার্যকলাপের কারণে একদিকে গ্যাংয়ের লোকজন, অন্যদিকে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়ায়। তার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে বেড়ায় অন্তঃসত্ত্বা সুপ্তি।

খাসির পায়া
ধরন : অ্যানথোলজি সিরিজ
স্ট্রিমিং : চরকি
দিনক্ষণ : চলমান
শরীফুল হাসানের ছোটগল্প অবলম্বনে অ্যানথোলজি সিরিজ *আধুনিক বাংলা হোটেল* বানিয়েছেন কাজী আসাদ। গত বুধবার মধ্যরাতে মুক্তি পেয়েছে সিরিজটির দ্বিতীয় পর্ব *খাসির পায়া*। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম।

সিটাডেল : হানি বানি
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ : চলমান
রুশো ভ্রাতৃদ্বয়ের *সিটাডেল* ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি। রাজ ও ডিকে পরিচালিত এই সিরিজ মূলত সিটাডেল ইউনিভার্সের প্রিকুয়েল। এক উঠতি অভিনেত্রী হানিকে নিয়ে গল্প। এক শুটিংয়ে স্টান্টম্যান বানির সঙ্গে পরিচয়। এই বানিই তাকে গুপ্তচর দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এরপর শুরু হয় সন্তান নাদিয়াকে নিয়ে হানির নতুন যাত্রা। অ্যাকশন, থ্রিলার ধাঁচের এই সিরিজের প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামান্থা রুথ প্রভু ও বরুণ ধাওয়ান।

রঙিলা কিতাব-এর দৃশ্য। ছবি : হইচইয়ের সৌজন্যে

মণিপুরি চলচ্চিত্র 'তিরাস'

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্মিত হলো স্বল্পদৈর্ঘ্য মণিপুরি চলচ্চিত্র *তিরাস*। কমলগঞ্জের মণিপুরি গ্রাম ঘোড়ামারায় সম্প্রতি ছবিটির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। ১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ছবিটির ভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, থাকবে ইংরেজি সাবটাইটেল। নির্মাতা শুভাশিস সিনহা জানিয়েছেন, গরুর দুধ বেচে সংসার চালান, এমন এক মণিপুরি নারীর জীবনের ট্র্যাজিক গল্প নিয়ে লেখা তাঁর চিত্রনাট্য থেকে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রটির মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জ্যোতি সিনহা ও শিশুশিল্পী অথৈ। এ ছাড়া আছেন বিধান, সমরজিৎ, স্বর্ণালী ও শ্যামলী। নির্বাহী প্রযোজক উত্তম কুমার সিংহ ও সাজেদুল ইসলাম। চিত্রগ্রহণ আবিদ মল্লিক। সংগীত পরিচালনা করেছেন শর্মিলা সিনহা।

মণিপুরি থিয়েটারের অডিও-ভিজ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম 'তাহারা' থেকে নির্মিত ছবিটি আগামী জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার করার ইচ্ছা আছে বলে জানালেন নির্মাতা। তিনি জানান, প্রান্তিক পর্যায়ে নাট্য আন্দোলনের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের স্বাধীন ও নিজস্ব ধারা তৈরির প্রয়াসে এর আগেও তাহারা থেকে নির্মিত হয়েছে চারটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি *আলো আমার আলো*, *আজ দীপার সবকিছু ভালো লাগছে*, *তেই* ও *ইনাফি*। শুভাশিস সিনহা জানালেন, 'তিরাস অর্থ তৃষ্ণা। এ চলচ্চিত্রে এক হতদরিদ্র মা আর তাঁর ছেলের সম্পর্ককে মণিপুরি ঐতিহ্যের পৌরাণিক গল্পের আদলে দেখার চেষ্টা করেছি। মানবিক আবেদনপূর্ণ গল্পটি সবাইকে স্পর্শ করবে বলে আশা রাখি।'

মণিপুরি চলচ্চিত্র *তিরাস*-এর দৃশ্য। ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

> আমরা ভাগ্যবান, কারণ (আইপিএল) নিলামের ঠিক আগে আগে ওদের বিপক্ষে সিরিজ খেলব।

এইডেন মার্করাম
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভালো করার **অন্য** প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক

উইন্ডিজ সিরিজেও অনিশ্চিত মুশফিক

আঙুলে চোট

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মুশফিকুর রহিম

আঙুলে চোট পেয়ে আফগানিস্তান সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন মুশফিকুর রহিম। ৯ ও ১১ নভেম্বর সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে খেলা হবে না তাঁর। এমনকি এ মাসেই শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও মুশফিকের খেলা হচ্ছে না বলেই ধরে নেওয়া যায়। গত পরশু শারজায় সিরিজের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের ইনিংসের শেষ দিকে উইকেটকিপিং করার সময় বাঁ হাতের তর্জনীতে চোট পেয়েছেন মুশফিক।

বাংলাদেশ দলের ফিজিও দেলোয়ার হোসেনকে উদ্ধৃত করে কাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, প্রথম ম্যাচে উইকেটকিপিং করার সময় বাঁ হাতের তর্জনীর ডগায় ব্যথা পেয়েছেন মুশফিক। ম্যাচ শেষে করানো এক্স-রে জানিয়েছে, তাঁর তর্জনীর জোড়ার দিকে হাড় ফেটে গেছে।

আঙুলের এই চোটের কারণেই গত পরশু প্রথম ম্যাচে মুশফিক ৭ নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। মুশফিকের পুরোপুরি সুস্থ হতে যেহেতু ছয় সপ্তাহের মতো সময় লেগে যাবে, আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও তাঁর খেলা অনিশ্চিত মনে হচ্ছে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেনের কাছে, 'মেডিকেল টিম থেকে যা জেনেছি, তাতে মুশফিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে। টেস্ট তো খেলতেই পারবে না।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট দুটি শুরু হবে ২২ ও ৩০ নভেম্বর। ৮ ডিসেম্বর শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। এরপর টি-টোয়েন্টি সিরিজ থাকলেও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন মুশফিক।

ওদিকে অসুস্থতার কারণে আফগানিস্তান সিরিজের দলে না থাকলেও আজ শারজায় যাচ্ছেন লিটন দাস। উদ্দেশ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য সেখান থেকে দলের সঙ্গী হওয়া। লিটন অবশ্য এখনো পুরোপুরি সুস্থ নন। আফগানিস্তান সিরিজের বাকি দুই ম্যাচেও তাঁর স্কোয়াডে ঢোকার সম্ভাবনা নেই। মুশফিকের জন্য অন্য কোনো বিকল্পও পাঠাবে না বিসিবি।

ছোট পর্দায় আজ

২য় ওয়ানডে	*স্টার স্পোর্টস ১*
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান	সকাল ৯-৩০ মি.
১ম টি-টোয়েন্টি	*স্পোর্টস ১৮-১*
দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত	রাত ৯টা
সৌদি প্রো লিগ	*সনি স্পোর্টস ২*
আল হিলাল-আল ইত্তিফাক	রাত ৮-৪৫ মি.
আল রিয়াদ-আল নাসর	রাত ১১টা
বুন্দেসলিগা	*সনি স্পোর্টস ২*
ইউনিয়ন-ফ্রাইবুর্গ	রাত ১-৩০ মি.

এবার কী বলবেন নাজমুল

আফগানিস্তান-বাংলাদেশ সিরিজ

প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ব্যাটিং যেভাবে ধসে পড়েছে, তা দেখার পর কিছু প্রশ্ন তো মনে জাগেই।

মেহেদী হাসান, *ঢাকা*

দুনিয়ায় অনেক রকম পতন আছে। তবে মূলধারার পতন সম্ভবত দুই রকম। বিলম্বিত পতন ও দ্রুত পতন। চাইলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সৌজন্যে আরও একটি পতন আবিষ্কার করে নিতে পারেন। আশ্চর্য পতন!

এমন পতন যে চোখে দেখেও যা বিশ্বাস হয় না। যদিও বাংলাদেশের ক্রিকেট দেখে পতনে গাত্রদাহ হওয়ার কথা নয়। পতনে পতনে সব সয়ে যাওয়ার কথা। তবু শারজায় পরশু যা ঘটল, বিশ্বাস করা কঠিন।

২৩৫ রান তাড়ায় বাংলাদেশের সংগ্রহ যখন ২ উইকেটে ১২০, ততক্ষণে আফগানিস্তানের দুটি রিভিউ শেষ, একাধিক জীবনও পেয়ে গেছেন নাজমুল হোসেন ও মেহেদী হাসান মিরাজ, ৮ উইকেট হাতে নিয়ে বাংলাদেশের দরকার ১১৬ রান, ওভারও বাকি অনেক (২৪.১)। এখান থেকে ধসে পড়া বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। তবু পরশুর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া গবেষণার বিষয়। ৫৩ বলের মধ্যে ২৩ রানে পড়েছে শেষ ৮ উইকেট। হিসাবটা আরেকটু ছোট করা যায়। ২৪ বলের মধ্যে পড়েছে শেষ ৭ উইকেট, ১৮ বলের মধ্যে শেষ ৬। মিডল অর্ডার উধাও হতে লেগেছে ১০ বল—ফিরেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ, মাহমুদউল্লাহ ও মুশফিকুর রহিম। তবু বলবেন, এটাও নতুন কী! ম্যাচ দেখে থাকলে হয়তো আপনার এমনও মনে হয়েছে, মাত্র ৫টি ওয়ানডে খেলা ১৮ বছর বয়সী এক ছেলের সামনে স্রেফ হাত-পা বেঁধে ব্যাটিংয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে! গজনফরের রহস্য-স্পিন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কাছে এমনই রহস্য হয়ে উঠেছে যে তিনি পেয়ে গেছেন ৬ উইকেট।

কিন্তু গজনফরের বোলিংয়ের কলাকৌশল তো দুনিয়াতে পরশুই নাজিল হয়নি! ক্যারম বল, অফ স্পিনার হয়েও দুই দিকে বাঁক খাওয়ানো—এসব ক্রিকেটে পুরোনো অস্ত্র। আম-জনতার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে অজন্তা মেন্ডিসের সময় থেকে। সেখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হয়েও এমন বোলিংকে 'আনপ্লেয়েবল' বানিয়ে শরীরী ভাষায় ত্রাহি ত্রাহি রব তোলা আশ্চর্যের নয় তো কী!

সেই আশ্চর্যে আশ্চর্যতম হতে পারে মুশফিকের আউট। চোট পাওয়ায় সাতে নেমেছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতম (৪৬৮ ম্যাচ) ব্যাটসম্যান। শোনা যায়, মুশফিকের অনুশীলনের মাত্রা যে কারও জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট। সেই রেফারেন্সের ছাপটা এমন, গজনফরের ক্যারম বলে পরাস্ত তো হলেনই, বলের ফ্লাইটেও হারালেন শরীরের ভারসাম্য। যেন নিশির ডাকে মোহগ্রস্ত হয়ে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ যদি এভাবে স্টাম্পড হন, তখন ভিত নিয়েও প্রশ্ন ওঠে বৈকি।

> ম্যাচ দেখে থাকলে হয়তো আপনার এমনও মনে হয়েছে, মাত্র ৫টি ওয়ানডে খেলা ১৮ বছর বয়সী এক ছেলের সামনে স্রেফ হাত-পা বেঁধে ব্যাটিংয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে!

কিন্তু সেই প্রশ্নে না যাওয়াই উত্তম। গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল সাংবাদিকদের ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, 'আপনারা যাঁরা (সাংবাদিকেরা) আছেন, আমরা হয়তো আপনাদের চেয়ে বেশি জানি কোন উইকেটে কোন শট খেলতে হবে।'

বিলক্ষণ ঠিক কথা। নাজমুলদের কাজই খেলা। তাঁরাই সবচেয়ে ভালো জানেন। বাকিদের কাজ খেলা দেখা। সমস্যা হলো, সেই খেলা দেখতে দেখতে কখনো কখনো চোখ ব্যথা করে। বাজে সিনেমা দেখে হল থেকে বের হয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার মতো তাই দু-একটি আর্তি মুখ ফসকে বেরিয়েও পড়ে। সে ধারাতেই নাজমুল গোস্তাখি মাফ করলে একটি বিষয় পেশ করা যায়। ডিপ স্কয়ার লেগের ফিল্ডার তুলে স্লিপে এনে সুইপ করার যে 'টোপ'টা তাঁকে দেওয়া হলো, সেটি কি গিলতেই হতো! এসব নিয়ে বিস্ময় বা প্রশ্ন এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও খুব কম ওঠে। কারণ, ম্যাচের দিনেও বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ট্রেন্ড' হয় না। ব্যাপারটা শঙ্কার না স্বস্তির, সবাই তা বোঝেন। কথায় আছে, দর্শক না থাকলে সব খেলাই তো অর্থহীন। তবে নাজমুলরা যেহেতু জানেন কোন উইকেটে কেমন শট খেলতে হবে, তাই ওই আশ্চর্য পতনের পরও সবাই হয়তো ভেবেছেন, সবজান্তারা এর চেয়ে বেশি আর কী করবেন! ওটাই সামর্থ্য—২ উইকেটে ১২০ থেকে ১৪৩-এ অলআউট হওয়া। সক্ষমতা সম্ভবত ৪ উইকেটে ৩৫ থেকে ৫০ ওভার খেলে ২৩৫ করতে পারা।

তবে নবীদের চেয়ে সক্ষমতার ভালো উদাহরণ রশিদ খান। এই লেগ স্পিনার ওভারে চার-পাঁচটি গুগলিও করেন কখনো কখনো। মাহমুদউল্লাহর তা অজানা থাকার কথা নয়। এই সিরিজের প্রস্তুতিতে কোচেরাও নিশ্চয়ই রশিদের গুগলি-অধ্যায় ভালোভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মাঠে দেখা গেল, মাহমুদউল্লাহ রশিদের হাত থেকে বলটি পড়তে পারেননি। আবহমান বাংলার চিরায়ত 'বাঙালি সহজ-সরল' কথাকে প্রমাণ করতেই যেন শরীর থেকে দূরে ড্রাইভ খেললেন। তাতে ব্যাট ও প্যাডের মাঝ গলে বল ঢোকার মতো যে ফাঁকটা তৈরি হলো, সেটি কি শুধু বোল্ড হওয়ার পথরেখা নাকি বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মাঝে যে ফারাক—সেটারও রূপক ব্যবধান?

ব্যবধানের কথা বললে শারজার প্রসঙ্গও আসবে। এই মাঠে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৯ ম্যাচের সব কটিতে হেরেছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান আবার এই মাঠেই গত সেপ্টেম্বরে ওয়ানডে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে। ২৯ ওয়ানডের মধ্যে জিতেছে ১৯টি—যেখানে সর্বশেষ ১১ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ৯টি। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে কী হতে পারে, সেটা এই পরিসংখ্যানে ধারণা করতে কষ্ট হলে কাজটা সহজ করে দিতে পারেন রশিদ-গজনফররা।

তবু আশায় বুক বাঁধার সুযোগ থাকে নাজমুলের একটি কথায়। পরশু হারের পর বলেছেন, প্রস্তুতি দারুণ ছিল। শুধু দিনটা তাঁদের ছিল না। তাহলে ভাগ্যও একটা ব্যাপার! যদিও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দিন কেড়ে নিতে হয়, কেউ দেয় না। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা কোন উইকেটে কোন শট খেলতে হবে, সেটা তাঁদের মতো অত ভালো জানেন না। তাই পরের দুই ম্যাচেও সবকিছু নাজমুলদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বলতে হয়, দেখেন যা ভালো মনে করেন!

১১ রানে শেষ ৭ উইকেট, তবু রেকর্ড নয়

খেলা ডেস্ক

৩ উইকেটে ১৩২ থেকে ২৪ বলের মধ্যেই ১৪৩ রানে অলআউট—পরশু শারজায় এমন ধপাস পতনই হয়েছে বাংলাদেশের ইনিংসের। বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, এর চেয়েও কম রানে শেষ ৭ উইকেট হারানোর 'কীর্তি'-ও যে আছে! ২০১৪ সালে মিরপুরে যে ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১০৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৫৮ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ, সেই ম্যাচে শেষ ৭ উইকেট পড়েছিল মাত্র ৮ রানে।

ওয়ানডে ইতিহাসে নাজমুলদের শারজা-কাণ্ডের চেয়ে কম রানে শেষ ৭ উইকেট হারানোর উদাহরণ আছে ৬টি। সর্বনিম্ন ৩ রানে শেষ ৭ উইকেট হারানোর রেকর্ডটা জিম্বাবুয়ের। ২০০৮ সালে হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪ ওভারের মধ্যে ৩ উইকেটে ১২৪ থেকে ১২৭ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে।

বাংলাদেশ পরশু শেষ ৮ উইকেট হারিয়েছে ২৩ রানে। এটিও রেকর্ড নয়। ১০ বছর আগে মিরপুরে ভারতের বিপক্ষে সেই ম্যাচেই ১৪ রানে শেষ ৮ উইকেট খুইয়েছিল বাংলাদেশ। সবচেয়ে কম রানে শেষ ৮ উইকেট হারানোর রেকর্ডটা যুক্তরাষ্ট্রের। ২০২০ সালে কীর্তিপুরে নেপালের বিপক্ষে ৮ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৫ রানে অলআউট হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ পরশু ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রানে শেষ ৫ উইকেট হারানোর নিজেদের রেকর্ড ছুঁয়েছে। ২০১৪ সালে ৫৮ রানের ম্যাচে মতো পরশুও ৮ রানে বাংলাদেশ হারিয়েছে শেষ ৫ উইকেট। সবচেয়ে কম, ২ রানে শেষ ৫ উইকেট হারানোর রেকর্ডটা নিউজিল্যান্ডের, ২০০৩ সালে লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে।

ওয়ানডেতে কম রানে শেষ ৭ উইকেট

রান	মোট রান	ম্যাচ	ভেন্যু	সাল
৩	১২৭	জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা	হারারে	২০০৮
৬	৩৫	যুক্তরাষ্ট্র-নেপাল	কীর্তিপুর	২০২০
৭	১৫৩	আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা	পাল্লেকেলে	২০২৪
৮	৫৮	বাংলাদেশ-ভারত	মিরপুর	২০১৪
১০	৫৫	শ্রীলঙ্কা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	শারজা	১৯৮৬
১০	২৫৬	ইংল্যান্ড-ভারত	গোয়ালিয়র	১৯৯৩
১১	১৯৪	ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	লর্ডস	১৯৭৯
১১	১৬২	দ. আফ্রিকা-পাকিস্তান	ইস্ট লন্ডন	১৯৯৩
১১	৩৮	জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা	কলম্বো	২০০১
১১	১৪৩	বাংলাদেশ-আফগানিস্তান	শারজা	২০২৪

আর্সেনাল আরও এলোমেলো

চ্যাম্পিয়নস লিগ

খেলা ডেস্ক

প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে ৭ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা আর ক্রীড়া পরিচালক এদু গাসপারের আচমকা চাকরি ছেড়ে যাওয়া—মাঠ আর মাঠের বাইরের এই দুই বিষয় নিয়েই জেরবার ছিল আর্সেনাল। বুধবার রাতে সান সিরোতে ইন্টার মিলানের কাছে ১-০ গোল পরাজয়ে যা আরও জটিল হয়েছে। ইতালিতে টানা পঞ্চম জয়হীনতার ম্যাচে পয়েন্ট তালিকায় আর্সেনাল নেমে গেছে ১২ নম্বরে।

আরতেতা অবশ্য হারের পেছনে নিজেদের দায় কমই দেখছেন। ম্যাচে হাকান কালহানগলুর পেনাল্টি শটে ইন্টার যে গোলটি করেছে, সেটি এসেছে মিকেল মেরিনোর হ্যান্ডবলের জেরে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সেই হ্যান্ডবলে পেনাল্টি সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাচ শেষে রেফারিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন আর্সেনাল কোচ।

আর্সেনাল যখন ইতালিতে গোলহীন, সার্বিয়ায় বার্সেলোনা তখন যেন রীতিমতো 'গোলমেশিন'। হান্সি ফ্লিকের দল রেডস্টার বেলগ্রেডকে তাদেরই মাঠে হারিয়েছে ৫-২ গোলের ব্যবধানে। লেভানডফস্কি করেছেন জোড়া গোল, মার্তিনেজ, রাফিনিয়া ও লোপেজ একটি করে।

বেলগ্রেডের বিপক্ষে বড় জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছে বার্সেলোনা। নতুন ধারার চ্যাম্পিয়নস লিগে একই তালিকায় আছে অংশ নেওয়া ৩৬ দলই। লিগ পর্বের অর্ধেক ম্যাচ শেষে বড় দলগুলোর অনেকেই এই মুহূর্তে ২০-এর বাইরে। প্যারিসে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে শেষ মুহূর্তের গোলে ২-১ গোলে হেরে যাওয়া পিএসজি এখন ২৫ নম্বরে, আতলেতিকোর অবস্থান ২৩-এ। বেনফিকার মাঠ জামাল মুসিয়ালার গোলে জয় নিয়ে ফেরা বায়ার্ন মিউনিখ এখন ১৭ নম্বরে, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল ১৮-তে।

হ্যান্ড টাইমিংয়েই আবার জাতীয় সাঁতার

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামীকাল শনিবার থেকে মিরপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সে শুরু হচ্ছে ম্যাক্স গ্রুপ ৩৩তম জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা। জাতীয় সাঁতার এবারও হচ্ছে হ্যান্ড টাইমিংয়ে।

গতকাল বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সুইমিং ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সেলিম মিয়া বলেন, 'এবারের জাতীয় সাঁতারেও ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আমরা বিষয়টি নিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে চিঠিও দিয়েছি। আপাতত এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই।'

২০১৯ সালে মিরপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সে ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড বসানো হয়েছিল ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে। কিন্তু সেই ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড ঠিকমতো না বসানোয় সেটি অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে। এটি বদলে দেওয়ার জন্য সুইমিং ফেডারেশন থেকে বারবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলা হলেও ব্যাপারটির কোনো সুরাহা হয়নি। কাল সংবাদ সম্মেলনেও ঘুরেফিরে এসেছে সেই ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডের কথাই।

এবারের জাতীয় সাঁতারে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সুইমিং ক্লাব, বিকেএসপি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, আনসারসহ ৫২ দলের ৫৫০ জন সাঁতারু অংশ নিচ্ছেন। পুরুষ ও মেয়েদের মোট ৩৮টি ইভেন্ট হবে। এর বাইরে পুরুষ বিভাগে ডাইভিংয়ে ৩টি ও ওয়াটারপোলোতে ১টি ইভেন্ট রয়েছে।

শ্রম বরিশাল অঞ্চল থেকে নৌপথে আসা কাঠ বুড়িগঙ্গা নদী থেকে স মিলে তুলছেন শ্রমিকেরা। সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কাজ করেন তাঁরা। দিনে ১ হাজার ঘনফুট কাঠ তুলতে পারে ২০ জনের দলটি। গতকাল কামরাঙ্গীরচর মাদ্রাসা ঘাটে। ছবি : জাহিদুল করিম

নির্বাচন কমিশন গঠন

বিএনপিসহ ১৭টি দল ও জোট নাম প্রস্তাব করেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য বিএনপি সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দিন ও শফিকুল ইসলামের নাম প্রস্তাব করেছে বলে জানা গেছে। বিএনপিসহ ১৭টি দল ও জোট তাদের নিজ নিজ দল ও জোটের নামের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নাম প্রস্তাব করার শেষ দিন ছিল গতকাল। অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত অনুসন্ধান কমিটি গতকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের কাছে নাম প্রস্তাব করার জন্য রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোকে অনুরোধ জানিয়েছিল। তবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ, ১৪-দলীয় জোট ও জাতীয় পার্টির কাছে কোনো নাম চায়নি অনুসন্ধান কমিটি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য বিএনপি যে দুজন সাবেক সচিবের নাম প্রস্তাব করেছে, তাঁদের মধ্যে এ এম এম নাসির উদ্দিন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে অবসরে গেছেন। আরেক সাবেক সচিব শফিকুল ইসলাম অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। তাঁর বয়স এখন ৭৬ বছর।

বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের সঙ্গী কয়েকটি দলও প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য সাবেক সচিব শফিকুল ইসলামের নাম প্রস্তাব করেছে। ছয় দলের জোট গণতন্ত্র মঞ্চের প্রতিটি দল পৃথকভাবে তাদের নাম প্রস্তাব গতকাল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দিয়েছে। তবে এই ছয় দলের প্রস্তাবিত নামের তালিকায় সাবেক সচিব শফিকুল ইসলাম ও মহিবুল হকের নাম 'কমন' রয়েছে বলে জানা গেছে। এর বাইরে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সাবেক সচিব আবু আলম শহিদ খানের নামও প্রস্তাব করেছে।

এ ছাড়া চারজন নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য বিএনপি আটজনের নাম প্রস্তাব করেছে। প্রতিটি পদের জন্য দুটি করে নাম দিয়েছে দলটি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমদ ও যুগ্ম আহ্বায়ক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী (এ্যানি) গত বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব শেখ আবদুর রশিদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দলের প্রস্তাবিত নামের তালিকা দেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন কমিশনার পদের জন্য আটজনের নাম প্রস্তাব করেছে জামায়াতে ইসলামী। বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ঐক্যজোট ও এলডিপি পৃথকভাবে নাম প্রস্তাব করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে।

পাঁচটি পদের জন্য পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। দলটি গতকাল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নামের তালিকা জমা দিয়েছে।

নুরুল হকের নেতৃত্বাধীন গণ অধিকার পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপকসহ মোট ছয়জনের নাম প্রস্তাব করেছে। দলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুহুল আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুমের নাম প্রস্তাব করেছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

দলটির সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান সাংবাদিকদের বলেন, আওয়ামী সুবিধাভোগী কাউকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

যুগপৎ আন্দোলনে থাকা ১২-দলীয় জোট প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ পাঁচটি পদের জন্য পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করেছে। সমমনা জাতীয়তাবাদী জোটও তাদের নামের তালিকা দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে।

আমু ৬ দিনের রিমান্ডে, আইনজীবীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় করা ব্যবসায়ী আবদুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুকে ছয় দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত গতকাল বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন। শুনানির এক পর্যায়ে আমুর আইনজীবীকে মারধর করে আদালত থেকে বের করে দেন একদল আইনজীবী।

গতকাল আমুকে আদালতে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। আবেদনে বলা হয়, আবদুল ওয়াদুদ হত্যার মামলার এজাহারভুক্ত আসামি আমু। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি।

শুনানিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, আমু সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম সহযোগী। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি করে নিরীহ মানুষ হত্যা করা হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আসামি জড়িত ছিলেন।

অপর দিকে আসামিপক্ষ থেকে আমুর জামিনের আবেদন করা হয়। শুনানিতে আমুর আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরী কথা বলতে শুরু করার একপর্যায়ে তাঁকে মারধর করে আদালত থেকে বের করে দেন একদল আইনজীবী।

নিবন্ধন নবায়ন নেই ৩৬ হাজার চিকিৎসকের

চিকিৎসাসেবা

অনেকে ভুয়া কাগজপত্র জমা দিয়ে বিএমডিসির নিবন্ধন নিয়েছেন। অনেকে নিবন্ধন ছাড়াই চিকিৎসা দিচ্ছেন।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ৩৬ হাজার চিকিৎসক নিবন্ধন নবায়ন ছাড়াই পেশা চর্চা করছেন। কত মানুষ ভুয়া কাগজপত্র জমা দিয়ে নিবন্ধন করেছেন, তার সঠিক তথ্য নেই বিএমডিসির কাছে। আবার কোনো নিবন্ধন ছাড়াই কত মানুষ চিকিৎসক পরিচয়ে কাজ করছেন, তা-ও তারা জানে না।

রাজধানীর বিজয়নগরে বিএমডিসি কার্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় বিএমডিসির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় বিএমডিসির স্থায়ী স্বীকৃতি (প্রতিষ্ঠানের) প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী ও বিএমডিসির রেজিস্ট্রার মো. লিয়াকত হোসেন উপস্থিত ছিলেন। বিএমডিসির বর্তমান পরিস্থিতি সাংবাদিকদের জানানোর জন্য এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বিএমডিসির সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, চিকিৎসকদের পেশাগত অসদাচরণ, চিকিৎসায় অবহেলা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, চারিত্রিক দোষ—এসব নিয়ে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত, শুনানি ও নিষ্পত্তি করা বিএমডিসির অতি জনগুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল কাজ। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিএমডিসির কাছে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ১৪৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৭১টি অভিযোগের, ২৭টি অভিযোগের তদন্ত বা প্রতিবেদন লেখার কাজ চলছে এবং ৪৯টি অভিযোগ আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আছে।

সভায় বিতরণ করা কাগজপত্রে দেখা যায়, ৭১টি নিষ্পত্তি হওয়া ঘটনার মধ্যে ১৭টি ঘটনায় ১৭ জন চিকিৎসককে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়েছে বিএমডিসি। এর মধ্যে *প্রথম আলোর* একজন সাংবাদিককে হেনস্তা করার ঘটনায় একজন চিকিৎসকের নিবন্ধন স্থায়ীভাবে বাতিল করে বিএমডিসি। এ ছাড়া বাদী অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন ২০টি ঘটনায়, ২০টি ঘটনায় চিকিৎসককে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সতর্কতা নোটিশ ও ভর্ৎসনা করা হয় যথাক্রমে ৯ জন ও ৫ জন চিকিৎসককে।

চিকিৎসকদের নিবন্ধন দেওয়া ছাড়াও চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়াও বিএমডিসির দায়িত্ব। একাধিক সাংবাদিক সুনির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরে বলেন, কিছু বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মান খারাপ। প্রতিবছর ছলচাতুরী করে তারা শিক্ষার্থী ভর্তি করায়। এমবিবিএসে ভর্তির অটোমেশন পদ্ধতি বাতিল করার চেষ্টা চালাচ্ছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিকদের সংগঠন।

বিএমডিসির কর্মকর্তারা বলেন, দেশে নিবন্ধিত চিকিৎসক ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৬৮ জন, দন্ত চিকিৎসক ১৪ হাজার ৩২৩ জন এবং চিকিৎসা সহকারী ২৯ হাজার ১৮ জন। চিকিৎসকদের মধ্যে ৩৬ হাজার চিকিৎসকের নিবন্ধন নবায়ন করা নেই। তাঁদের বড় অংশই জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিএমডিসির সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ভুয়া চিকিৎসক দুই ধরনের। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভুয়া কাগজপত্র জমা দিয়ে বিএমডিসি থেকে নিবন্ধন নিয়েছেন। বিএমডিসি তাঁদের শনাক্ত করতে পারবে। তবে বিএমডিসি থেকে কোনো নিবন্ধন না নিয়েই কেউ কেউ চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে মানুষের চিকিৎসা করছেন। তাঁদের শনাক্ত করা বিএমডিসির পক্ষে কঠিন। সাইফুল ইসলাম বলেন, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাতে পারি। সম্প্রতি কুমিল্লার একটি ঘটনায় আমরা এটা করেছি।'

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে রিকশা হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন (বাঁ থেকে) তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম, রিকশাচালক মোহাম্মদ নূরু ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম। গতকাল গণভবনে। ছবি : তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে

স্মৃতি জাদুঘরে থাকবে নাফিজের দেহ বহনকারী রিকশাটি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ গোলাম নাফিজের দেহ বহনকারী রিকশাটি জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখা হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার গণভবনে নাফিজের দেহ বহনকারী রিকশাটি দেখতে এসে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম এ কথা জানিয়েছেন।

গণভবনে রিকশা হস্তান্তরের সময় রিকশাচালক মোহাম্মদ নূরুকে তাঁর সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৫ নভেম্বর *প্রথম আলোয়* 'নাফিজের নিথর দেহ পড়ে থাকা রিকশাটি বিক্রি করে দিয়েছেন নূরু' শীর্ষক ভিডিও প্রতিবেদনটি দেখে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম তাৎক্ষণিক রিকশা ও রিকশাচালককে খুঁজে বের করার জন্য তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। মোহাম্মদ নূরুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রিকশাটি ৩৫ হাজার টাকায় লন্ডনপ্রবাসী আহসানুল কবীর সিদ্দিকীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে জানান। আহসানুল কবীর সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রিকশাটি জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে হস্তান্তর করার ইচ্ছা পোষণ করেন। সে অনুযায়ী গতকাল রিকশাটি জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গুলিবিদ্ধ নাফিজকে রিকশার পাদানিতে তুলে দেওয়া হয়। তখনো রড ধরে রেখেছিল নাফিজ। ছবি : জীবন আহমেদ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৪ আগস্ট রাজধানীর ফার্মগেটের পদচারী-সেতুর নিচে গুলিবিদ্ধ হয় নাফিজ। রিকশার পাদানিতে তার পতাকা বাঁধা মাথা এক পাশে ঝুলে আছে, আরেক পাশে নিস্তেজ পা দুটি ঝুলছে। রিকশার চেইনের সঙ্গে পেঁচিয়ে যাচ্ছিল বলে নাফিজের হাত রিকশার রডের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছিলেন নূরু। চারপাশে তখন মারমুখী পুলিশ। চলছিল বৃষ্টির মতো গুলি। সেই অবস্থাতেই নাফিজের নিথর দেহ নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছোটেন নূরু।

ট্রাম্পের জয়ে জলবায়ু সম্মেলনে ৮ বছর আগের দুশ্চিন্তার মেঘ

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *নয়াদিল্লি*

আগামী চার বছর যুক্তরাষ্ট্রের হর্তাকর্তা হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবির্ভূত হওয়ায় দুশ্চিন্তার মেঘ আবার ছেয়েছে।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন 'কপ ২৯' শুরুর প্রাক্কালে মার্কিন মুলুকের এই পালাবদল হুট করে আট বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। সংশয় জেগেছে প্রবল, তবে কি জলবায়ু পরিবর্তনের এই অর্জন নতুন করে পড়তে চলেছে বিশ বাঁও জলে?

সংশয়ের কারণ, আট বছর আগে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। সেবার ২০১৬ সালের নভেম্বরে, মরক্কোর মারাকেশে বসেছিল বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন। সম্মেলন শুরু হয়েছিল ট্রাম্পের জয়ের খবর দিয়ে। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। কারণ, নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বারবার জলবায়ু পরিবর্তন ও সে-সম্পর্কিত আন্দোলনের প্রয়োজনকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জলবায়ু আন্দোলন এক 'ব্যয়বহুল ধাপ্পাবাজি'। যুক্তিহীন, অহেতুক এবং সেটা 'চীনের স্বার্থে চীনাদের তৈরি'। এসব মন্তব্য ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তাঁর ঘোষণা। বলেছিলেন, প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে আসবে।

সে ঘোষণা মারাকেশে সমবেত আন্দোলনকর্মীদের মনে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল, সম্ভবত তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। আগামী সোমবার সেখানে শুরু হতে চলেছে কপ ২৯। কে জানে, তিনি প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দ্বিতীয়বারের মতো দেবেন কি না! কিন্তু গত চার বছরের অর্জন যে তিনি নষ্ট করে দিতে পারেন, সেই শঙ্কা বাকু সম্মেলনের আসরে শীতের কুয়াশার মতো ঝুলে থাকবে।

এবার নির্বাচনী প্রচার চলাকালে ট্রাম্প বারবার কড়া ভাষায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের 'এনার্জি' বা শক্তি নীতির সমালোচনা করেছেন। কাজেই মনে করা হচ্ছে, জলবায়ুর সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি হয়তো দিতে চাইবেন না। জলবায়ু পরিবর্তনের স্বার্থে প্রণোদনা হিসেবে বাইডেন যে 'ইনফ্লেশন রিডাকশন আইন' (আইআরএ) পাস করিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ভর্তুকি ও কর—এ ছাড় দিয়ে সেই অর্থ জলবায়ু রক্ষায় লগ্নি করা হচ্ছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

'ড্রিল বেবি ড্রিল' যাঁর মন্ত্র, প্রচারের সময় বারবার যিনি জীবাশ্ম জ্বালানিতে বাড়তি লগ্নির কথা শুনিয়েছেন, জলবায়ু নিয়ে যাবতীয় দুশ্চিন্তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আরও বেশি করে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের ওপর জোর দিয়েছেন, সেই ট্রাম্প দ্বিতীয় দফার রাজত্বে উল্টো পথে হাঁটবেন, তা ভাবা বাতুলতা।

ট্রাম্পকে ঘিরে এসব শঙ্কা সত্যি হলে জলবায়ু পরিবর্তনের যাবতীয় অর্জনই বিফলে যাবে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে যুক্তরাষ্ট্র। সবচেয়ে বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশও তারা। ২০৩০ সালের মধ্যে দূষণ নির্গমন ৫০-৫২ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা (২০০৫ সালের তুলনায়) তারা নিজেরাই নির্ধারণ করেছিল। সেই লক্ষ্যমাত্রা আদতে ২০১৯ সালে সে দেশের মোট দূষণমাত্রার মাত্র ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ বিরাট কিছু একটা নয়। তবু শুধু সেই লক্ষ্যমাত্রাই শিকেয় উঠবে, তা নয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টন নির্গমন বাড়তি করবে।

শঙ্কা সত্যি হলে তা হবে পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের বার্ষিক নির্গমনের সমতুল্য। অন্যভাবে বলা যায়, গত পাঁচ বছরে সারা পৃথিবীতে বাতাস, সৌর ও অন্যান্য দূষণমুক্ত নবায়নযোগ্য পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যা সাশ্রয় হয়েছে, তা দ্বিগুণ অকার্যকর হয়ে যাবে। নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী যে একাগ্রতা এসেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেসব উদ্যোগও। ধাক্কা খাবে ২০২৪ সালের মধ্যে ওই ক্ষেত্রে দুই ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রাও।

পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের হতাশা বাড়িয়ে বাকুতে কপ ২৯-এর আসরে হয়তো নতুন করে ট্রাম্পের ছায়া দীর্ঘায়িত হতে চলেছে। তেমন হলে নিশ্চিতই 'সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয়।'

চট্টগ্রামে হাজারী লেনের দোকানপাট খুলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

ফেসবুকে ইসকনকে (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) নিয়ে দেওয়া পোস্ট শেয়ার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে যৌথ বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে একদল বিক্ষোভকারীর সংঘর্ষের ঘটনায় করা হামলা ও অ্যাসিড নিক্ষেপের মামলায় আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন অরজিত খাস্তগীর, টিপু নন্দী, মিশু কর ও বলাই চক্রবর্তী। গত বুধবার রাতে নগরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে বিভিন্ন দোকান ও মার্কেটের সিলগালা করা তালা খুলে দেন। দোকানিরা তাঁদের দোকানে প্রবেশ করেন। পরে দামপাড়ায় সেনাবাহিনীর ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডে সংবাদ সম্মেলনে যৌথ বাহিনীর টাস্কফোর্স-৪-এর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌস আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, 'এটা ওষুধ ও স্বর্ণ ব্যবসার হাব। এটা এক দিনের জন্য বন্ধ ছিল। আমাদের তদন্ত কার্যক্রমও চলবে, পাশাপাশি অর্থনৈতিক চাকা যাতে স্থবির হয়ে না যায়, সেটাও আমরা দেখছি। আজ থেকে সেটার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে।'

গত মঙ্গলবার ওসমান আলী (হাজারী লেনের ব্যবসায়ী) নামের এক ব্যক্তির দেওয়া ইসকনবিরোধী ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ৫০০ থেকে ৬০০ দুষ্কৃতকারী হাজারী লেনে ওসমান ও তাঁর ভাইকে হত্যার উদ্দেশে দোকান জ্বালিয়ে দিতে জড়ো হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের ছয়টি টহল দল ওই এলাকায় পৌঁছায়। যৌথ বাহিনী তাঁদের দুই ভাইকে উদ্ধার করে। উগ্র কিছু ব্যক্তি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে একপর্যায়ে তারা জুয়েলারি কাজে ব্যবহৃত অ্যাসিড নিক্ষেপ করে যৌথ বাহিনীর সদস্যদের ওপর। এতে সেনাবাহিনীর ৫ সদস্যসহ পুলিশের ১২ সদস্য আহত হন। একদল ব্যক্তি ইট ছুড়ে সেনাবাহিনীর একটি পিকআপ ভ্যানের উইন্ডশিল্ড ভেঙে ফেলে।

ঘটনার পর নিরাপত্তার স্বার্থে হাজারী গলির দোকানপাট বুধবার সকাল থেকে বন্ধ রাখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরে বুধবার রাতে কোতোয়ালি থানার এসআই মিজানুর রহমান বাদী হয়ে পুলিশের ওপর হামলা ও অ্যাসিড নিক্ষেপের অভিযোগে ৪৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত পরিচয় ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। একই দিন ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় পোস্ট শেয়ারকারী ব্যবসায়ী ওসমান আলীকে।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফজলুল কাদের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, হাজারী লেনে পুলিশের ওপর হামলা ও অ্যাসিড নিক্ষেপের মামলায় ৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫ জনের জামিনের আবেদন করা হয় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্করের আদালতে। আদালত তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন। অন্য আটজনের জামিনের আবেদন করা হয়নি।

২৬ কর্মীর লেখা

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

আমার বোকা মা

ঝর্না আক্তার, *মানবসম্পদ বিভাগ, প্রথম আলো*

আমার মা-টা না খুব বোকা। কথায় কথায় কাঁদে। আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করলে কাঁদবে, আবার খারাপ করলাম, তখনো কাঁদবে। খুশি হলেও কাঁদবে, রাগ হলেও কাঁদবে, কষ্ট পেলেও কাঁদবে। শেষ কবে তাকে হাসতে দেখেছি, মনেই পড়ে না। তবু আমার মা দুনিয়ায় সেরা মা।

আমি যে বড় হয়েছি, এটা সে মানতেই চায় না। আমি বাংলাদেশের সেরা গণমাধ্যমের মানবসম্পদ বিভাগে চাকরি করি। কত বড় বড় মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা আমার। তারপরও রাস্তা পার হওয়ার সময় মা আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখবে, হাত ধরে রাস্তা পার করাবে। যেন আমি তিন-চার বছরের ছোট বাচ্চা মেয়ে। মায়েরা হয়তো এমনই হয়। মায়েদের কাছে সন্তানেরা কখনো বড় হয় না। সত্যি আমি অনেক ভাগ্যবতী, এই বোকা মেয়েটা আমার মা বলে।

আমার কোনো ভাই না থাকায় বাবার কিছুটা আক্ষেপ থাকলেও আমরা বোনেরা কখনো মা-বাবাকে ছেলের অভাব বুঝতে দিইনি। মায়ের অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো আক্ষেপ নেই। আমার মা দুনিয়ায় সবচেয়ে সরল মানুষগুলোর একজন। সে এতটাই সরল যে আমরা খুব সহজে তাকে বোকা বানাতে পারি। বাবার শাসন থেকে বরাবর আমাদের রক্ষা করে এসেছে এই মা। মা আমাদের সেই ঢাল, যাকে সব সময় ব্যবহার করা যায় বাবার শাসন থেকে বাঁচতে।

সব সময় মায়ের কাছেই ছিল আমার যত আবদার। এটা খাব না, ওটা রান্না করো। ঈদে এই জামাটা নেব, ওই জুতাটা লাগবে। আরও কত শত আবদার যে করি মায়ের কাছে! বাবা আমার রাশভারী লোক, তাই বাবার কাছে চাইতে, কোনো কিছু বলতে বেশ ভয় পেতাম। আমার বোকা মা-টা কীভাবে যেন আমার রাগী বাবাকে রাজি করিয়ে ফেলত। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জিনের মতো আমাদের সব ইচ্ছা পূরণ করত। কীভাবে যেন একা হাতে সব ব্যবস্থা করে ফেলত। এই তো সেদিন এক বান্ধবীর গায়েহলুদ ছিল, অনুষ্ঠান রাতে। তাই রাতে থাকতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু বাবা কখনোই রাতে বাসার বাইরে থাকার অনুমতি দেবেন না, এটা আমার জানা। তাই মন খারাপ করে বসে আছি। মা মন খারাপ কেন জানতে চাওয়ায় বললাম সবটা। মা কীভাবে যেন রাজি করিয়ে ফেলল বাবাকে। আমি ভাবি, আমার মা বোকা নয়, আমার মা জাদু জানে।

আজও মন খারাপ হলে, কষ্ট পেলে মায়ের কোলে মাথা রেখে সবটা বলি। এই বোকা মা-টার কাছে সবকিছুর সমাধান পাই। কত কিছু যে জানে, তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যার সমাধান দেয়।

মা আমার দেখা সেরা ব্যবস্থাপক। আমি মনে করি, প্রত্যেক মা একেকজন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক। মায়ের কাছ থেকে সেই ব্যবস্থাপনা শিখি, যা আমার প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি শেখাতে পারেনি। আমি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগে কাজ করি, এটা আগেও বলেছি। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি মায়ের কাছ থেকে শেখা ব্যবস্থাপনা আমার কাছে বেশি বাস্তব মনে হয়। একটা সংসার, সংসারের মানুষগুলোকে যত্ন করার সঙ্গে প্রতিদিনের অফিসের কাজের মিল খুঁজে পাই।

প্রায়ই ভাবি, মেয়ে হয়ে জন্মানোর কারণে সামাজিক নিয়মে আমাকেও সামলাতে হবে নিজের সংসার। যেই সংসারে হয়তো আমিও আমার ছেলেমেয়ের বোকা মা হব। যে অধ্যায়টা আমার জন্য একদম নতুন হবে।

ভয় হয় মা, আমি পারব তো তোমার মতো বোকা মা হতে, ভালো ব্যবস্থাপক হতে! তোমার মতো করে হয়তো পারব না মা। আবার ভাবি, তুমি যেমন পেরেছ, আমি পারব মা। কারণ, আমি যে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মায়ের সন্তান।

তবে হ্যাঁ, এখনো যে অনেক কিছু শেখা বাকি, তাই সারা জীবন তোমাকে আমার প্রয়োজন মা। তোমার মতো করে রাস্তা পার হওয়ার সময় ছেলেমেয়ের হাত শক্ত করে ধরা শেখা বাকি, তোমার মতো রান্না শেখা বাকি, তোমার মতো করে সবকিছু শেখা বাকি, বুকের ভেতর সন্তানের জন্য এক সমুদ্র আবেগ জমানো বাকি। আরও কত কিছু বাকি মা। আমি ঠিক তোমার মতো হতে চাই। কারণ, তুমিই আমার দেখা সেরা মানুষ, আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, আমার জীবনের সেরা শিক্ষক। আমার আদর্শ। ভালোবাসি মা তোমাকে।

'আমার এই নম্বরে এক লাখ টাকা পাঠায়ে দেন'

বললেন বিএনপি নেতা

প্রতিনিধি, *নওগাঁ*

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলা বিএনপির সহযুব সম্পাদক বেলাল হোসেনের (সৌখিন) বিরুদ্ধে মামলার আসামির তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে এক আওয়ামী লীগ নেতার কাছ থেকে চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক শামসুল আলম খানের কাছে তিনি এই চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে দুই নেতার কথোপকথনের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোবরচাপা এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। রাতে বিস্ফোরক আইনে বেলাল হোসেন বাদী হয়ে বদলগাছী থানায় একটি মামলা করেন। এতে উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামসুল আলম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাসুদ রানা, মিঠাপুর ইউপি চেয়ারম্যান ফিরোজ হোসেন, বদলগাছী সদর ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, কোলা ইউপি চেয়ারম্যান শাহিনুর ইসলামসহ ৪০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা আরও ১২০ জনকে। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত বুধবার রাত ১০টার দিকে প্রথমে সুমন হোসেন ও নয়ন হোসেন নামের দুটি ফেসবুক আইডি থেকে বেলাল হোসেন ও শামসুল আলমের কথপোকথনের ওই অডিও পোস্ট দেওয়া হয়। ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের অডিওতে বেলাল হোসেন বলেন, '...আপনি ম্যানকার (বিএনপি নেতা মানিক) সাথে যোগাযোগ করে বাঁচতে পারবেন?...আমার এই নম্বরে বিকাশ, নগদ সব আছে। আপনি এক লাখ টাকা এখানে পাঠায়ে দেন। তাইলে আপনি ম্যানকাক টাকা দেবেন মানে, আমরা কে? টাকা দিতে হবে।'

এ বিষয়ে শামসুল আলম বলেন, 'বুধবার বেলা ১১টার দিকে নওগাঁয় আদালতে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ওই সময় একটা অপরিচিত নম্বর থেকে কল আসে। নিজেকে চাংলার সৌখিন পরিচয় দিয়ে আমার কাছে টাকা দাবি করা হয়। শুনতেছি, মামলায় অভিযুক্ত অন্যদের কাছ থেকেও এভাবে ফোন করে চাঁদা দাবি করা হচ্ছে।'

শামসুল আলমের কাছ থেকে 'অপরিচিত' মুঠোফোন নিয়ে যোগাযোগ করেন এ প্রতিবেদক। ফোন ধরেন বিএনপি নেতা বেলাল হোসেন। তবে তিনি দাবি করেন, 'শামসুল চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার কথাই হয়নি। যেটা ছড়াছে, এটা সম্পূর্ণ ভুয়া। আমাকে ফাঁসানোর জন্য কেউ এডিট করে ফেসবুকে এটা ছাড়ছে।'

০৭ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৭৫	তৎকালিন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সিপাহি জনতার মিলিত অভ্যুত্থানে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হন।
১৯৭৫	বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক খালেদ মোশাররফ মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৬৫৯	ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে ঐতিহাসিক পাইরনসিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
১৯৫৬	জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে।
১৮৬৭	মারি ক্যুরি, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ জন্মগ্রহণ করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস

	০৭ নভেম্বর, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

কমলা হ্যারিস

জেমস ডেভিড ভ্যান্স

টিম ওয়ালেজ

রাশিদা তায়েব

মার্কিন নির্বাচন ২০২৪

- যুক্তরাষ্ট্রের ৬০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ৫ নভেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার)
- ২০২৪ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ছিলেন– কমলা হ্যারিস
- কমলা হ্যারিস (বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট) হলেন– প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত
- নির্বাচনে 'রানিং মেট' হলো– ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী
- নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের রানিং মেট ছিলেন– টিম ওয়ালেজ (মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর)
- নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন– ডোনাল্ড ট্রাম্প
- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিং মেট ছিলেন– জেডি ভ্যান্স (ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনেটর)
- যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতীক– গাঁধা (নীল রং) এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রতীক– হাতি (লাল রং)
- মার্কিন নির্বাচন হয়– ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটে
- ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট রয়েছে– ৫৩৮টি (প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ২৭০টি)

২০২৪ এর নির্বাচনে বিজয়ী:

ডোনাল্ড ট্রাম্প (৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট)

হোম স্টেট	ফ্লোরিডা
দলের নাম	রিপাবলিকান পার্টি
দলীয় প্রতীক	হাতি
রানিং মেট	জেমস ডেভিড (জেডি) ভ্যান্স
নির্বাচনী স্লোগান	Make America Great Again!
নির্বাচনী ইশতেহার	Project 2025

২০২৪ এর নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী:

কমলা হ্যারিস

হোম স্টেট	ক্যালিফোর্নিয়া
দলের নাম	ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
দলীয় প্রতীক	গাঁধা
রানিং মেট	টিম ওয়ালেজ
নির্বাচনী স্লোগান	Let's Win This!
নির্বাচনী ইশতেহার	Freedom, Investing in America

- **ফিলিস্তিনি-মার্কিন সদস্য রাশিদা তায়েব বিজয়ী:** নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে টানা চতুর্থবারের মতো জয়ী হয়েছেন দেশটির আইনসভার একমাত্র ফিলিস্তিনি-মার্কিন সদস্য রাশিদা তায়েব। মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ১২তম কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট থেকে জয়লাভ করেছেন তিনি।
- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন– ডোনাল্ড ট্রাম্প (৭৮ বছর)।
- ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন– মোট ২ বার (প্রথমবার ২০১৬ সালে, দ্বিতীয়বার ২০২৪ সালে)।
- সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে– ক্যালিফোর্নিয়ায় (৫৫টি); যুক্তরাষ্ট্রে মোট অঙ্গরাজ্য– ৫০টি
- যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস; এটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট (উচ্চকক্ষ-সিনেট, আসন-১০০; নিম্নকক্ষ-হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, আসন-৪৩৫)
- ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন– জানুয়ারি ২০২৫, ভাইস প্রেসিডেন্ট– জেডি ভ্যান্স, ফার্স্ট লেডি– মেলানিয়া ট্রাম্প (ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী) এবং সেকেন্ড লেডি– উষা ভ্যান্স (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী)